উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি ২০ ভাদ্র ১৪৩১ শুক্রবার ৪.০০ টাকা 6 September 2024 Friday 12 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 110

বিজেপিতে যোগ দিচ্ছেন জাদেজা

এগারোর পাতায়

কন্যাশ্রী, বেটি বাঁচাও অর্থহীন, বলছেন দেব

পাঁচের পাতায়

কড়া বার্তা ইউনূসের

ভারতের সুসম্পর্কের পথে কাঁটা যে শেখ হাসিনাই সেই কথা ঠারেঠোরে বুঝিয়ে দিলেন প্রধান উপদেষ্টা ডঃ মুহাম্মদ ইউনূস। এক সাক্ষাৎকারে নয়াদিল্লিকে রীতিমতো হুঁশিয়ারির সুরে তিনি বলেছেন, ভারত যদি শেখ হাসিনাকে রাখতে চায় রাখুক।

বিস্তারিত সাতের পাতায়

সন্তানদের দেহ কাঁধে

মহারাষ্ট্রের গড়চিরৌলির এক হাসপাতালে সময়মতো চিকিৎসা না পেয়ে জ্বরে মারা গেল একই পরিবারের দুটি শিশু। হাসপাতাল থেকে দেহ আনতে মেলেনি অ্যাম্বুল্যান্স। অগত্যা মা-বাবাকেই সন্তানদের শবদেহ কাঁধে করে গ্রামে নিয়ে আসতে হল।

বিস্তারিত সাতের পাতায়

ভেন্টিলেশনে সীতারাম

ফুসফুসে সংক্রমণের জেরে সংকটজনক অবস্থা সিপিএমের সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরির। বৃহস্পতিবার রাত থেকে তাঁকে নয়াদিল্লির এইমসে ভেন্টিলেশনে রাখা হয়েছে। ১৯ অগাস্ট থেকে হাসপাতালেই রয়েছেন তিনি। চিকিৎসকের একটি দল তাঁকে পর্যবেক্ষণে রাখছে।

অপকর্মের আঁতুড় ছাত্র নেতার কাঠপুতলি কর্তৃপক্ষ

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৫ সেপ্টেম্বর : পরিচয় একটাই, 'শাসকদলের ছাত্র নেতা'। কিন্তু সেই ছাত্র নেতাদের এতটাই দাপট যে, তাঁদের কথায় উঠতে-বসতে হয় অধ্যক্ষ, অধ্যাপকদেরও। সহপাঠী এবং জুনিয়ারদের তো তাঁরা মানুষ বলেই মনে করেন না। রীতিমতো তাঁদের ধমকি শুনে চলতে হয় সকলকে। এতদিন মেডিকেলে 'রাজ' করলেও বুধবার গণরোষ আছড়ে পড়েছে মেডিকেলের তৃণমূল ছাত্র পরিষদের ট্যাগ সাঁটা একাধিক নেতার বিরুদ্ধে। উঠে এসেছে সাহিন সরকার, সোহম মণ্ডল, সৌরভ কর্মকারের মতো একাধিক টিএমসিপি নেতার নাম। কিন্তু তাঁদের মাথায় বড় কারও হাত না থাকলে যে 'হুমকি প্রথা' কার্যকর করা সম্ভব নয়, তা আঁচ করছেন অধ্যাপকদের একাংশও।

আমরা খবর চাপতে নয়, ছাপতে পারদর্শী

আরজি কর কাণ্ডের পর হুমকি প্রথা চালুর অভিযোগ প্রকাশ্যে এসেছিল উত্তরবঙ্গ লবির দুই চিকিৎসক অভীক দে, বিরূপাক্ষ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে। বর্ধমান মেডিকেল কলেজের দুই চিকিৎসককেই বৃহস্পতিবার সাসপেন্ড করেছে স্বাস্থ্য ভবন। অভীকের বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্তের প্রক্রিয়াও শুরু হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, উত্তরবঙ্গ মেডিকেলেও বুধবার বিক্ষোভ চলাকালীন অভীকের বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন পড়ুয়ারা।

এদিকে, অভিযোগ হতেই কার্যত গা-ঢাকা দিয়েছেন অভিযুক্ত ছাত্র নেতারা। সাহিনের ফোন বন্ধ। সৌরভ ফোন ধরেই বলেছেন, 'বাইরে রয়েছি। পরে কথা বলব।' সোহমকেও ফোনে পাওয়া যাচ্ছে না। মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ ইন্দ্রজিৎ সাহা অবশ্য বলছেন, 'সমস্ত অভিযোগ নিয়েই তদন্ত করা হচ্ছে। পুলিশকেও বিষয়গুলি জানানো হয়েছে।'

পড়ুয়াদের ধর্ষণের হুমকি দেওয়া, পরীক্ষায় খাতায় নম্বর কমিয়ে দেওয়ার মতো ভয়ংকর সব অভিযোগ উঠে এসেছে টিএমসিপি নেতাদের বিরুদ্ধে। বৃহস্পতিবার সার্জারি বিভাগের পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ট্রেনি (পিজিটি) সুমন ভার্মা বিভাগীয় প্রধানকে লিখিত অভিযোগে বলেছেন, 'সাহিন সরকার, সাহিনুল ইসলাম, সৌরভ কর্মকার সহ টিএমসিপির অন্য নেতারা আমাকে বারবার প্রাণে মারার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। অভীক দে এবং সন্দীপ সেনগুপ্ত পরীক্ষার হলে এসে আমাকে পরীক্ষার খাতায় কারচুপির জন্য চাপ দিয়েছেন। কলেজ অধ্যক্ষও আমাকে সোহম, প্রান্তিক মণ্ডল, সুদীপা নন্দী সহ অন্যদের রোল নম্বর দিয়ে তাঁদের নম্বর বাড়ানোর জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন।'

খোঁজ নিয়ে দেখা যাচ্ছে, এখানে যাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে, তাঁরা প্রত্যেকেই অভীক-ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত। তাঁদের এতটাই দাপট যে, কলেজ কর্তৃপক্ষও কার্যত মুখে কুলুপ এঁটে থেকেছে। দু'-একজন পড়ুয়া বিভিন্ন সময় অভিযোগ জানানোর চেষ্টা করলেও তাতে কোনও আমল না দিয়ে বরং সমঝে চলার বার্তা দিয়েছেন। প্রশ্ন উঠছে, এত দাপটের পিছনে রহস্যটা কী? এই দুর্বৃত্তদের মাথায় কার হাত রয়েছে, যার জেরে এত সাহস পাচ্ছেন অভিযুক্তরা?

এরপর দশের পাতায়

উত্তরের খোঁজে

সবাই যদি শিরদাঁড়া টেবিলে রেখে যেতে থাকে...

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

তেরো বছরের মুখ্যমন্ত্রিত্বের জীবনে সবচেয়ে চাপে থাকা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অস্বস্তির মধ্যে স্বস্তি কী হতে পারে? অনুগামীদের চশমায় দেখা বন্ধ করলে, এখন তিনি এই দুঃসময়ে বুঝতে পারবেন, কারা আসলে তাঁর শুভাকাঙ্ক্ষী। কারা আদতে চরম ধান্দাবাজ।

দলে ও দলের বাইরে কারা ক্ষমতার ক্ষীরটুকু তৃপ্তির সঙ্গে খেয়ে আজ হাত মুছে ফেলছেন। কারা করছেন না।

কারা দুঃসময়ে আরও উলটো-পালটা বলে বিপদে ফেলছেন দলকে। কারা আসলে অভিষেক এবং তাঁর মধ্যে ফাটল ধরানোর খেলায় মেতেছেন নিজেদের সুবিধার্থে। কারা গিরগিটি। কোন নেতাদের দাদাগিরিতে পার্টি আজ বিপন্ন। ভুল থেকে শিক্ষা নিলে লাভ।

মমতা যদি এসব বুঝতে পারেন, বাঙালিও অনেক কিছু বুঝতে পারছে। কারা প্রতিবাদের মঞ্চ কাজে লাগিয়ে নিজেদের প্রচারে ব্যবহার করছেন। কোন অভিনেত্রী গিটার বাজাচ্ছেন, কোন অভিনেত্রী লাফিয়ে লাফিয়ে স্লোগান দিচ্ছেন। কোন অভিনেত্রীরা ফুটেজ খেতে হাসপাতালে চলে যাচ্ছেন ভাষণ দিতে। গড্ডলিকা প্রবাহে গা ভাসানো কারা অনুষ্ঠান টিভিতে লাইভ দেখানো না হলেই উৎসাহ হারিয়ে ফেলছেন। বেশ কিছু প্রতিবাদ মিছিল দেখলেই বোঝা যাচ্ছে, কোনটা বিজেপির প্রচ্ছন্ন মদতে বা কোনটা তৃণমূলের। কোনটায় আড়ালে হাত সিপিএমের, কোনটায় নকশাল বা এসইউসির। কোনটা টিভি চ্যানেলের তৈরি।

এরপর দশের পাতায়

DESUN HOSPITAL SILIGURI
হার্ট অ্যাটাক
স্ট্রোক
অ্যাক্সিডেন্ট
বার্ন
রাতে বা দিনে ভরসা ডিসানে
এমার্জেন্সিতে ফোন করুন
90 5171 5171

ফালাকাটায় ছাত্রীর শ্লীলতাহানি

ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটা, ৫ সেপ্টেম্বর : বৃহস্পতিবার ভরদুপুরে ফালাকাটা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালের সামনে শ্লীলতাহানির অভিযোগ উঠল। অভিযুক্ত অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় ছিল বলে অভিযোগ। সেই কিশোরীর মা অবশ্য অভিযুক্তকে ছাড়েননি। দৌড়ে গিয়ে তাড়া করে ধরে ফেলেন। তারপর রীতিমতো জুতোপেটা করেন তাকে।

হাসপাতালে ডাক্তার দেখিয়ে মায়ের সঙ্গে বাড়ি ফিরছিল দশম শ্রেণির সেই ছাত্রী। টোটোর জন্য তাঁরা হাসপাতাল গেটের সামনে দাঁড়িয়েছিলেন। অভিযোগ, ওই সময় এক মধ্যবয়স্ক ব্যক্তি সেই ছাত্রীর শ্লীলতাহানি করে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। পরে সেই ছাত্রীর মা, অভিযুক্তকে পাকড়াও করার পর আশপাশে লোকজন জড়ো হয়। তারাও তখন সেই ব্যক্তিকে মারধর করে। খবর পেয়ে ফালাকাটা থানার পুলিশ এসে অভিযুক্তকে নিয়ে যায়।

কী ঘটেছে

- এক কিশোরী তার মায়ের সঙ্গে দাঁড়িয়ে ছিল হাসপাতাল চত্বরে
- সেখানেই তার গায়ে অশালীনভাবে স্পর্শ করে এক ব্যক্তি
- তখন মেয়েটির মা চিৎকার করলেও কেউ এগিয়ে আসেনি
- পরে মেয়েটির বাবা এলে ৩ জনে মিলে অভিযুক্তের পিছনে ধাওয়া করে
- লোকটিকে ধরার পর জুতোপেটা করেন মা

ফালাকাটা থানার আইসি সমিত তালুকদার বলেন, 'এক ব্যক্তিকে আমরা আটক করে এনেছি। সে মদ্যপ। নেশা করে গালাগাল দেওয়ার জন্য তার বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট ধারায় মামলা করা হচ্ছে। তবে কোনও লিখিত অভিযোগ হয়নি।'

সেই মহিলা পশ্চিম ফালাকাটা এলাকার বাসিন্দা। তিনি তাঁর মেয়েকে নিয়ে এদিন হাসপাতালে ডাক্তার দেখাতে এসেছিলেন। মেয়েটি শহরের একটি নামকরা স্কুলের দশম শ্রেণির ছাত্রী। ডাক্তার দেখানোর পর তিনি মেয়েকে নিয়ে বাড়ি যাবেন বলে হাসপাতাল গেটের সামনে এসে দাঁড়ান। সেখানে টোটোর জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন। অভিযোগ, ওই সময় এক মধ্যবয়স্ক ব্যক্তি হঠাৎ করে ওই দশম শ্রেণির ছাত্রীর গায়ে অশালীনভাবে স্পর্শ করে। তারপর কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই হাসপাতাল চত্বর থেকে চলে যায়। মহিলা চিৎকার করতে শুরু করেন। তা সত্ত্বেও কেউ এগিয়ে আসেননি বলে জানিয়েছেন। তখন তিনি স্বামীকে ফোন করে বিস্তারিত জানান।

কাছেই ছিলেন সেই মেয়েটির বাবা।

এরপর দশের পাতায়

৫ মিনিটের বৈঠকে রহস্য মেডিকেলে

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ৫ সেপ্টেম্বর : আরজি করের ঘটনার পর উত্তাল হয়ে উঠেছে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ। বুধবার রাতে পড়ুয়াদের চাপে ইস্তফা দিয়েছেন মেডিকেলের ডিন ও সহকারী ডিন। কিন্তু সকাল থেকে যে পড়ুয়ারা অধ্যক্ষেরও পদত্যাগ চাইছিলেন, সেই দাবি থেকে হঠাৎ তাঁরা সরে গেলেন কেন, সেই জল্পনা শুরু হয়েছে মেডিকেলের অন্দরে। আর এখানেই উঠে আসছে মিনিট পাঁচেকের রহস্যময় বৈঠকের কথা।

ওইদিন বেলা ১২টা ৩০ মিনিট নাগাদ যখন অধ্যক্ষের ঘরে ঢোকেন চিকিৎসক পড়ুয়ারা, তখন তাঁদের প্রথম দাবি ছিল টিএমসিপি ইউনিট ভেঙে দেওয়া। এরপর যত বেলা গড়াতে থাকে অধ্যক্ষের পদত্যাগের দাবিতে সরব হতে থাকেন পড়ুয়ারা। প্রথমে প্রায় ছয় ঘণ্টা ঘেরাও করে রাখা হয় অধ্যক্ষকে। কিন্তু অধ্যক্ষের চেম্বারের পাশের ছোট ঘরে বিক্ষোভকারী পড়ুয়াদের সঙ্গে তাঁর মিনিট পাঁচেকের আলোচনাই বদলে দেয় আন্দোলনের রূপরেখা। ওই বৈঠক শেষ হতেই আন্দোলনকারীরা শুধুমাত্র ডিনের পদত্যাগের দাবিতে সরব হতে থাকেন। দিনের শেষে গোটা আন্দোলনের ঝাঁঝ ভোগ করতে হয়েছে ডিন ডাঃ সন্দীপ সেনগুপ্তকে। কিন্তু বন্ধ দরজার পেছনে এমন কী আলোচনা হল যে আন্দোলনের রূপরেখাই বদলে গেল তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

ডিনের মাথার ওপরে রয়েছেন অধ্যক্ষ। তাঁর অজান্তেই কি ডিন এতদিন সমস্ত কাজ করেছেন? উঠছে সেই প্রশ্ন। যদিও পড়ুয়াদের যুক্তি, ডিন এবং অধ্যক্ষ দুজনের ভূমিকাতেই তাঁরা অসন্তুষ্ট। বুধবারের আন্দোলনকে তাঁরা জুনিয়ার চিকিৎসকদের লালবাজার অভিযানের সঙ্গে তুলনা করেছেন। তাঁদের যুক্তি, লালবাজার অভিযানে কলকাতার পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েল পদত্যাগ না করলেও চিকিৎসকদের কথা শুনতে বাধ্য হন। সেরকমই উত্তরবঙ্গ মেডিকেলেও ডিনকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করে নিজেদের দাবি অধ্যক্ষের কাছে রাখতে পেরেছেন তাঁরা।

আন্দোলনকারীদের মধ্যে শাহরিয়ার আলমের বক্তব্য, 'আমি আন্দোলনকারী হিসেবে মনে করি অধ্যক্ষ ডাঃ ইন্দ্রজিৎ সাহা, ডিন ডাঃ সন্দীপ সেনগুপ্ত সমানভাবে দোষী। কিন্তু সব দাবি তো একবারে পূরণ হয় না। অধ্যক্ষের বিরুদ্ধেও আমাদের অভিযোগ রয়েছে।'

উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পরীক্ষা দুর্নীতি থেকে শুরু করে হুমকি প্রথা, তোলাবাজি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই ক্ষোভ জমেছিল পড়ুয়াদের মধ্যে।

এরপর দশের পাতায়

অধ্যক্ষের পদত্যাগের দাবি ধামাচাপা

বুধবার ছাত্র প্রতিনিধিদের সঙ্গে অধ্যক্ষের বৈঠকের পরই আন্দোলনের অভিমুখ ঘুরে যায়। পিছনে পর্দা দেওয়া ঘরেই বৈঠক হয়েছিল।

রূপ বদল

- সকাল থেকে অধ্যক্ষের পদত্যাগ চেয়েই বিক্ষোভ করছিলেন পড়ুয়ারা
- এরপর সেই ঘরে ডিনকে ডেকে এনে তাঁর বিরুদ্ধে সরব হন আন্দোলনকারীরা
- বিকেল ৪টায় নিজের চেম্বারের পাশে থাকা একটি ছোট ঘরে যান অধ্যক্ষ
- ওই ঘরে যান পড়ুয়াদের একাংশও, মিনিট পাঁচেক থেকে বেরিয়ে আসেন
- এরপরই ডিনের বিরুদ্ধে আন্দোলন তীব্র হতে থাকে

তদন্ত কমিটি নিয়েই বহু প্রশ্ন

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৫ সেপ্টেম্বর : উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পরীক্ষা দুর্নীতি নিয়ে ওঠা অভিযোগের তদন্ত করতে ছয় সদস্যের কমিটি গঠন করেছেন অধ্যক্ষ ডাঃ ইন্দ্রজিৎ সাহা। মেডিকেল সুপার ডাঃ সঞ্জয় মল্লিককে তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যান করা হয়েছে। কমিটিতে থাকা উত্তরবঙ্গ লবি-ঘনিষ্ঠ এক চিকিৎসককে নিয়ে পড়ুয়াদের মধ্যে ক্ষোভ রয়েছে। তবে, তদন্ত রিপোর্ট না দেখে তাঁরা কোনও মন্তব্য করতে চাইছেন না।

অন্যদিকে, অভিযোগ যখন কলেজ অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে, সেখানে তাঁরই হাসপাতাল সুপার (এমএসভিপি) কীভাবে সেই তদন্ত করবেন, আদৌ সেই তদন্ত রিপোর্টে অন্যায় অত্যাচারের সঠিক প্রতিফলন হবে কি না সেই প্রশ্নও উঠছে। অধ্যক্ষ ডাঃ ইন্দ্রজিৎ সাহার যুক্তি, 'হাসপাতাল সুপারের নেতৃত্বে তদন্ত না হওয়ার কী আছে? আমার বিরুদ্ধে অভিযোগের তদন্তও তো ওই কমিটি করবে। কোনও সমস্যা নেই।'

তদন্ত কমিটিতে প্রথমে সার্জারি বিভাগের প্রতিনিধি না থাকা নিয়েও প্রশ্ন ওঠে। পরে বুধবার রাতের দিকে সার্জারি বিভাগের প্রধান ডাঃ নিশীথরঞ্জন মল্লিককে কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ফলে সদস্যসংখ্যা পাঁচ থেকে বেড়ে ছয় হয়।

বুধবার মেডিকেল কলেজের পরীক্ষায় দুর্নীতি নিয়ে দিনভর অধ্যক্ষ, স্টুডেন্ট অ্যাফেয়ার্সের ডিনকে ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখান ডাক্তারি পড়ুয়ারা। সমস্ত দুর্নীতির দায় নিয়ে অধ্যক্ষ, ডিন, সহকারী ডিনের পদত্যাগের দাবিতে সোচ্চার হন। পাশাপাশি এই ঘটনার উচ্চপর্যায়ের তদন্ত দাবি করা হয়।

এরপর দশের পাতায়

দুর্ঘটনা রোধে দেশে প্রথম স্বয়ংক্রিয় পরীক্ষা

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ৫ সেপ্টেম্বর : সুরক্ষায় দেশের রেল মানচিত্রে নতুন নজির নিউ জলপাইগুড়ি জংশনের।

দুর্ঘটনা রোধ এবং সময়ানুবর্তিতায় নজর রেখে দেশে প্রথম এনজেপিতে চালু হল অটোমেটিক ট্রেন এগজামিনেশন সিস্টেম (এটিইএস)। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স)-র মাধ্যমে এটিইএস কাজ করায়, সাফল্যের ব্যাপারে একশো শতাংশ নিশ্চিত রেল। রেলের বক্তব্য, কবচের মতো কার্যকরী ভূমিকা নেবে এটিইএস। অত্যাধুনিক প্রযুক্তিটি রোলিং স্টকের ছবি এবং ভিডিও তুলে সংশ্লিষ্ট জায়গায় পাঠানোর পাশাপাশি বিশ্লেষণ করে প্রয়োজন ভিত্তিতে সতর্ক করতে সমর্থ। ফলে বিস্তীর্ণ এলাকায় একটিও দুর্ঘটনা ঘটবে না বলে নিশ্চিত অশ্বিনী বৈষ্ণোর মন্ত্রক।

১৭ জুন ফাঁসিদেওয়া ব্লকের নিজবাড়িতে ভয়াবহ দুর্ঘটনার কবলে পড়েছিল কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস। ওই ঘটনার জেরে পরিকাঠামোগত বিভিন্ন ফাঁকফোকর স্পষ্ট হয়ে ওঠে। গাফিলতি কোথায় কোথায়, তা পরিষ্কার হয়ে যায় রেলওয়ে সেফটি কমিশনার জনককুমার গর্গের রিপোর্টেও। ওই রিপোর্টের প্রেক্ষিতে এনজেপিতে এটিইএস কার্যকরের সিদ্ধান্ত বলে রেল সূত্রে খবর।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মা বলছেন, 'এখনও পর্যন্ত ভারতের কোনও স্টেশনে এটিইএস কার্যকর হয়নি। এনজেপিতে সাফল্য পাওয়া গেলে এই প্রযুক্তি দেশের সর্বত্র কার্যকর করা হবে।' এটিইএস কার্যকরের মধ্যে দিয়ে নিউ জলপাইগুড়ি জংশন এবং বিস্তীর্ণ এলাকায় ট্রেন দুর্ঘটনা রোধ করা যাবে বলেও তিনি মনে করেন।

লাইনে ট্রেনের চাকা গড়ালেই সক্রিয় হয়ে উঠবে চারটি ক্যামেরা এবং সমসংখ্যক সেন্সর। শুরু হয়ে যাবে বিভিন্ন তথ্য প্রদান। চাকার তাপমাত্রা থেকে রেল ট্র্যাকের ভাঙন এবং ইঞ্জিনের গণ্ডগোল, সমস্ত তথ্যই এটিইএসের মাধ্যমে পাবেন লোকো পাইলট বা ট্রেনচালক। ইঞ্জিনে থাকা ডিসপ্লে বোর্ডের পাশাপাশি চালকের মোবাইলেও বিভিন্ন তথ্য ফুটে উঠবে। ত্রুটি সংক্রান্ত তথ্য পৌঁছে যাবে মেকানিক্যাল সেকশনের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট রেলের শীর্ষকর্তাদের কাছেও। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সভিত্তিক প্রযুক্তির মাধ্যমে দ্রুত তথ্য আদানপ্রদান ঘটায় ট্রেন দুর্ঘটনা রোধ করা যাবে বলে মনে করছেন রেলকর্তারা।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল সূত্রে খবর, এনজেপিতে রোলিং ইন এবং রোলিং আউট পরীক্ষাকেন্দ্রে অর্থাৎ রেল ট্র্যাকের উভয় পাশে স্থাপন করা হয়েছে এটিইএস। এর ফলে রেললাইনের মধ্যে দিয়ে যখন ট্রেনের চাকা গড়াবে,

এরপর দশের পাতায়

নয়া প্রযুক্তি এনজেপিতে

এনজেপিতে ট্রেনে নজর রাখতে বসেছে নয়া যন্ত্র।

পুজোয় খিচুড়ি, মাংসে পর্যটক আপ্যায়ন

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ৫ সেপ্টেম্বর : অষ্টমীতে কোথাও খিচুড়ি, কোথাও আবার নবমীতে খাসির মাংস। দশমীতে পান্তাভাত-কচুর শাক করা ঠিক হবে কি না, তা অবশ্য বুঝে উঠতে পারছেন না অনেকেই। যেমনটা চিন্তায় রয়েছে বাংলাদেশের ইলিশ পাওয়া নিয়ে। তবে যাই হোক না কেন, দুর্গাপুজোর দিনগুলিতে ভ্রমণপিপাসু বাঙালিকে ভোজনরসিক রাখতে উদ্যোগে কোনও খামতি চাইছে না পর্যটন দপ্তর। কীভাবে শারদোৎসবকে কেন্দ্র করে বাহারি পদে থালা সাজানো যায়, হাতে এক মাসের বেশি সময় থাকলেও তা নিয়ে উত্তরবঙ্গের লজগুলিতে শুরু হয়েছে পরিকল্পনা।

ভোরের আলো প্রকল্পের ম্যানেজার শান্তনু ঘোষাল বলছেন, 'পুজোর দিনগুলিতে আমাদের এখানে অবশ্যই স্পেশাল মেনু থাকবে। যা পুজোয় বাড়তি আনন্দ দেবে।'

পর্যটন দপ্তর সূত্রে খবর, এবছরও রঙিন আলোয় সাজিয়ে তোলা হবে প্রতিটি লজ। ডেপুটি ডিরেক্টর পদমর্যাদার এক আধিকারিক বলছেন, 'পুজোর দিনগুলি সবদিক দিয়েই সকলের কাছে স্পেশাল। তাই এসময় দপ্তরের তরফ থেকেও কিছু স্পেশালের চেষ্টা থাকে। বেড়াতে এসে সকলেই যাতে পুজোর আনন্দটা অনুভব করতে পারেন, তার জন্য পদের পরিবর্তন সহ নানা বিষয়ে বিশেষ নজর দেওয়া হচ্ছে।'

পুজোর দিনগুলিতে বন্ধ থাকছে কালিম্পংয়ের তাসিডিং। ১ ডিসেম্বর পর্যটন কেন্দ্রটি খোলার সম্ভাবনা। মেরামতির জন্য পুজোর মুখে ১৫ সেপ্টেম্বর বন্ধ হয়ে যাচ্ছে মর্গান হাউস। তবে খোলা থাকছে মর্গান কটেজ। তাসিডিং এবং মর্গান হাউস বন্ধ থাকলেও 'চিকেন রোস্ট উইথ বয়েল ভেজ' এবং 'ক্যারামেল কাস্টার্ড'-এর কোনও অভাব হবে না কটেজে। যেহেতু পদ দুটি এখানকার স্পেশাল, তাই পুজোর দিনগুলিতে দুটি পদকেই বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। পদে বিশেষ নজর রাখছে সমতলও। বেসরকারি লজ-রেস্তোরাঁর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পুজোর সময়ের জন্য বিশেষ মেনুতে জোর দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্যের পর্যটন দপ্তর।

কিন্তু বিশেষ নজরে কী থাকছে? সপ্তমী থেকে দশমী, দিন অনুসারে পদ সাজানো হবে বলে পর্যটন দপ্তর সূত্র খবর। যেমন অষ্টমীতে খিচুড়ি, লাবড়া, চাটনি, পায়েস থাকছে কোথাও। কোথাও আবার পায়েসের পরিবর্তে দই-মিষ্টি। নবমীতে প্রায় প্রতিটি জায়গাতেই খাসির মাংস।

একটি লজের ম্যানেজার বলছেন, 'ইচ্ছে ছিল ইলিশের কিছু পদ উল্লেখ করে দপ্তরে প্রস্তাব পাঠাব। কিন্তু তেমন ইলিশ কোথায় পাব? তাই এবছর ইলিশের ভাবনাটা দূরেই রাখছি।'

বাংলাদেশের অস্থির পরিস্থিতির জন্য সীমান্ত পেরিয়ে এরাজ্যে ইলিশ না আসাতেই যে দূরে রাখার ভাবনা, তা স্পষ্ট হয়েছে বিভিন্ন লজে খোঁজ নিয়ে। ইলিশ বাজারে নেই তা নয়। কিন্তু বাজারি ইলিশ খাইয়ে মান খারাপ করতে নারাজ সরকারি লজগুলি।

প্রথম বোনাস বৈঠক রফাহীন

শুভজিৎ দত্ত

অনলাইনে বোনাস বৈঠকে ডুয়ার্স-তরাইয়ের শীর্ষ চা শ্রমিক নেতারা। ডিবিআইটিএ-র বিন্নাগুড়ির কার্যালয়ে বৃহস্পতিবার।

নাগরাকাটা, ৫ সেপ্টেম্বর : বৃহস্পতিবার চা বাগানের প্রথম বোনাস বৈঠকে এবার প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের শিকার হয়ে চা শিল্পের সামগ্রিক সমস্যার কথা তুলে ধরল মালিকপক্ষ। শ্রমিক প্রতিনিধিরা অবশ্য সন্তোষজনক হারে বোনাসের পক্ষে জোর সওয়াল করেন। এদিন ডুয়ার্স-তরাইয়ের মোট ১৬৪টি চা বাগান নিয়ে আলোচনা ছিল। সংখ্যাটি গতবারের থেকে কম। কেন্দ্রের ভারী শিল্পমন্ত্রকের অধীনস্থ সংস্থা অ্যান্ড্রিউ ইউলের ৪টি বাগান বোনাস বৈঠক থেকে নিজেদের সরিয়ে রাখে। অনলাইনের ওই দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে কোনও রফা না হলেও আগামী ৯ সেপ্টেম্বর কলকাতায় দ্বিতীয় বৈঠক হবে বলে ঘোষণা করা হয়। করমপুজো আগামী ১৪ সেপ্টেম্বর। তার আগেই যাতে বোনাস ফয়সালা হয়ে যায় এমন দাবির কথা জানান শ্রমিক নেতারা। সেটা হওয়ার একটা সম্ভাবনাও তৈরি হয়েছে বলে অনেকে মনে করছেন। এর কারণ ১০ সেপ্টেম্বরের দিনটিকেও অতিরিক্ত হিসেবে বোনাস আলোচনার জন্য বেছে রাখা হয়েছে।

চা মালিকদের যৌথ মঞ্চ কনসালটেটিভ কমিটি অফ প্ল্যান্টেশন অ্যাসোসিয়েশন (সিসিপিএ)-এর সেক্রেটারি জেনারেল অরিজিৎ রাহা বলেন, 'অত্যন্ত সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে আলোচনা হয়েছে। আগামী ৯ তারিখ ফের বৈঠক হবে। এবার চা শিল্পের পরিস্থিতি যে একেবারেই ভালো নয় তা প্রত্যেকেরই জানা আছে। সমস্ত দিক বিবেচনা করেই আশা করছি বোনাস রফা হবে।'

চা শিল্পপতি শশাঙ্ক প্রসাদ বৈঠকে বলেন, চা শিল্পের ঐতিহ্য মেনে পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমেই যে এবারও বোনাস চুক্তি সম্পাদিত হবে সেই বিশ্বাস আমাদের রয়েছে। আইটিএ'র চেয়ারম্যান হেমন্ত বাঙ্গুর সামগ্রিক পরিস্থিতি শ্রমিক প্রতিনিধিদের সামনে তুলে ধরেন। সিসিপিএ'র উত্তরবঙ্গের আহ্বায়ক অমিতাংশু চক্রবর্তী জানান, ৯ সেপ্টেম্বর ফের আলোচনা হবে।

তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক রবিন রাইয়ের কথায়, মালিকরা গতবারের মতো বোনাস দিতে পারবেন না বলে জানিয়েছেন। আমাদের বক্তব্য, বোনাস শুধু নিছক কিছু টাকা নয়। এর সঙ্গে শ্রমিকদের আবেগ জড়িয়ে আছে। এনইউপিডব্লিউ-এর সাধারণ সম্পাদক মণিকুমার দার্নাল বলেন, সম্মানজনক হারে বোনাস রফার দাবি জানানো হয়েছে। ভারতীয় টি ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক রাজেশ বারলার কথায়, আমাদের দাবি ২০ শতাংশ হারে বোনাস।

ক্ষুদ্র চা বাগানে বোনাস নিয়ে অনিশ্চয়তা

জলপাইগুড়ি ৫ সেপ্টেম্বর : জলপাইগুড়ি জেলার ১০ হাজার ক্ষুদ্র চা শ্রমিকদের বোনাস নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। জলপাইগুড়ি জেলা ক্ষুদ্র চা চাষি সমিতির জেলা সম্পাদক বৃহস্পতিবার জানান, ক্ষুদ্র চা বাগানের শ্রমিকদের বোনাস দেওয়া সম্ভব নয়। তারা অনুদান দেবেন। ট্রেড ইউনিয়ন নেতারা ওই প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। বিজয়গোপাল চক্রবর্তী বলেন, 'প্রতিকূল আবহাওয়ার জন্য এবার ৪০ শতাংশ উৎপাদন কম হয়েছে। কাঁচা পাতার দাম মেলেনি। শুখা মরশুমে বাগান কীভাবে চলবে ভেবে পাচ্ছি না।'

বহু ক্ষুদ্র চা বাগানের মালিক ঋণ করে বাগান চালাচ্ছেন। বোনাসের টাকার সংস্থান করতে তারা অক্ষম। তাই চা শ্রমিকদের অনুদান দিতে ক্ষুদ্র চা বাগানের মালিকরা প্রস্তাব দিয়েছে। আইএনটিটিইউসি'র জেলা সভাপতি তপন দে বলেন, 'বোনাস ইস্যুতে ক্ষুদ্র চা বাগানের মালিকরা পাগলের প্রলাপ বকছেন। কারণ জুন মাস থেকেই ক্ষুদ্র চা বাগানের কাঁচা চা পাতার প্রতি কেজির মূল্য ২৫ টাকা। বর্তমানে বাজার যথেষ্ট ভালো। অনুদান দেওয়ার প্রশ্ন আসছে কোথা থেকে?' ক্ষুদ্র চা বাগানের শ্রমিকদের গত বছরের চাইতে এবারে বেশি বোনাস দিতে হবে বলে তপনবাবুর দাবি। সিটু অনুমোদিত চা বাগান মজদুর ইউনিয়নের পীযূষ মিশ্র বলেন, 'অনুদান নেব না। প্রাপ্য বোনাস ক্ষুদ্র চা বাগানের শ্রমিকদের দিতেই হবে।'

পানিঝোরা বইগ্রামে মুগ্ধ পড়ুয়ার দল

আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

আলিপুরদুয়ার, ৫ সেপ্টেম্বর : মুঠোফোনের দিনে বইয়ের সান্নিধ্য পেতে শিক্ষক দিবসটি ১৫ জন ছাত্রী কাটাল বইগ্রাম পানিঝোরায়। তারা প্রত্যেকেই আলিপুরদুয়ার শহরের নিউটাউন গার্লস হাইস্কুলের পড়ুয়া।

মন্দিরা দে, শ্রেষ্ঠা গলুই, দিয়া পাল, অনুষ্কা কর্মকারেরা এদিন বইগ্রাম ঘুরে খুবই আনন্দিত এবং উদ্বেলিত। গ্রামের বিভিন্ন জায়গায় বই নিয়ে সচেতনতামূলক আঁকা বিভিন্ন ছবি ওদের মুগ্ধ করেছে। তেমনি বিভিন্ন বাড়ির সামনে রাখা আলোকবর্তিকা নামের ছোট ছোট গ্রন্থাগারগুলো থেকে সুকুমার রায়, সত্যজিৎ রায়, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর বই পড়ে খুব উপভোগ করেছে তারা। নবম শ্রেণির রিয়া পাল জানায়, 'বইগ্রামে গিয়ে খুব ভালো লাগল। ছোট ছোট লাইব্রেরিগুলো খুব সুন্দর। স্বেচ্ছাসেবকদের আন্তরিকতায় আমরা মুগ্ধ।' ছোট ছোট গ্রন্থাগার থেকে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনা সমগ্র সহ ভূতের বই পড়ে বেশ ভালো লেগেছে রিয়ার। বইগ্রামের আরও উন্নতি কামনা করেছে সে।

রিয়ারই সহপাঠী কেয়া বর্মনের আবার ভালো লেগেছে দেওয়ালে আঁকা ছবিগুলি। বইগ্রামে সেন্ট্রাল লাইব্রেরিতে ঘুরে দেখা তারা উপভোগ করেছে। চাকরির বই নেড়ে দেখেছে। কোনও পরীক্ষা দিতে গেলে কীভাবে প্রস্তুতি নিতে হয়, সেটাও উপলব্ধি করেছে কেয়ার পাশাপাশি অষ্টম শ্রেণির সুমেধা ঘোষ। কেয়া বলে, 'ওখানকার পরিবেশ আমাদের মুগ্ধ করেছে। বইগ্রামের বইয়ের আলো ছড়িয়ে পড়ুক সব দিকে।' বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস, রবীন্দ্রনাথের বই পড়েছে সে।

ওই স্কুলের শিক্ষিকা মৌসুমি কর, পূজা ঘোষরা জানালেন, স্মার্টফোন থেকে নজর ঘোরাতেই পড়ুয়াদের নিয়ে এই উদ্যোগ। আর আপনকথার সম্পাদক পার্থ সাহা বলেন, 'বইগ্রাম উদ্বোধনের পর এই প্রথম শহরের একটি স্কুল তাদের প্রোজেক্টের অংশ হিসেবে এই গন্তব্যকে বেছে নিল। এমন উদ্যোগ আরও স্কুল নিলে আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক হবে।'

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭১৯৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭২৩০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৬৮৭৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৮৩৪০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৮৩৫০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

অ্যাফিডেভিট

আমি শ্রীমতী সম্পা বোস, দেশবন্ধুপাড়া, শিলিগুড়ি, অদ্য 05/9/24 তারিখে শিলিগুড়ি কোর্টে নোটারি দ্বারা অ্যাফিডেভিট করিয়া আমার ড্রাইভিং লাইসেন্সে ভুলবশত লিখিত Father's Name-এর পরিবর্তে Husband's Name লিখিয়া ভুল ঠিক করিলাম। (C/113269)

কর্মখালি

Required Principal for a reputed English medium school in Siliguri. Drop your CV at hrschool1999@gmail.com (C/112328)

জ্যোতিষ

রাজ জ্যোতিষী পণ্ডিত শ্রী শুভশাস্ত্রী প্রতি ইংরেজি মাসের ১-৭ শিলিগুড়ি, ৮-১২ ফালাকাটা রত্নভাণ্ডার জুয়েলার্স। M : 7719371978.

THE JALPAIGURI CENTRAL CO-OPERATIVE BANK LTD.
e-TENDER NOTICE
Publication of NIQ No.: NIT No.: JCCB/E/eNIT-01/2024-25, Tender Id No.: 2024_COD_745179_1. The last date for submission of tender 20-09-2024 at 05:30 P.M. All details can be seen from the website - **https://wbtenders.gov.in** or office of the undersigned during office hours.
Sd/- Chief Manager, JCCBL.

Tender Notice

e-NIT No. : -17(e)/CHL-II/PS/2024-2025, Dated-02/09/2024.
Online e-Tender are invited by U/S from the bidders through West Bangal Govt. e procurement Web site www.wbtender.gov.in Details may be seen during office during hours at the Office Notice Board of Chanchal-II Dev. Block and District Website, Malda on all working days & in www.wbtender.gov.in
Sd/-
Executive Officer
Chanchal-II Panchayat Samity, Malatipur, Malda

সংশোধনী নং. ৪

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ৭২/ডব্লিউ-২/এপিডিজে, তারিখঃ ১০-০৭-২০২৪-এর অধীনে প্রকাশিত ই-টেন্ডার নং. ২৩-এপি-II-২০২৪-এর মধ্যে নিম্নলিখিত পরিবর্তনগুলি করা হয়েছে। অনুগ্রহ করে পড়ুনঃ টেন্ডার বন্ধ হবেঃ- ০৯-০৯-২০২৪-এর ১৩.০০ ঘণ্টার পরিবর্তে ২৫-০৯-২০২৪-এর ১৩.০০ ঘণ্টা, টেন্ডার খুলবেঃ- ০৯-০৯-২০২৪-এর পরিবর্তে ২৫-০৯-২০২৪। টেন্ডারের অন্যান্য নিয়ম ও শর্তাবলি একই থাকবে।
ডিআরএম (ওয়ার্কস), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

আজ টিভিতে

বসু পরিবার সোম থেকে রবি সন্ধ্যা ৭টায় **সান বাংলায়**

ধারাবাহিক

জি বাংলা : বিকেল ৪.৩০ রন্ধনে বন্ধন, ৫.০০ দিদি নাম্বার ১, সন্ধ্যা ৬.০০ পুবের ময়না, ৬.৩০ কে প্রথম কাছে এসেছি, ৭.০০ জগদ্ধাত্রী, ৭.৩০ ফুলকি, রাত ৮.০০ নিমফুলের মধু, ৮.৩০ কোন গোপনে মন ভেসেছে, ৯.০০ ডায়মন্ড দিদি জিন্দাবাদ, ৯.৩০ মিঠিঝোরা, ১০.১৫ মালা বদল
স্টার জলসা : সন্ধ্যা ৬.০০ তেঁতুলপাতা, ৬.৩০ গীতা এলএলবি, ৭.০০ কথা, ৭.৩০ বঁধুয়া, রাত ৮.০০ উড়ান, ৮.৩০ রোশনাই, ৯.০০ শুভ বিবাহ, ৯.৩০ অনুরাগের ছোঁয়া, ১০.০০ হরগৌরী পাইস হোটেল, ১০.৩০ চিনি
কালার্স বাংলা : বিকেল ৫.০০ ইন্দ্রাণী, সন্ধ্যা ৬.০০ রাম কৃষ্ণা, ৭.০০ সোহাগ চাঁদ, ৭.৩০ ফেরারি মন, ৮.০০ শিবশক্তি, ৯.০০ স্বপ্নডানা
আকাশ আট : সন্ধ্যা ৬.০০ আকাশ বার্তা, ৭.০০ মধুর হাওয়া, ৭.৩০ সাহিত্যের সেরা সময়-বউচুরি, রাত ৮.০০ পুলিশ ফাইলস, রাত ৯.৩০ আকাশে সুপারস্টার

সুবর্ণলতা সোম থেকে রবি রাত ১০.৩০ মিনিটে **জি বাংলা সিনেমায়**

সান বাংলা : সন্ধ্যা ৭.০০ বসু পরিবার, ৭.৩০ আকাশ কুসুম, রাত ৮.০০ দ্বিতীয় বসন্ত, ৮.৩০ কনস্টেবল মঞ্জু, ৯.০০ অনামিকা

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.০০ কিরণমালা, দুপুর ১.০০ শাপমোচন, বিকেল ৪.০০ আশ্রিতা, সন্ধ্যা ৭.৪০ পারবো না আমি ছাড়তে তোকে, রাত ১০.২০ জোর
জি বাংলা সিনেমা : সকাল ১১.৩০ মেজ বউ, দুপুর ২.২০ আশ্রয়, বিকেল ৫.২৫ দেবাঞ্জলি, রাত ১০.৩০ সুবর্ণলতা
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ নায়ক – দ্য রিয়েল হিরো, দুপুর ১.০০ আই লাভ ইউ, বিকেল ৪.০০ দাদাঠাকুর, সন্ধ্যা ৭.০০ আওয়ারা, রাত ১০.০০ চ্যালেঞ্জ ২
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ কর্তব্য
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ ঠিকানা
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ প্রেম সংঘাত

ভাগম ভাগ সন্ধ্যা ৬.৫৩ মিনিটে **কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউডে**

কোই মিল গয়া রাত ৮টায় **জি বলিউডে**

রাঁধুনিতে সিনহা মারিক রাঁধবেন গ্রিন চিলি লোটে এবং সাদা গোটা লোটে। **আকাশ আটে** দুপুর ১.৩০ মিনিটে

রাস্তায় প্রতিবাদে শিক্ষকরা

রায়গঞ্জের রাস্তায় প্রতিবাদী শিক্ষক-শিক্ষিকারা। -সংবাদচিত্র

রায়গঞ্জ, ৫ সেপ্টেম্বর : শিক্ষক দিবসে ব্যতিক্রমী কর্মসূচি গ্রহণ করলেন রায়গঞ্জ করোনেশন হাইস্কুলের শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীরা। আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীরা সকাল ১০.১৫ মিনিট থেকে ১০.৩০ পর্যন্ত আত্মশুদ্ধির তাগিদে ও নীরব প্রতিবাদ হিসেবে রাস্তায় মৌনভাবে দাঁড়িয়ে থাকলেন।

এদিন শুধু ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনকে শ্রদ্ধা জানানো ছাড়া শিক্ষক দিবসের বাকি সমস্ত অনুষ্ঠান বাতিল করা হয়। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের এমন সিদ্ধান্তকে পুরোপুরিভাবে সমর্থন জানিয়েছে ছাত্রছাত্রীরা। তারাও এদিন কোনওরকম কর্মসূচি গ্রহণ করেনি। শুধুমাত্র সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনকে এবং শিক্ষক-শিক্ষিকাদের শ্রদ্ধা জানিয়েছে তাঁরা।

স্কুলের ছাত্র বাপ্পাদিত্য রায় জানায়, 'আরজি করে যে ঘটনা ঘটেছে, তার বিচার আমরা চাই। সঠিক বিচার পেলে শিক্ষক দিবসের অনুষ্ঠান আগামী বছর করা যাবে। তাই এবছর শিক্ষক-শিক্ষিকাদের শ্রদ্ধা জানিয়েছি।' ছাত্রী মৌলি রায় বলে, 'শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নীরব প্রতিবাদকে সমর্থন করছি। তিলোত্তমার ন্যায়বিচার চাই। এদিন সমস্ত অনুষ্ঠান বাতিল করার মাধ্যমে আমরা সরকারকে সাবধান করে দিতে চাই।

রায়গঞ্জ করোনেশন হাইস্কুলের সহশিক্ষক সিতিকণ্ঠ দত্ত বলেন, 'আমরা শিক্ষক। নীতিবোধ যুক্ত এক শিক্ষিত সমাজ গড়ে তোলাটাই আমাদের কাজ। আরজি কর-এর নির্মমতা আমাদের লজ্জা। তাই শিক্ষক দিবসে আমরা ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে শ্রদ্ধা পেয়ে আহ্লাদিত হতে চাই না। পরিবর্তে আজ সকাল ১০:১৫ থেকে ১০:৩০টা পর্যন্ত আমরা আত্মশুদ্ধির তাগিদে ও নীরব প্রতিবাদে বিদ্যালয়ের সামনে রাস্তা বরাবর মৌনভাবে দাঁড়িয়েছিলাম। শুধু ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন-কে শ্রদ্ধা জানানো ছাড়া শিক্ষক দিবসের বাকি সমস্ত অনুষ্ঠান বাতিল করা হয়েছে। ছাত্রছাত্রীরা আমাদের এই প্রতিবাদী কর্মসূচিকে সমর্থন জানিয়েছেন।'

স্কুলের প্রধান শিক্ষক কালীচরণ সাহা জানান, 'আজ অন্যবারের মতো জমকালো কোনও অনুষ্ঠান হচ্ছে না। ছাত্রছাত্রীরা শ্রেণিকক্ষে কোনও অনুষ্ঠান যেমন করছে না, তেমনি সেন্ট্রালি কোনও অনুষ্ঠান হচ্ছে না। শুধুমাত্র শ্রদ্ধা জানানো হয়েছে। আরজি করের যে ঘটনা ঘটেছে সেটা মেনে নেওয়া যায় না। তাই শিক্ষক-শিক্ষিকা হিসেবে আমাদের ভূমিকা রয়েছে। তাই সমস্ত অনুষ্ঠান বাতিল করে দিয়ে নীরব প্রতিবাদ জানিয়েছি। আগামী বছর সবাই ভালো থাকলে অনুষ্ঠান হবে।'

e-Tender Notice

DDP/N-15/2024-25 Dt.-04/09/2024, DDP/N-16/2024-25 Dt.-05/09/2024 & NIQ -4/24-5 Dt.- 04/09/2024
e-Tenders for 27(Twenty Seven) no. of works under SFC (24 25), 15th FC (24 25), BEUP invited by Dakshin Dinajpur Zilla Parishad. Last Date of submission for NIT DDP/N-15/2024-25 & NIT DDP/N- 16/2024-25 is 14/09/2024 at 12.00 Hours & NIQ-4/24-25 is 13/09/2024 at 13.00 Hours Details of NIT can be seen in www.wbtenders.gov.in.
Sd/-
Additional Executive Officer
Dakshin Dinajpur Zilla Parishad

CINEMA সিনেমা

Now Showing at BISWADEEP
DOUBLE ISMART
*ing : Ram Pothineni, Sanjay Dutta
Time : 1.15, 4.15, 7.15 P.M.

জাতীয় শিক্ষকের পুরস্কার নিলেন 'অর্কিডম্যান' আশিস

নাগরাকাটা, ৫ সেপ্টেম্বর : রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর হাত থেকে জাতীয় শিক্ষকের পুরস্কার নিলেন 'অর্কিডম্যান' আশিসকুমার রায়। বৃহস্পতিবার শিক্ষক দিবসে নয়াদিল্লির বিজ্ঞান ভবনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তাঁর হাতে মানপত্র, রুপোর স্মারক ও শংসাপত্র তুলে দেন রাষ্ট্রপতি। উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান, প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার ও জয়ন্ত চৌধুরী প্রমুখ। উত্তরবঙ্গ থেকে এ বছর একমাত্র আশিসই ওই পুরস্কারের জন্য বিবেচিত হন। শিক্ষকতা জীবনের সর্বোচ্চ পুরস্কার পেয়ে তিনি বলেন, 'দায়িত্ব আরও বেড়ে গেল। এই সম্মান আমার প্রিয় ছাত্রছাত্রীদের উৎসর্গ করছি। তাদের মধ্যে উদ্ভাবনী শক্তির বিকাশে ও পরিবেশ সচেতন করতে আমার প্রয়াস অব্যাহত থাকবে।'

এদিন সন্ধ্যায় নয়াদিল্লির অশোকা হোটেলে জাতীয় পুরস্কারের খেতাব পাওয়া শিক্ষকদের সঙ্গে সৌজন্যসাক্ষাৎ করেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী। শুক্রবার আশিসদের সঙ্গে নিজের বাসভবনে দেখা করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। গোটা দেশ থেকে প্রাথমিক ও উচ্চবিদ্যালয় মিলিয়ে মোট ৫০ জন শিক্ষককে এদিন জাতীয় পুরস্কার দেওয়া হয়। কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও কারিগরি শিক্ষায় জড়িত শিক্ষক মিলিয়ে সংখ্যাটি ৮২। রাজ্য থেকে দক্ষিণবঙ্গের প্রশান্ত মারিক নামে আরও এক শিক্ষক এবছর জাতীয় পুরস্কার পেয়েছেন।

সারা ভারত ফরওয়ার্ড ব্লকের সাংবাদিক সম্মেলন। কোচবিহার জেলা কার্যালয়ে বৃহস্পতিবার দলের রাজ্য সম্পাদক নরেন চট্টোপাধ্যায়। -সংবাদচিত্র

আইন অমান্যের হুঁশিয়ারি

১১-১২ সেপ্টেম্বর কলকাতায় ফব'র অবস্থান বিক্ষোভ

কোচবিহার, ৫ সেপ্টেম্বর : রাজ্যে মহিলাদের নিরাপত্তা ও আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে ১১ ও ১২ সেপ্টেম্বর কলকাতার ধর্মতলায় অবস্থান বিক্ষোভ করবে সারা ভারত ফরওয়ার্ড ব্লক। বৃহস্পতিবার দলের কোচবিহার জেলা কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে এমনটাই ঘোষণা করলেন দলের রাজ্য সম্পাদক নরেন চট্টোপাধ্যায়। মাথাভাঙ্গায় আন্দোলনকারীদের উপর হামলার ঘটনায় তৃণমূলের বিরুদ্ধে এদিন তোপ দেগেছেন তিনি। রাজ্যে মহিলাদের নিরাপত্তার অভাব ও আন্দোলনকারীদের প্রতি মন্ত্রী উদয়ন গুহের একের পর এক কটাক্ষের জেরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও উদয়নের পদত্যাগের দাবি জানান নরেন চট্টোপাধ্যায়। তিনি বলেন, 'রাজ্যে মহিলাদের উপর একের পর এক নির্যাতনের ঘটনায় রাজ্য সরকারের মুখ পুড়েছে। সেজন্য উদয়ন গুহ আন্দোলনকারীদের নানাভাবে হুমকি দিচ্ছেন। এই পরিস্থিতিতে মুখ্যমন্ত্রী ও উদয়ন গুহ দুজনেরই পদত্যাগ করা উচিত।'

নরেনবাবু জানান, গোটা রাজ্য থেকেই দলীয় নেতৃত্ব ও সাধারণ মানুষ কলকাতার ধর্মতলায় হাজির হবেন। ১১ সেপ্টেম্বর বেলা দুটো থেকে ১২ সেপ্টেম্বর বিকেল পর্যন্ত টানা আন্দোলন চলবে। পুলিশ অনুমতি না দিলে আইন অমান্য করা হবে বলে নেতৃত্ব হুঁশিয়ারি দিয়েছে। আরজি করের ঘটনায় সিবিআইয়ের তদন্ত প্রসঙ্গে নরেনবাবু বলেন, 'সিবিআই ও রাজ্য সরকার চোরে চোরে মাসতুতো ভাই। তাই তদন্ত এগোচ্ছে না। রাজ্যে এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে যে তৃণমূলের রাজ্যে ক্ষমতায় থাকার নৈতিক অধিকার নেই।' এদিন সাংবাদিক বৈঠকে অন্যদের মধ্যে হাজির ছিলেন দলের জেলা সভাপতি দীপক সরকার, সম্পাদক অক্ষয় ঠাকুর প্রমুখ।

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

বিজ্ঞাপন গ্রহণকেন্দ্র
আপনি কি প্রতি মাসে ন্যূনতমপক্ষে ১০০০০ টাকা উপার্জন করতে চান?
আপনার কি নিজস্ব দোকানঘর/অফিসরুম আছে? আপনি কি উত্তরবঙ্গের সর্বাধিক প্রচারিত দৈনিক **উত্তরবঙ্গ সংবাদ** পরিবারের একজন সদস্য হতে চান? তাহলে আর দেরি কেন?
আজই আপনার শিক্ষাগত যোগ্যতা, বয়স এবং ঠিকানা উল্লেখ করে আবেদন করুন ই-মেল অথবা হোয়াটসঅ্যাপে
jobs.uttarbanga@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ৯০৬৪৮-৪৯০৯৬
আবেদন করার শেষ তারিখ : ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।
আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।
আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।
ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।
হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে
উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : দীর্ঘদিন ধরে চলা পারিবারিক কোনও সমস্যার সমাধান হতে পারে। পরামর্শে নতুন ব্যবসার পরিকল্পনা। বৃষ : দাম্পত্যে কোনও তৃতীয় ব্যক্তির প্রবেশে অশান্তি হতে পারে। শরীর নিয়ে অযথা চিন্তা বাদ দিন। মিথুন : বাবার শরীর নিয়ে মানসিক অশান্তি। কর্মক্ষেত্র বদল করার সিদ্ধান্ত আজ নিতে পারেন। কর্কট : ব্যবসার কারণে দূরে যেতে হতে পারে। প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্ক শুভ হবে। সিংহ : অফিসের কাজে দূরে যেতে হতে পারে। মেয়ের চাকরি পাওয়ার সংবাদে আনন্দ। কন্যা : ব্যবসার কারণে টাকা ধার করতে হতে পারে। বিপন্ন কোনও প্রাণীকে বাঁচিয়ে তৃপ্তি। তুলা : অতিরিক্ত চাইতে গেলে সমস্যায় পড়বেন। খুব সতর্ক হয়ে রাস্তায় চলুন। প্রেমে শুভ। বৃশ্চিক : কোনও প্রিয় বন্ধুর সহায়তায় ব্যবসায় আর্থিক মন্দা কাটবে। আজ হারানো জিনিস ফেরত পেতে পারেন। ধনু : বাবার পরামর্শে ব্যবসায় মন্দা কাটবে। প্রেমের সঙ্গীকে অন্যের কথায় বিচার নয়। মকর : মায়ের শরীর নিয়ে তেমন চিন্তার কিছু নেই। দূরের বন্ধুর সহায়তায় ব্যবসায় অগ্রগতি। কুম্ভ : পরিবারের সঙ্গে বেড়াতে যাওয়ার পরিকল্পনা। সামান্য নিয়ে খুশি থাকুন। চোখের সমস্যা কাটবে। মীন : সারাদিন খুব পরিশ্রমে কাটবে। পেটের অসুখে ভোগান্তি। নতুন বন্ধু পেয়ে খুশি।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে আজ ২০ ভাদ্র ১৪৩১, ভাঃ ১৫ ভাদ্র, ৬ সেপ্টেম্বর ২০২৪, ২০ ভাদ, সংবৎ ৩ ভাদ্রপদ সুদি, ২ রবিঃ আউঃ। সূঃ উঃ ৫।২৩, অঃ ৫।৪৯। শুক্রবার, তৃতীয়া দিবা ১২।১৮। হস্তানক্ষত্র দিবা ৮।১৭। শুক্রযোগ রাত্রি ৯।৪৮। গরকরণ দিবা ১২।১৮ গতে বণিজকরণ রাত্রি ১।১৬ গতে বিষ্টিকরণ। জন্মে- কন্যারাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা, দিবা ৮।১৭ গতে রাক্ষসগণ বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা, রাত্রি ৯।৩৩ গতে তুলারাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে ক্ষত্রিয়বর্ণ। মৃতে- দোষ নাই। যোগিনী- অগ্নিকোণে, দিবা ১২।১৮ গতে নৈঋতে। বারবেলাদি ৮।৩০ গতে ১১।৩৬ মধ্যে। কালরাত্রি ৮।৪২ গতে ১০।৯ মধ্যে। যাত্রা- শুভ উত্তরে ও পশ্চিমে নিষেধ, দিবা ৮।১৭ গতে যাত্রা মধ্যম মাত্র পশ্চিমে নিষেধ, দিবা ৮।৪২ গতে যাত্রা নাই, দিবা ১১।৩৬ গতে পুনঃ যাত্রা মধ্যম পশ্চিমে অগ্নিকোণে ও ঈশানে নিষেধ, দিবা ১২।১৮ গতে মাত্র পশ্চিমে নিষেধ, রাত্রি ১।১৬ গতে পুনঃ যাত্রা নাই। শুভকর্ম- দিবা ৮।১৭ মধ্যে পঞ্চামৃত সাধভক্ষণ বিক্রয়বাণিজ্য হলপ্রবাহ, দিবা ৮।১৭ গতে ১২।১৮ মধ্যে নিষ্ক্রমণ, দিবা ১২।১৮ মধ্যে দীক্ষা (অতিরিক্ত গাত্রহরিদ্রা ও অব্যূঢ়ান্ন) নামকরণ মুখ্যান্নপ্রাশন নববস্ত্রপরিধান নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ দেবতাগঠন ক্রয়বাণিজ্য বিক্রয়বাণিজ্য বিপণ্যারম্ভ পুণ্যাহ গ্রহপূজা শান্তিস্বস্ত্যয়ন বীজবপন বৃক্ষাদিরোপণ ধান্যচ্ছেদন ধান্যস্থাপন কারখানারম্ভ কুমারীনাসিকাবেধ বাহনক্রয়বিক্রয় কম্পিউটার নির্মাণ ও চালন। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- তৃতীয়ার একোদ্দিষ্ট এবং চতুর্থীর সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৩ মধ্যে ও ৭।৫২ গতে ১০।১৯ মধ্যে ও ১২।৪৫ গতে ২।২৩ মধ্যে ও ৪।০ গতে ৫।৪৯ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।১২ গতে ৮।৪৭ মধ্যে ও ৩।৪ গতে ৩।৫৩ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ-রাত্রি ১০।২১ গতে ১১।৮ মধ্যে ও ৩।৫৩ গতে ৪।২৪ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

কাশবাগানে খুদের দল

শরতে আজ কোন অতিথি এল প্রাণের ডাকে।। *কাওয়াখালিতে বৃহস্পতিবার। ছবি : সূত্রধর*

বাজারের পথ দখল করে ব্যবসা চলছেই

মহম্মদ হাসিম

নকশালবাড়ি, ৫ সেপ্টেম্বর : ফের বাজারের রাস্তা দখল করে দেদার ব্যবসা চলছে। সামনেই ব্যবসায়ী সমিতির ভোট। সেই রাস্তা দিয়ে হেঁটেই সভাধিপতি, উপপ্রধান, পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষরা ভোটের প্রচার চালাচ্ছেন। অথচ অভিযোগ উঠছে, সব জেনেও প্রশাসন চুপ করে রয়েছে। রাস্তা দখল হওয়ার পাশাপাশি কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত পেভার্স ব্লকের প্লেট উঠে গিয়ে গর্তের সৃষ্টি হচ্ছে।

সামনে নির্বাচন, তার জন্যই কি এই মুহূর্তে ব্যবসায়ীদের চটাতে চাইছে না কেউ? উঠছে প্রশ্ন। আর এই চক্করে রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করতে গিয়ে সমস্যায় পড়ছেন সাধারণ মানুষ। সাইকেল, বাইক কিংবা টোটো চলাচলে ব্যাঘাত ঘটছে। বাজারে সাইকেল কিংবা বাইক রেখে দোকানে গিয়ে জিনিসপত্র কিনতে পারছেন না অনেকেই। অন্যদিকে, স্থায়ী দোকান মালিকরা নিজেদের দোকানের সামনে অস্থায়ী দোকান বসিয়েই চলেছেন। সেখান থেকে দেদার তোলাবাজি চলছে।

স্থানীয় বাসিন্দা অভিজিৎ বিশ্বাস বলেন, 'বাজারের রাস্তা আগের তুলনায় অনেকটাই ভালো এবং উন্নত হয়েছে। কিন্তু রাস্তার ওপর পসরা সাজিয়ে পথ সংকীর্ণ করে দেওয়া হয়েছে। বাইক নিয়ে এখানে আসতেই আর ইচ্ছে করে না। জনপ্রতিনিধিদের এই বিষয়টা দেখা উচিত।' আরেক বাসিন্দা জ্যোতি বিশ্বকর্মা বলেন, 'এত বড় বাজার। কিন্তু বাইক, স্কুটার রাখার জন্য কোনও জায়গা খুঁজে পাওয়া যায় না।'

ব্যবসায়ী সমিতির ভোটে দাঁড়িয়েছেন নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান বিশ্বজিৎ ঘোষ। তিনি বলেন, 'সমস্যা সমাধানে আমরা বেশ কিছু পরিকল্পনা করেছি। যেখানে সাধারণ মানুষ এবং ব্যবসায়ী দু'পক্ষই উপকৃত হবেন। পুজোর পরে পরিকল্পনাগুলি বাস্তবায়িত করা হবে।' অন্যদিকে, ভোটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষও। তিনি বলছেন, 'এই সমস্যাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান দেখবেন। তবে যদি লিখিত অভিযোগ পাই, ব্যবস্থা নেব।'

বছর দেড়েক আগে কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে বাজারের রাস্তা মেরামত করা হয়। বসানো হয় পেভার্স ব্লক। চৌরঙ্গি মোড়, মাছ বাজারের রাস্তায় দোকানিরা ত্রিপল টাঙিয়ে রেখেছেন। মাস দেড়েক আগে মুখ্যমন্ত্রীর কড়া নির্দেশের পর নড়েচড়ে বসেছিল স্থানীয় প্রশাসন। তখন নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত, ব্যবসায়ী সমিতি ও পুলিশের যৌথ উদ্যোগে পরপর অভিযান চলেছিল। এর ফলে কয়েকদিনের জন্য রাস্তা দখলমুক্ত করা সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু ব্যবসায়ী সমিতির ভোট আসতেই বাজারের অলিগলিতে আবার পুরোনো ছবি ফিরে এসেছে।

ভোগান্তির ছবি

- কয়েকমাস আগে নকশালবাড়ি বাজারের রাস্তা দখলমুক্ত করতে অভিযান চালায় প্রশাসন
- কয়েকদিন যেতে না যেতেই ফের রাস্তা দখল করে বসে যাচ্ছে দোকান
- সামনেই ব্যবসায়ী সমিতির ভোট, তার জন্যই কি প্রশাসনের নীরবতা, উঠছে প্রশ্ন
- স্থায়ী দোকান মালিকরা অস্থায়ী দোকান বসিয়ে তোলা তুলেই চলেছেন
- এর ফলে সংকীর্ণ হয়েছে বাজারের রাস্তা, ভুক্তভোগী সাধারণ মানুষ

রাস্তার উপরে বসেছে দোকান। নকশালবাড়িতে।

পরকীয়ার অভিযোগে আটক

ফাঁসিদেওয়া, ৫ সেপ্টেম্বর : পরকীয়ার অভিযোগে এক পুরুষ ও মহিলাকে আটক করলেন বাসিন্দারা। বৃহস্পতিবার ঘটনাটি ঘটেছে শিলিগুড়ি মহকুমার ফাঁসিদেওয়া ব্লকে। স্থানীয়দের দাবি, দুজনকে তাঁরা অন্তরঙ্গ অবস্থায় ধরে ফেলেন এদিন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে গ্রামে উত্তেজনা ছড়ায়। পরে ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ পৌঁছে দুজনকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়। এদিন সন্ধ্যায় মহিলার স্বামী থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। শেষপর্যন্ত ওই বধূকে পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হলেও, তাঁর প্রেমিককে আটক করে রেখেছে পুলিশ।

স্থানীয় সূত্রের খবর, বছর ৩২-এর ওই মহিলা ও তাঁর প্রেমিক (৪২)- দুজনেই বিবাহিত। সন্তানও রয়েছে। তাঁদের মধ্যে বেশ কয়েক বছর ধরে বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক গড়ে উঠেছে বলে গ্রামবাসীর দাবি। এদিন তাঁরা ওই ব্যক্তিকে মহিলার বাড়িতে ঢুকতে দেখেন। তক্কে তক্কে থেকে বাসিন্দারা সেখানে পৌঁছে দুজনকে হাতেনাতে ধরে ফেলেন। বধূ ও তাঁর প্রেমিককে ঘর থেকে বাইরে বের করে আনা হয়। এরপর স্থানীয়রা পুলিশে খবর দেন। অভিযুক্তদের আটক করে থানায় নিয়ে যায় পুলিশ। অভিযোগ পেয়ে তদন্ত শুরু করেছে ফাঁসিদেওয়া থানা। গ্রামে উত্তেজনা নিয়ন্ত্রণে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

আজ ডিজিটাল যাত্রার উদ্বোধন

বাগডোগরা, ৫ সেপ্টেম্বর : শুক্রবার বাগডোগরা সহ দেশের নয়টি বিমানবন্দরে ডিজিটাল যাত্রার উদ্বোধন হবে। সকাল সাড়ে ১০টায় নয়া এই প্রযুক্তির উদ্বোধন করবেন কেন্দ্রের অসামরিক বিমান চলাচল মন্ত্রী রামমোহন নাইডু কিঞ্জারাপু। তবে মন্ত্রী শুধুমাত্র ভাইজ্যাগ বিমানবন্দরে সশরীরে উপস্থিত থেকে উদ্বোধন করবেন। বাগডোগরা সহ বাকি আটটি বিমানবন্দরের ভার্চুয়াল উদ্বোধন করা হবে বলে জানিয়েছেন বিমানবন্দরের সিনিয়ার জেনারেল ম্যানেজার সুভাষচন্দ্র বসাক। গত কয়েক মাস ধরে ডিজিটাল যাত্রার প্রযুক্তির ট্রায়াল চলছিল। গত মাস থেকে কাজও শুরু হয়েছিল। অবশেষে সেই কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

দুষ্কৃতী হামলা

শিলিগুড়ি, ৫ সেপ্টেম্বর : রাতের অন্ধকারে বাড়িতে ঢুকে দুষ্কৃতী হামলার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল ফুলবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের জামুরিভিটা এলাকায়। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার রাতে বাড়ির মালিক অরূপ ঘোষ সহ পরিবারের কেউ সেসময় বাড়িতে ছিলেন না। ছিলেন শুধুমাত্র ভাড়াটিয়ারা। তাঁরা জানিয়েছেন, কয়েকজন দুষ্কৃতী আচমকা বাড়িতে ঢুকে তাণ্ডব চালায়। এরপর তাঁরা মালিককে খবর দেন। খবর দেওয়া হয় নিউ জলপাইগুড়ি থানাতেও। ঘটনার তদন্ত চালাচ্ছে পুলিশ।

নেতাদের সঙ্গে ছবি ভাইরাল অভীকের

সহকারী ডিনও তৃণমূল যুব'র পদে

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ৫ সেপ্টেম্বর : উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে ও হাসপাতালে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের দাপট নিয়ে পড়ুয়ারা সরব হতেই ঝুলি থেকে বিড়াল বেরিয়ে আসতে শুরু করেছে। হুমকি প্রথায় অভিযুক্ত স্টুডেন্টস অ্যাফেয়ার্সের সদ্য প্রাক্তন সহকারী ডিন সুদীপ্ত শীল নিজেই দার্জিলিং জেলা তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক পদ অলংকৃত করে বসে রয়েছেন। তাঁর সঙ্গে আরও একজন চিকিৎসক রাহুল রায়ও জেলা সহ সভাপতি পদে রয়েছেন। সুদীপ্তর সঙ্গে তৃণমূল যুব'র একাধিক বড় নেতার দহরম-মহরম রয়েছে বলেও অভিযোগ। সরকারি কর্মী হয়ে কী করে তাঁরা দলীয় পদে থাকলেন, সেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে তৃণমূলের অন্দরেও।

উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের রোগীকল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান তথা বর্ষীয়াণ তৃণমূল নেতা গৌতম দেব নিজেও বিষয়টি শুনে অবাক হয়েছেন। তিনি বলছেন, 'মেডিকেল নিয়ে যা বলার আমি বুধবারই স্পষ্ট করে বলে দিয়েছি। এখন দলের যুব সংগঠনে কারা রয়েছেন, সেটা আমার জানা নেই। আমি শুধু সভাপতিকে চিনি। তবে সরকারি কর্মী আবার কীভাবে দলের কমিটিতে থাকবেন?'

হুমকি প্রথার মূল মাথা বলে চিহ্নিত হয়েছেন উত্তরবঙ্গ লবির প্রভাবশালী চিকিৎসক অভীক দে। বর্ধমান কলেজের ওই পিজিটি চিকিৎসককে বৃহস্পতিবারই সাসপেন্ড করেছে স্বাস্থ্য দপ্তর। অভীকের নাম উঠতেই দার্জিলিং জেলা তৃণমূল যুব ও ছাত্র সংগঠনের একাধিক নেতার সঙ্গে তাঁর ছবি ভাইরাল হয়েছে। একটি ছবিতে দেখা যাচ্ছে, জেলার তৃণমূল যুব সভাপতি নির্ণয় রায় ও তৃণমূল ছাত্র পরিষদ সভাপতি তনয় তালুকদারের সঙ্গে গলায় হাত দিয়ে রয়েছেন অভীক। ছবিটি সম্ভবত গত ২১ জুলাই তোলা। আরেকটি ছবি নির্ণয়ের একটি পারিবারিক অনুষ্ঠানে।

সেখানেও তৃণমূল যুব ও ছাত্র নেতা তো বটেই, অধুনা এক বিজেপি নেতাকেও দেখা যাচ্ছে। তৃণমূলের অন্দরেই অভিযোগ উঠেছে, জেলার নেতৃত্বের তোল্লাইতেই অভীকের এত পোয়াবারো। শুধু তাই নয়, সুদীপ্তকেও তোল্লাই দিয়েছেন জেলার একাধিক শীর্ষ নেতা। সেই কারণেই তাঁকে জেলা কমিটিতে রাখা হয়েছিল।

নির্ণয় অবশ্য এখনই এনিয়ে বেশি কথা বাড়াতে নারাজ। তাঁর কথায়, 'দলের সঙ্গে আলোচনা করেই পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে।' ভাইরাল ছবি নিয়েও তিনি কিছু বলতে চাননি।

তবে, শাসকদলের চিকিৎসক নেতাদের মদতেই যে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের ভেতর অনৈতিক কাজকর্ম চলত তা এই ঘটনা থেকেই প্রমাণিত বলে দাবি করছে বিরোধীরা। উত্তরবঙ্গ মেডিকেলেও অনিয়মের তদন্ত চেয়ে শুক্রবার সিবিআইকে চিঠি দিচ্ছেন শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ। তাঁর বক্তব্য, 'শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত তৃণমূলের মধ্যে যে কোনও পার্থক্য নেই, তা উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের ঘটনা থেকেই স্পষ্ট।'

উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে হুমকি প্রথা নিয়ে সরব হয়েছে পড়ুয়ারা। তৃণমূল ছাত্র পরিষদের নামে সাহিন সরকার, সোহম মণ্ডল, নীলাব্জ ঘোষ কলেজে হুমকি দিত বলে অভিযোগ। সবটাই হত অভীক দে'র প্রচ্ছন্ন মদতে।

এদিকে, এদিন দার্জিলিং জেলা তৃণমূলের যুব কংগ্রেসের প্যাডে লেখা একটি কমিটির তালিকাও ভাইরাল রয়েছে। ওই তালিকায় দুই চিকিৎসকের নাম রয়েছে। তালিকাটি ২০২৩ সালের ১২ এপ্রিলের। সেখানে তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি নির্ণয় রায়ের পাশাপাশি দার্জিলিং জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষেরও স্বাক্ষর রয়েছে। অভীক দে-র কথাতেই নাকি এই দুই চিকিৎসককে জেলার যুব কমিটিতে স্থান দেওয়া হয়েছিল। যুব কমিটিতে স্থান পাওয়ার পর থেকেই এই চিকিৎসকদের বাড়বাড়ন্ত শুরু হয় বলে অভিযোগ। গত এক বছরে এই জুলুম আরও বেড়ে গিয়েছিল বলে পড়ুয়ারা জানিয়েছেন। প্রশ্ন উঠছে, এত কিছু হলেও কলেজের অধ্যক্ষ কি এসব জানতেন না? শুধু কি এই নেতারাই মদত দিয়েছেন, নাকি মাথার ওপরে আরও কেউ রয়েছেন সেই প্রশ্নও ঘুরছে মেডিকেলে।

তৃণমূলের ছাত্র ও যুব সংগঠনের জেলা সভাপতির সঙ্গে অভীক (ডানে)।

খুল্লম খুল্লা

- থ্রেট কালচারে নাম জড়িয়েছে উত্তরবঙ্গ লবির চিকিৎসক অভীক দে'র
- অভীকের সঙ্গে তৃণমূল যুব ও ছাত্র সংগঠনের জেলা সভাপতির ছবি ভাইরাল
- পারিবারিক অনুষ্ঠানেও যাতায়াত ছিল
- অভীকের কথাতেই জেলা যুব কমিটিতে ঠাঁই হয়েছিল সদ্য প্রাক্তন সহকারী ডিন সুদীপ্ত শীলের
- জেলা কমিটির নেতা হওয়ার পর থেকেই বাড়বাড়ন্ত শুরু সুদীপ্তর

অধ্যক্ষের ঘাড়ে দায় চাপাচ্ছেন ডিন

একই দোষে দুষ্ট অনেকে

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৫ সেপ্টেম্বর : নম্বরে কারচুপি, পরীক্ষার হলে টুকলি করতে দেওয়ার মতো ভয়ংকর অভিযোগ উঠেছে তাঁর বিরুদ্ধে। রীতিমতো আঙুল তুলে তাঁর দিকে শাসিয়েছেন পড়ুয়ারা। একাধিকবার অভিযোগ করলেও সেকথা কানে তোলেননি। কালের নিয়মে বুধবার পড়ুয়াদের ঘেরাওয়ের মুখে পড়ে চুপটি করে সবটা শুনতে হয়েছে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজের ডিন ডাঃ সন্দীপ সেনগুপ্তকে। চাপের মুখে স্বীকারও করে নিয়েছেন, তিনি যা করেছেন, পুরোটাই অধ্যক্ষের নির্দেশে। যে কারণে রাতে ডিনের পদ থেকে ইস্তফাও দিতে হয়েছে তাঁকে। বৃহস্পতিবার সেই সন্দীপ অধ্যক্ষের ঘাড়েও দায় চাপাচ্ছেন। সেইসঙ্গে প্রশ্ন তুলেছেন, তাঁকে একা কেন ফাঁসানো হচ্ছে?

সন্দীপ বলছেন, 'আমাকে বিভিন্নজনের পাশাপাশি অধ্যক্ষ স্যরও ফোন করেছেন। পরীক্ষার ইনচার্জ তো অধ্যক্ষ ছিলেন।' এদিন আন্দোলনকারী পড়ুয়াদের একাংশ বলেছেন, 'অধ্যক্ষও সন্দেহের বাইরে নন। তাঁর বিরুদ্ধেও তদন্ত হচ্ছে। তদন্ত রিপোর্টে অধ্যক্ষের ভূমিকা নিয়ে কী লেখা হচ্ছে সেটাও আমরা নজরে রাখছি।'

অধ্যক্ষ ডাঃ ইন্দ্রজিৎ সাহা অবশ্য এদিন বলেছেন, 'আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকলে, সেটা তদন্ত কমিটিকে জানানো হোক। প্রয়োজনে আরও উপরমহলে অভিযোগ করা হোক। সেখানে যা সিদ্ধান্ত হবে সেটাই মেনে নেব।'

আরজি কর মেডিকেল কলেজে তরুণী চিকিৎসকের হত্যাকাণ্ডের পর থেকেই স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে ভূরিভূরি অভিযোগ উঠতে শুরু করেছে। পরীক্ষায় নম্বর বাড়িয়ে দেওয়া, পাশ করিয়ে দেওয়ার নামে মোটা টাকা আদায় সহ হুমকি প্রথা প্রতিটি কলেজেই রীতি রেওয়াজের মধ্যে চলে এসেছে। এই তালিকায় বাদ যায়নি উত্তরবঙ্গ মেডিকেলও। এখানেও পরীক্ষায় দেদার টোকাটুকি, ৩৫-৪০ পাওয়া পরীক্ষার্থীকে ৮৫-৯০ নম্বর পাইয়ে দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। এমনকি পরীক্ষার হলে মোবাইল ফোন ও চ্যাটজিপিটি অন করে প্রশ্নের উত্তর লেখার সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে। এতদিন এসব বিষয় অভিযোগ আকারে থাকলেও বুধবার পুরোটাই কার্যত স্বীকার করে নিয়েছেন ডিন। পরীক্ষার খাতায় যে কারচুপি হয়েছে সেটা খোদ সার্জারি সহ অন্য বিভাগ থেকে পরীক্ষার খাতা এনে দেখানো হয়েছে।

পড়ুয়াদের বিক্ষোভের মুখে পড়ে অন্যায়ভাবে কিছু পরীক্ষার্থীকে বাড়তি সুযোগ পাইয়ে দেওয়ার বিষয়টি স্বীকার করে নিয়েছেন সন্দীপ সেনগুপ্ত। তবে, তিনি এটাও বলেছেন যে, 'অধ্যক্ষ স্যরও আমাকে একাধিকবার পরীক্ষা চালকালীন ফোন করে বলেছেন, হল থেকে বেরিয়ে এসো।'

কিন্তু কীভাবে চলত নম্বর বাড়ানোর চক্র? কলেজের এক প্রবীণ কর্মীর অভিযোগ, পুরো প্রক্রিয়াটি পরিচালনা করতেন অভীক দে। তৃণমূল ছাত্র পরিষদের রাজ্য নেতা অভীক উত্তরবঙ্গ লবির প্রথম তিনজনের মধ্যে রয়েছেন। তিনি আবার পশ্চিমবঙ্গ মেডিকেল কাউন্সিলের সদস্যও। স্বাস্থ্য ভবন, পশ্চিমবঙ্গ স্বাস্থ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণ অনেকটাই তাঁর হাতে। এই দেখেই অভীককে অধ্যক্ষ, ডিন অফ স্টুডেন্টস অ্যাফেয়ার্স সহ অন্যরা ভয় পেতেন।

শুধু তাই নয়, উত্তরবঙ্গ লবির শীর্ষস্থানীয় এক চিকিৎসক মেডিকেলে এসে গাড়ি থেকে নামতেই অধ্যক্ষ ডাঃ ইন্দ্রজিৎ সাহা তাঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতেন। কথা বলতে গিয়ে একবাক্যে তিনবার স্যর স্যর করতেন। তাই দেখে ডিন, সহকারী ডিন সহ অন্যরাও ভয়ে সিঁটিয়ে থাকতেন বলে দাবি।

অবিযোগ, ডাক্তারি পরীক্ষা এলেই অভীক-বাহিনীর থেকে কোন কোন পরীক্ষার্থীর নম্বর বাড়াতে হবে সেই তালিকা চলে আসত। পরীক্ষার হলে পরীক্ষক রাখা যাবে কি না, পরীক্ষার্থীরা মোবাইল, ট্যাবলেট খুলে পরীক্ষা দেবে নাকি সাদা খাতা জমা দেবে সেটাও অভীক কলেজ অধ্যক্ষ, ডিন সহ প্রথম সারির তিন-চারজনকে বলে দিতেন। সেইমতো সেন্টার ইনচার্জ অধ্যক্ষ পুরো ব্যবস্থা সামলে নিতেন। তাহলে একই দোষে দুষ্ট হলেও অন্যরা কেন শাস্তি পাবে না, সেটাই এখন প্রশ্ন সন্দীপের।

দোষারোপের পালা

- পড়ুয়াদের চাপে ডিন অনিয়ম স্বীকার করে ইস্তফা দিয়েছেন
- ডিনের দাবি, তিনি অধ্যক্ষের কথা অনুযায়ীই যা করার করেছেন
- তিনি ইস্তফা দিলে অধ্যক্ষ কেন দেবেন না, সেই প্রশ্ন তুলেছেন এদিন
- অধ্যক্ষ অবশ্য বলছেন, পড়ুয়াদের অভিযোগ থাকলে তাঁরা তদন্ত কমিটিতে জানান

উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে রোগী ভোগান্তি অব্যাহত। বৃহস্পতিবার। -সূত্রধর

চালু হয়নি অটো সিগন্যালিং ব্যবস্থা

ফাঁসিদেওয়া, ৫ সেপ্টেম্বর : ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কে ঘোষপুকুর মোড়ে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণে অটো সিগন্যালিং বসানোর কাজ শুরু হয়েছিল বছরখানেক আগে। তবে মাঝপথে সে কাজ থমকে যায়। ঘোষপুকুর মোড়ে উড়ালপুল চালু এবং চার লেন রাস্তা তৈরির পরই অটো সিগন্যালিংয়ের দাবি উঠেছিল। এরপর ট্রাফিক সিগন্যালিং কার্যকর করতে উদ্যোগ নেওয়া হয়। ট্রাফিক সিগন্যালের জন্য ওই মোড়ে ঘর তৈরি করা হয়ে গিয়েছে। তবে কোনও এক অজ্ঞাত কারণে সব কাজ মাঝপথেই থমকে গিয়েছে। ফলে ব্যস্ততম এই মোড়ে এখনও হাত দেখিয়েই ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের কাজ করছে পুলিশ ও সিভিক ভলান্টিয়াররা।

ঘোষপুকুর ট্রাফিক পুলিশ সূত্রে খবর, এখনও অটো সিগন্যালিংয়ের সব যন্ত্রপাতি আসেনি। ফাঁসিদেওয়া-ঘোষপুকুরের ট্রাফিক ওসি কঙ্কন চক্রবর্তীর কথায়, 'জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষকে চিঠি দিয়ে বিষয়টি জানানো হয়েছে।' তিনি জানান, যে সংস্থা কাজ করবে তাঁরা দ্রুত কাজ শুরু করবে। আগামী মাসের মধ্যে কাজ শেষ হয়ে যাবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

ঘোষপুকুর মোড়ে সন্ধ্যার পর ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণে সমস্যা বাড়ে। স্থানীয়দের কথায়, অনেকদিন ধরে কাজ চলছে। কিন্তু অটো সিগন্যালিং এখনও চালু হয়নি। দিনে হাত দেখিয়ে এবং রাতে রঙিন লাইটের মাধ্যমে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ করে পুলিশ। এই মোড়ে একাধিক দুর্ঘটনা ঘটছে। অটো সিগন্যালিং ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু হলে, দুর্ঘটনার আশঙ্কা অনেকটা কমবে বলে জানান তাঁরা।

১৫ দিনে দুটি সাইকেল চুরি

খড়িবাড়ি, ৫ সেপ্টেম্বর : বাতাসি অবর বিদ্যালয় পরিদর্শকের অফিস থেকে ১৫ দিনের মধ্যে দু'বার সাইকেল চুরির ঘটনা ঘটল। অফিস চলাকালীন পার্কিং থেকে বৃহস্পতিবার ফের সাইকেল চুরির ঘটনাটি ঘটে। অফিসের এক কর্মী করেন সিংহ এদিন পার্কিংয়ে সাইকেল রেখে ডিউটিতে যান। দুপুরে সেখানে গিয়ে দেখেন সাইকেল উধাও।

অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক দিলীপচন্দ্র বর্মন জানান, দিন পনেরো আগে আরও একজন কর্মীর সাইকেল চুরি হয়। কয়েকদিনের মধ্যে ফের চুরি হওয়ায় আতঙ্কিত কর্মীরা।

এদিন খবর পেয়ে খড়িবাড়ি থানার পুলিশ অফিসে এসে তদন্ত শুরু করে। পুলিশের প্রাথমিক ধারণা, মাদকাসক্তরা একাজ করেছে। দ্রুত চোর ধরা পড়বে বলে আশ্বাস দিয়েছে পুলিশ।

বন্ধ রাস্তায় গাড়ি চলছে রাতে

খড়িবাড়ি, ৫ সেপ্টেম্বর : পূর্ণাঙ্গ সংস্কারের কারণে প্রায় ৭ মাস ধরে খড়িবাড়ি-ভালুকগাড়া রাজ্য সড়ক বন্ধ রেখেছে প্রশাসন। ফলে নিত্যদিন সমস্যায় পড়ছেন এলাকার মানুষ। স্থানীয়দের কথা অনুযায়ী, রাস্তা বন্ধ থাকায় প্রায় ৬ কিলোমিটার রাস্তা ঘুরপথে যাতায়াত করতে হচ্ছে। ব্যারিকেড দিয়ে যানবাহন চলাচল বন্ধ থাকলেও, রাতের অন্ধকারে পুলিশের মদতে ভারী গাড়ি চলাচল করছে বলে অভিযোগ। বুধবার রাতে ব্যারিকেড সরিয়ে একটি কনটেনার কদমতলা মোড় এলাকায় পৌঁছালে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। দুর্ঘটনায় একটি দোকানের টিনের চালা ভেঙে যায়। খড়িবাড়ি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছালে বিক্ষোভ শুরু করেন তাঁরা। রাত ১১টা পর্যন্ত চলে বিক্ষোভ।

স্থানীয়দের অভিযোগ, টাকার বিনিময়ে রাতের অন্ধকারে ব্যারিকেড সরিয়ে ভারী গাড়ি চালাচলের অনুমতি দিচ্ছে পুলিশ। এলাকার বাসিন্দা অজয়প্রসাদ শা বলেন, 'সংস্কারের নামে ৭ মাস ধরে ৩ কিলোমিটার রাস্তা বন্ধ রয়েছে। খড়িবাড়ি কদমতলা মোড় ও ভালুকগাড়া মোড়ে লোহা ও বাঁশের ব্যারিকেড লাগিয়ে রাস্তাটি বন্ধ করা হয়েছে। রাতের অন্ধকারে সাধারণ মানুষ ঘুমিয়ে পড়লে টাকার বিনিময়ে পুলিশ নির্মীয়মাণ রাস্তা দিয়ে ভারী গাড়ি চলাচল করতে দিচ্ছে।' বিক্ষোভকারীরা প্রশ্ন তোলেন, কেন রাতের অন্ধকারে ভারী গাড়ি চলাচল করছে?

পূর্ত দপ্তরের অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার সোনিউল ইসলাম বলেন, 'রাস্তাটির ওয়েট মিক্স ম্যাকাডাম (ডব্লিউএমএম)-এর কাজ শেষ হতে না হতেই বর্ষা শুরু হয়। ডব্লিউএমএম সম্পূর্ণভাবে না শুকালে পিচের প্রলেপ দেওয়া যাচ্ছে না। রাতে ভারী গাড়ি চলার জন্য ডব্লিউএমএমের ঢালাই উঁচু-নীচু হয়ে যাচ্ছে। এতে সমস্যা বাড়ছে।' তিনি জানান, পুলিশকে রাস্তা দিয়ে ভারী গাড়ি চলাচল বন্ধ রাখতে বলা হয়েছিল। কিন্তু তারপরেও কীভাবে গাড়ি চলাচল করছে? খড়িবাড়ি থানার ওসি মনোতোষ সরকার বলেন, 'রাস্তাটির নির্মাণকাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত যানবাহন চলাচলে কড়া নজরদারির ব্যবস্থা করা হবে।'

আগাছায় ভরেছে চিকিৎসক-নার্সদের আবাসন চত্বর

নকশালবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতাল

অযত্নে পড়ে রয়েছে চিকিৎসক আবাসন।

মহম্মদ হাসিম

নকশালবাড়ি, ৫ সেপ্টেম্বর : নকশালবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালের উলটোদিকেই রয়েছে নার্স ও চিকিৎসকদের আবাসন। সেই চত্বরে দিনেরবেলাতেই কেমন গা ছমছম করবে। রাতেরবেলায় ঠিক কতটা ভয় হতে পারে, তা কল্পনার বাইরে। গোটা আবাসন চত্বর আগাছায় পরিপূর্ণ। এমনকি গত দেড় মাস ধরে তিনটি পথবাতি বিকল। চারদিকে ঝোপঝাড়, দেওয়ালে ফাটল, ছাদ চুইয়ে অনবরত পড়ে চলেছে জল। বিষধর সাপ এবং পোকামাকড়ের আড্ডায় পরিণত হয়েছে। আবাসিকরা জানিয়েছেন, নিয়মিত সাফাইয়ের অভাবেই আজ এই অবস্থা।

এই আবাসনগুলিতেই বসবাস করেন গ্রামীণ হাসপাতালের চিকিৎসক, নার্স এবং সাফাইকর্মীরা। হাসপাতালের উলটোদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা এই আবাসানগুলির চারপাশে আগাছায় ভরে গিয়েছে। এক স্বাস্থ্যকর্মী জানান, তিন মাস আগে নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের ভেক্টর কন্ট্রোল টিমের সদস্যরা সাফাই করেছিলেন। তারপর থেকে আর কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। এখানে মশার উপদ্রব প্রচণ্ড। চারদিকে ডেঙ্গির আতঙ্ক। এমতাবস্থায় পুনরায় সাফাই অভিযান চালানো প্রয়োজন। সাফাইয়ের জন্য 'কায়া' প্রকল্পে প্রচুর টাকা বরাদ্দ হয়, কাজের কাজ হয় না বলে অভিযোগ করেন তিনি।

রাতের ডিউটি শেষে চিকিৎসক, নার্সরা আবাসনে ফেরেন। অন্ধকারে মনের মধ্যে রীতিমতো আতঙ্ক নিয়ে ফিরতে হয় তাঁদের। অনেক সময় বহু রোগী আবাসনগুলিতে ডাক্তার দেখাতে আসেন। তাঁরাও একইভাবে আতঙ্কে থাকেন। সকলেই দ্রুত সাফাইয়ের আবেদন জানিয়েছেন। অন্যদিকে, বিষয়টি নিয়ে নকশালবাড়ি ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক কুন্তল ঘোষ 'দ্রুত পরিষ্কার করা হবে' বলে আশ্বাস দিয়েছেন।

হাসপাতালে বর্তমানে ১৪ জন নার্স এবং সাতজন চিকিৎসক রয়েছেন। যাঁদের মধ্যে অধিকাংশই বাইরে থেকে এসেছেন। এক নার্স বলেন, 'রাতের দিকে ছেলেমেয়েকে নিয়ে বাইরে যেতে হয়। চারদিকে এত ঝোপঝাড় যে ভয় হয়। পরিষ্কার রাখা হলে ভালো হয়।' রাতের দিকে তিন বছরের শিশুকে নিয়ে আবাসনে ডাক্তার দেখাতে আসেন জাহানারা বেগম। তিনি বলেন, 'কোনও চিকিৎসকের ডিউটি না থাকলেও আবাসনে রোগী দেখেন তাঁরা। তাই এখানে আসি। কিন্তু এলেই ভয় হয়।' সাফাই হলে এই ভয় অনেকটাই কেটে যাবে বলে মনে করছেন সকলেই।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

আয় বৃষ্টি ঝেঁপে ।। বামনপাড়ায় ছবিটি তুলেছেন শীতলকুচির বিধান বর্মন।

বন্ধ হওয়ার মুখে শান্তিনগর প্রাথমিক

পড়ুয়া মাত্র ৩৭, মাধ্যমিক করার দাবি

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ৫ সেপ্টেম্বর : পড়ুয়ার অভাবে আগেই বন্ধ হয়ে গিয়েছে শান্তিনগর জুনিয়ার হাইস্কুল। এবার গুটিগুটি পায়ে সেই পথেই যেন এগোচ্ছে শান্তিনগর প্রাথমিক বিদ্যালয়। চলতি বছর স্কুলে প্রাকপ্রাথমিক ও প্রথম শ্রেণি মিলিয়ে পড়ুয়া সংখ্যা মাত্র ছয়জন। এই পরিস্থিতিতে স্কুলটিকে পাকাপাকিভাবে তালা ঝোলানো থেকে বাঁচাতে মাধ্যমিক স্তরে উন্নীত করার দাবি তুলেছেন শিক্ষক এবং শান্তিনগর এলাকার বাসিন্দারা।

চার বছর হতে চলল পড়ুয়ার অভাবে শান্তিনগর জুনিয়ার হাইস্কুল বন্ধ হয়ে গিয়েছে। সেই একই প্রাঙ্গণে প্রাথমিক স্কুলটি চলে। করোনা পরিস্থিতির পর থেকে কমতে থাকে পড়ুয়া সংখ্যা। গতবছর এখানে পড়ুয়া সংখ্যা ছিল ৫০ জন। কিন্তু এবছর সেই সংখ্যা কমে ৩৭ জনে নেমে এসেছে।

স্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক অভিজিৎ মণ্ডল বলছেন, 'গোটা স্কুলটিকে মাধ্যমিক স্তরে পরিণত করলে সমস্যা হত না। যে হাইস্কুলের সঙ্গে প্রাথমিক স্কুল রয়েছে, সেখানেই অভিভাবকরা ছেলেমেয়েদের ভর্তি করছেন। এমনকি এবছর আটজন পড়ুয়াকে আমাদের স্কুল থেকে ছাড়িয়ে অন্য স্কুলে ভর্তি করেছেন অভিভাবকরা। নতুন করে সেভাবে ভর্তি হচ্ছে না কেউ। পড়ানোর জন্য আমরা বসে রয়েছি। কিন্তু পড়ুয়া না থাকলে কী করব!'

> যে হাইস্কুলের সঙ্গে প্রাথমিক স্কুল রয়েছে, সেখানেই অভিভাবকরা ছেলেমেয়েদের ভর্তি করছেন। নতুন করে সেভাবে ভর্তি হচ্ছে না কেউ। পড়ানোর জন্য আমরা বসে রয়েছি। কিন্তু পড়ুয়া না থাকলে কী করব!
>
> **অভিজিৎ মণ্ডল**
> *ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক*

প্রাথমিক স্কুলটিতে বর্তমানে ৩৭ জন পড়ুয়া রয়েছে। শিক্ষকের সংখ্যা পাঁচ। এই স্কুল থেকে পাশ করে পড়ুয়ারা সরাসরি বরদাকান্ত বিদ্যাপীঠ কিংবা নেতাজি হাইস্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণিতে যাতে ভর্তি হতে পারে, সেই দাবি তোলা হয়েছে শিক্ষকদের তরফে। শিক্ষকরা জানাচ্ছেন, স্কুলে যে ক'টি ঘর রয়েছে, তাতে অতি সহজে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত পঠনপাঠন চালু করা যাবে।

প্রাথমিক স্কুলটি ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় হলেও ৩৬ নম্বর ওয়ার্ডের একেবারে কাছেই। স্থানীয় বাসিন্দা সুজিত বসাক বলেন, 'জুনিয়ার হাইস্কুলের পর এবার প্রাথমিক স্কুলটাও বন্ধ হয়ে যাক সেটা আমরা চাই না। এখানে যা পরিকাঠামো রয়েছে, তা অনেক স্কুলেই নেই। তাই প্রয়োজনে আমরা অভিভাবকদের কাছে গিয়ে ছেলেমেয়েদের ভর্তি করার আবেদন জানাব।'

বিষয়টি নিয়ে রাজগঞ্জের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক শুভ্রজ্যোতি বর্মন বলেন, 'ওই স্কুলে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত পঠনপাঠন চালু করার বিষয়টি আমাকে কেউ জানায়নি। এমনটা কেউ চাইলে চিঠি দিয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করুক।'

স্কুলের ডাইনিং হলে এয়ারকুলার, নজির কালীগঞ্জে

মনজুর আলম

চোপড়া, ৫ সেপ্টেম্বর : শিক্ষকদের উপস্থিতিতে নজরদারি চালাতে দু'বছর আগেই বায়োমেট্রিক ব্যবস্থা চালু করে নজির গড়েছিল চোপড়া ব্লকের কালীগঞ্জ হাইস্কুল। এবার স্কুলের ডাইনিং হলে বসানো হল এয়ারকুলার। স্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক আফজল হুসেন বলেন, 'গরমের মধ্যে বসে পড়ুয়াদের মিড-ডে মিল খেতে কষ্ট হচ্ছিল। তাই এই ব্যবস্থা।'

শিক্ষকদের এই উদ্যোগে পড়ুয়াদের পাশাপাশি খুশি অভিভাবকরাও। এখন প্রচণ্ড গরমের মধ্যেও এয়ারকুলারের ঠান্ডা হাওয়ায় আরামে মিড-ডে মিল খেতে পারছে পড়ুয়ারা। পড়ুয়াদের মধ্যে সুইটি পারভিন, মমতা দাস একসুরে জানায়, যেদিন প্রচণ্ড গরম পড়ত, সেদিন ডাইনিং হলে বসে খেতে ভীষণ সমস্যা হত। এবার কুলার আসায় আরাম মিলেছে।

শিক্ষকরা জানাচ্ছেন, স্কুলে মোট পড়ুয়া ৩,৫০০ জন। মিড-ডে মিলে তালিকাভুক্ত পড়ুয়ার সংখ্যা ১,২০০। স্কুলের ছাদে ইতিমধ্যেই ৩০টি সোলার প্লেট বসানো হয়েছে। স্কুলের মূল বিদ্যুৎ সংযোগের সঙ্গে সেগুলিকে যুক্ত করা হয়েছে। তাই বিদুৎ বিল নিয়ে সমস্যা নেই। সহ শিক্ষক দিব্যেন্দু কুণ্ডু বলেন, 'পড়ুয়াদের সমস্যার কথা ভেবেই সর্বসম্মতিক্রমে কয়েকদিন আগে এয়ারকুলার বসানো হয়েছে।'

স্কুলের পরিচালন সমিতির সভাপতি মহম্মদ তমিজউদ্দিন অবশ্য বলেন, 'স্কুল ফান্ড থেকে পড়ুয়াদের সুবিধার জন্য ডাইনিং হলে ছয়টি এয়ারকুলার বসানো হয়েছে।'

বরাদ্দ মেলেনি পঞ্চায়েত সমিতির

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ৫ সেপ্টেম্বর : অর্থসংকটে ধুঁকছে ইসলামপুর পঞ্চায়েত সমিতি। চলতি আর্থিক বর্ষের অর্ধেকের বেশি সময় পেরিয়ে গেলেও এখনও পর্যন্ত বরাদ্দ মেলেনি। ফলে পঞ্চায়েত সমিতির অবস্থা কার্যত ভাঁড়ে মা ভবানী। এর জেরে সমিতির ৩৯টি আসনে উন্নয়নমূলক কাজ পুরোপুরি থমকে রয়েছে বলে জানাচ্ছেন সদস্যরা।

গত পঞ্চায়েত ভোটে বোর্ড গঠনের পর পঞ্চম রাজ্য ফিন্যান্স কমিশনের ৬৮ লক্ষ টাকা ছাড়া আর কোনও বরাদ্দ মেলেনি বলে পঞ্চায়েত সমিতি সূত্রে খবর। ১ কোটি টাকার ওপর কাজের টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়ে রয়েছে। কিন্তু ফান্ডের অভাবে ওয়ার্ক অর্ডার দেওয়া যাচ্ছে না। পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি এবং সহ সভাপতি অর্থসংকটের কথা স্বীকার করে নিয়েছেন। বিডিও নিজেও পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের বরাদ্দ মেলেনি বলে স্পষ্ট জানিয়েছেন।

ইসলামপুর পঞ্চায়েত সমিতির ৩৯ জন সদস্যই ফান্ড না মেলায় ক্ষুব্ধ। তাঁরা সকলেই একসুরে বলছেন, সাধারণ মানুষের কাছে জবাবদিহি করতে করতে আমরা ক্লান্ত। রাস্তাঘাট, কালভার্ট সহ বিভিন্ন প্রকল্প টাকার অভাবে থমকে রয়েছে। নতুন কোনও কাজে হাত দেওয়া যাচ্ছে না।

দপ্তর সূত্রে খবর, বোর্ড গঠনের পর ৬৮ লক্ষ টাকায় সামান্য কিছু কাজ হয়েছে। যার মধ্যে সোলার প্যানেল অন্যতম। এখন ফান্ড না থাকায় সদস্যরা অফিসে এসে শুধুমাত্র আড্ডা দিয়ে সময় কাটিয়ে চলে যেতে একপ্রকার বাধ্য হচ্ছেন।

ইসলামপুর পঞ্চায়েত সমিতির অফিস।

থমকে উন্নয়ন

- পঞ্চম রাজ্য ফিন্যান্স কমিশনের ৬৮ লক্ষ টাকা ছাড়া আর কোনও বরাদ্দ মেলেনি
- এক কোটি টাকার ওপর কাজের টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়ে রয়েছে
- কিন্তু ফান্ডের অভাবে ওয়ার্ক অর্ডার দেওয়া যাচ্ছে না
- উন্নয়নমূলক কাজ থমকে থাকায় ক্ষুব্ধ সমিতির ৩৯ জন সদস্য
- অডিট সংক্রান্ত কোনও জটিলতার জেরেই বরাদ্দ আটকে রয়েছে, দাবি পদাধিকারীর

পঞ্চায়েত সমিতির দপ্তরে বসে এক সদস্য বলেন, 'এমন অবস্থা চলতে থাকলে পরেরবার আর ভোটেই দাঁড়াব না। মানুষকে অনেক প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভোটে জিতে এসেছি। এদিকে টাকা নেই। অথচ আমজনতা ভাবছে সব টাকা আমাদের পকেটে ঢুকছে!'

সমিতির এক পদাধিকারী বলেছেন, 'যত দূর জানতে পেরেছি অডিট সংক্রান্ত কোনও জটিলতার জেরেই বরাদ্দ আটকে রয়েছে। কবে জটিলতা কাটবে তা জানি না।' সহ সভাপতি ওমর ফারুক বলেন, 'বোর্ড গঠনের পর থেকে ফান্ডের অভাবে আমরা কাজ করতে পারছি না। আমরা কাজ ছাড়াই বসে আছি। প্রশাসনিক স্তরে বিষয়টি ইতিমধ্যেই জানানো হয়েছে।'

সভাপতি বিনীতা দাস সরকারের কথায়, 'অর্থের অভাবে কাজ পুরোপুরি থমকে আছে, তা অস্বীকার করা যাবে না। পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের প্রথম কিস্তির টাকা পেলেও কাজ শুরু করা যেত।' বিডিও দীপান্বিতা বর্মন বলেছেন, '২০২৩-'২৪ অর্থ বছরের কাজগুলি চলছে। ২০২৪-'২৫ অর্থ বছরের ফান্ড বরাদ্দ হলে নতুন কাজ শুরু হয়ে যাবে।'

বিদ্যুতের শকে মাছ শিকার

খোকন সাহা

বাগডোগরা, ৫ সেপ্টেম্বর : পিঠে ব্যাটারি বেঁধে নদীতে নেমে বিদ্যুতের শক দিয়ে মাছ মারা হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠছে। অথচ এনিয়ে কারও কোনও হেলদোল নেই। এভাবে নদী থেকে মাছ মারা সম্পূর্ণ আইনবিরুদ্ধ কাজ বলে জানিয়েছেন পরিবেশকর্মীরা। দিনের পর দিন এমনটা চলতে থাকলে বাস্তুতন্ত্রের ওপরে ভয়ানক প্রভাব পড়বে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। জাল ফেলে মাছ ধরলে নদী কিংবা ঝোরার জলজ উদ্ভিদ, অন্য প্রাণীর কোনও ক্ষতি নেই। কিন্তু শক দিয়ে মাছ মারলে নদী কিংবা ঝোরার সামগ্রিক বাস্তুতন্ত্রের ক্ষতি বলে জানিয়েছেন পরিবেশপ্রেমীরা।

বাগডোগরার বিভিন্ন গ্রাম, চা বাগান এবং বনাঞ্চলে যে সমস্ত ঝোরা এবং ছোট নদী রয়েছে, সেখানে স্থানীয়দের একাংশ কখনও সকালে কখনও আবার বিকেলে বিদ্যুতের শক দিয়ে মাছ মারছেন বলে অভিযোগ। কখনও নিজেদের রোজকার খাবারের জন্যে আবার কখনও বিক্রির উদ্দেশ্যে তাঁরা একাজ করছেন বলে জানা যাচ্ছে। নদীর টাটকা মাছের চাহিদা সর্বত্র। দামও বেশি পাওয়া যায়। তাই কম সময়ে বেশি লাভের আশায় কিছু

ব্যাটারি পিঠে নদীতে মাছ শিকার।

সংখ্যক মানুষ এভাবে মাছ মেরে বিক্রি করছেন। এটাই এখন তাঁদের পেশায় পরিণত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার মানঝা নদীতে গিয়ে দেখা গেল, ওই পদ্ধতি অবলম্বন করে অবাধে মাছ ধরছেন তিনজন। এভাবে মাছ মারছেন কেন? প্রশ্ন শুনে বিরক্ত হয়ে কিষান লোহার নামে একজন বললেন, 'আমরা সব নদী, ঝোরা থেকেই এভাবে মাছ ধরে বিক্রি করি।' ওই সময়ে চা বাগানে কাজ করছিলেন সরিতা এক্কা। তিনি বললেন, 'এই লোকগুলো মাঝেমধ্যেই এখানে এসে মাছ ধরে নিয়ে যান। কেউ কিছুই বলে না।'

এই প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানমঞ্চের উপদেষ্টা কমিটির সদস্য বিপ্লব রায় বলেন, 'এভাবে মাছ মারা সম্পূর্ণ আইনবিরুদ্ধ কাজ। তবুও সংশ্লিষ্ট মহল থেকে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয় না। এমনকি সচেতন পর্যন্ত করা হচ্ছে না। এভাবে মাছ মারতে থাকলে বাস্তুতন্ত্রের ওপরে প্রভাব পড়বে।' তিনি আরও বলেন, 'মাছের সঙ্গে জলে থাকা ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটন এবং জুপ্ল্যাঙ্কটন নিঃশেষ হয়ে যাবে। প্রশাসনের উচিত এই অবৈধ কাজ অবিলম্বে বন্ধ করে দেওয়া।'

কালীগঞ্জ হাইস্কুলে স্বস্তিতে মিড-ডে মিল খাচ্ছে পড়ুয়ারা।

কার্সিয়াংয়ে হকারদের স্থায়ী জায়গা

মার্কেট কমপ্লেক্সের শিলান্যাস

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ৫ সেপ্টেম্বর : কার্সিয়াং শহরের উচ্ছেদ হওয়া হকারদের জন্য আড়াই কোটি টাকা ব্যয়ে মার্কেট কমপ্লেক্স তৈরির কাজ শুরু করল কার্সিয়াং পুরসভা। বৃহস্পতিবার কার্সিয়াং হাটবাজারে নতুন প্রকল্পের শিলান্যাস করা হয়। কার্সিয়াং পুরসভার পাশাপাশি গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জিটিএ) ও হকার ইউনিয়নের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। ৪,৬৩২ বর্গফুট জায়গায় চারতলা মার্কেট কমপ্লেক্স তৈরির পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে বলে জানানো হয়েছে।

কার্সিয়াং পুরসভার প্রশাসক ব্রিগেন গুরুং জানিয়েছেন, মার্কেট কমপ্লেক্সটি তৈরি করতে প্রায় দু'বছর সময় লাগবে। তাঁর কথায়, 'যত দ্রুত সম্ভব মার্কেট কমপ্লেক্সের কাজ শেষ করা হবে। প্রকৃত হকাররা যাতে স্টল পান, সেই বিষয়টি সবচেয়ে গুরুত্বের সঙ্গে দেখা হবে।' তিনি জানান, জিটিএ'র আর্থিক সাহায্যে এই প্রকল্পের কাজ করা হচ্ছে। হকাররা ব্যবসা করার জন্য যাতে স্থায়ী জায়গা পান সেই ব্যবস্থার জন্যই এই পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। তবে মার্কেট কমপ্লেক্স তৈরি না হওয়া পর্যন্ত কেউ রাস্তার ওপর দোকান বসাতে পারবেন না। ততদিন হকারদের জন্য বিকল্প জায়গার ব্যবস্থা করা হবে।

কয়েকদিন আগেই কার্সিয়াং শহরের রাস্তা হকারমুক্ত করা হয়। তার আগে হকারদের সঙ্গে বৈঠকে বসেছিলেন জিটিএ'র চিফ এগজিকিউটিভ অনীত থাপা। সেই সময় ১৮০ জন হকারের তালিকা তৈরি করা হয়। জিটিএ'র তরফে আশ্বাস দেওয়া হয়, তাঁদের জন্য পাকাপাকিভাবে মার্কেট কমপ্লেক্স তৈরি করে দেওয়া হবে। আশ্বাসের পর হকাররা সরে যেতে রাজি হন।

হকার ইউনিয়নের সদস্য রাজেশ ছেত্রী বলেন, 'যতদিন না পর্যন্ত স্থায়ী কমপ্লেক্স তৈরি হচ্ছে, ততদিন যাতে হকারদের জন্য ব্যবসা করার অস্থায়ী জায়গা করে দেওয়া হয়, সেই বিষয়ে পুরসভার কাছে আবেদন জানানো হয়েছে।' তিনি জানান, শহরজুড়ে বহু হকার রয়েছেন, যাঁরা স্থায়ী জায়গায় ব্যবসা করতে চান। কিন্তু জায়গার অভাবে এতদিন সম্ভব হচ্ছিল না। সেই কারণে রাস্তায় ব্যবসা করতে হচ্ছিল। স্থায়ী মার্কেট কমপ্লেক্স তৈরি হয়ে গেলে সেই ব্যবসায়ীদের সুবিধা হবে। হকাররাও মার্কেট কমপ্লেক্স তৈরির উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন।

সমস্যা সমাধানে

- হকারদের জন্য ৪,৬৩২ বর্গফুট জায়গায় চারতলা মার্কেট কমপ্লেক্স তৈরি করছে কার্সিয়াং পুরসভা
- মার্কেট কমপ্লেক্সটি তৈরি হতে দু'বছর সময় লাগবে
- মার্কেট কমপ্লেক্স তৈরি না হওয়া পর্যন্ত হকারদের জন্য বিকল্প জায়গার ব্যবস্থা করা হবে

পাহাড়ের রাস্তার দু'পাশের হকারদের সরিয়ে তাঁদের পাকাপাকিভাবে ব্যবসার জায়গা করে দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করছে জিটিএ ও পুরসভাগুলি। এর আগে দার্জিলিংয়ের মহাকাল মার্কেটের হকারদেরও সরিয়ে দেওয়া হয়। তাঁদের জন্য সানফ্লাওয়ার হোটেল সংলগ্ন এলাকায় স্থায়ী মার্কেট কমপ্লেক্স তৈরির কাজ শুরু করেছে দার্জিলিং পুরসভা।

নিরাপত্তার আশ্বাস পেয়ে অফিসে

চোপড়া, ৫ সেপ্টেম্বর : নিরাপত্তার আশ্বাস পেতেই বৃহস্পতিবার অফিসে বসলেন চোপড়ার বিএলএলআরও। এদিন ইসলামপুরের মহকুমা শাসক মহম্মদ আব্দুল শাহিদ বিএলএলআরও দপ্তর পরিদর্শন করেন। জানা গিয়েছে, মহকুমা শাসকের পরবর্তী নির্দেশ না আসা পর্যন্ত, মিস কেসের শুনানি বন্ধ রাখতে বলা হয়েছে। গত মঙ্গলবার একটি মিস কেসের শুনানি নিয়ে দপ্তরে ঝামেলার সৃষ্টি হয়। মুহুরিরা বিভিন্নভাবে আধিকারিকদের হুমকি দেয় বলে অভিযোগ উঠে। মুহুরিদের বিরুদ্ধে জুলুমবাজির অভিযোগে বুধবার অফিসে না গিয়ে এসডিএলআরও অফিসে হাজিরা দিয়েছিলেন বিএলএলআরও সহ অফিসের বাকি কর্মীরা। এরপরই বিষয়টি প্রশাসনের বিভিন্ন মহলে জানানো হয়। এদিন বিএলএলআরও অফিসে আসার আগেই পুলিশ পৌঁছে যায়। দিনভর দপ্তরের ভিতরে ও বাইরে পাঁচজন পুলিশ মোতায়েন ছিল।

ইসলামপুরের বিএলএলআরও দপ্তর।

চোপড়া বিএলএলআরও অফিসের মুহুরিদের ব্লক কমিটির সম্পাদক আব্দুল হালিম মুহুরিদের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ অস্বীকার করেন। তাঁর বক্তব্য, 'দপ্তরে কয়েক মাস ধরে সেভাবে কাজ হচ্ছে না। এখনও প্রায় আড়াই-তিন হাজারের মতো মিস কেসের শুনানি বাকি। মানুষের ভোগান্তি বাড়ছে।' তিনি জানান, মহকুমা শাসক তাঁদের সঙ্গেও কথা বলেছেন। বিএলএলআরও ললিতরাজ থাপা বলেন, 'অফিসে তো আসতেই হবে। তবে কর্মীরা এখনও নিরাপত্তার অভাববোধ করছেন।'

শ্রমিকদের নিয়ে বৈঠক

চোপড়া, ৫ সেপ্টেম্বর : চন্দন চা বাগানে অচলাবস্থা অব্যাহত। এই পরিস্থিতিতে বৃহস্পতিবার শ্রমিকদের নিয়ে বৈঠক করলেন চোপড়ার বিডিও সমীর মণ্ডল। প্রায় তিন মাস আগে চা বাগান বন্ধ করে চলে গিয়েছিল মালিকপক্ষ। তারপর থেকে একের পর এক সমস্যা সামনে আসতে শুরু করে। সেসব সমস্যা নিয়ে খোঁজখবর নিতে নিজের দপ্তরে বৈঠক ডাকেন বিডিও।

ডাম্পার আটক

চোপড়া, ৫ সেপ্টেম্বর : চোপড়া থানার পুলিশ বৃহস্পতিবার একাধিক ঘাটে অভিযান চালিয়ে কয়েকটি বালিবোঝাই ডাম্পার ও ট্র্যাক্টর আটক করেছে। পুলিশ জানিয়েছে, এদিন অভিযানে নেমে পাঁচটি গাড়ি আটক করা হয়েছে।

প্রতিবাদের সুর শিক্ষক দিবসেও

উত্তরবঙ্গ ব্যুরো

৫ সেপ্টেম্বর : বৃহস্পতিবার শিক্ষক দিবস উপলক্ষ্যে বিভিন্ন জায়গায় নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হল। এমনকি এই অনুষ্ঠানেও আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদ করল পড়ুয়ারা।

ইন্টারন্যাশনাল কাউন্সিল ফর হিউম্যান অ্যান্ড ফান্ডামেন্টাল রাইটস-এর দার্জিলিং জেলা কমিটির তরফে দিনটি পালন করা হয়। এদিন মুরালীগঞ্জ হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক সামসুল আলম, ক্যারাটে প্রশিক্ষক সেনসি সদেব বর্মন এবং শিবমন্দির শিশুতীর্থের শিক্ষকদের সম্মানিত করা হয়। উপস্থিত ছিলেন জাতীয় কনভেনার পিন্টু ভৌমিক, জেলা সম্পাদক কৌশিক দত্ত, নিবেদিতা মোহন্ত প্রমুখ।

অন্যদিকে, অন্যরকম শিক্ষক দিবসের সাক্ষী থাকল ইসলামপুরের ক্ষুদিরামপল্লি সুকান্ত স্মৃতি বিদ্যাপীঠ। এদিন আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদ জানিয়েছে পড়ুয়ারা। হাতে প্ল্যাকার্ড নিয়ে ক্লাসরুমের ভেতরে ন্যায়বিচার চাইতে দেখা যায় পড়ুয়াদের। সঙ্গ দেন শিক্ষকরাও। মানববন্ধনেও শামিল হতে দেখা যায় পড়ুয়াদের।

চোপড়া ব্লকে সাড়ম্বরে পালিত হয়েছে শিক্ষক দিবস। বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আনুষ্ঠানিকভাবে দিনটি পালন করার পাশাপাশি নাগরিক সমাজের উদ্যোগে কোটগছ হাইস্কুলে ব্লকের বিভিন্ন স্কুলের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকে কৃতী পড়ুয়াদের মধ্যে ৩৬ জনকে পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। এলাকার নয়জন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষককে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। অনুষ্ঠান শেষে প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকরা প্রীতি ফুটবল ম্যাচে ২-১ গোলে হাইস্কুলের শিক্ষকদের টিমকে হারিয়েছেন।

অন্যদিকে, সদর চোপড়ায় তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির উদ্যোগে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। যদিও সংগঠনের শিক্ষকদের একাংশ অনুষ্ঠানে ডাক পাননি বলে অভিযোগ ওঠে। ওই সংগঠনের ব্লক সভাপতি নজরুল ইসলাম অভিযোগের বিষয়টি স্বীকার করে বলেন, 'সময়ের অভাবে দুটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার শিক্ষকদের চিঠি দিতে পারিনি।'

'জাস্টিস ফর আরজি কর'

প্ল্যাকার্ড হাতে পড়ুয়ারা। ক্ষুদিরামপল্লি সুকান্ত স্মৃতি বিদ্যাপীঠে।

গাছ কাটার দৃশ্যে বিচলিত পড়ুয়াদের বৃক্ষরোপণ

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ৫ সেপ্টেম্বর : বছর দেড়েক আগে মাটিগাড়ায় যাওয়ার পথে একের পর এক গাছ কাটার দৃশ্য চোখে পড়ে অমর সরকার, সায়ন নাথ তালুকদারের। সেসময় তাঁদের মনে হয়, রাস্তাটা যেন ধু-ধু মরুভূমিতে পরিণত হয়েছে। এই বৃক্ষনিধন দেখে নিজেদের আর স্থির রাখতে পারেননি তাঁরা। চিন্তাভাবনা করেন, পরিবেশ রক্ষা করতে গেলে আরও বেশি বেশি করে গাছ লাগানো প্রয়োজন। যেমন ভাবনা তেমন কাজ। দুই বন্ধু মিলে নেমে পড়েন বৃক্ষরোপণ অভিযানে।

একদম শুরুতে কাউকে সঙ্গে না পেলেও 'একলা চলো রে..' নীতিতে কাজ করতে থাকেন তাঁরা। তারপর শিলিগুড়ি কলেজের পড়ুয়া অমর এবং সায়নের কর্মকাণ্ডে শামিল হয়ে যান তাঁদেরই সহপাঠীরা। বর্তমানে গাছ লাগানোর মাধ্যমে পরিবেশ রক্ষার বার্তা ছড়িয়ে দিতে অমর, সায়নদের সঙ্গী হয়েছেন অন্য কলেজের পড়ুয়ারাও।

কখনও ইস্টার্ন বাইপাসে, কখনও স্কুলে, মাঝেমধ্যেই চারা রোপণ করতে দেখা যাচ্ছে এই কলেজ পড়ুয়াদের। বাদ নেই শহরের ট্রাফিক পয়েন্টগুলিও। এমনকি রাস্তায় দাঁড়িয়ে চারাগাছ বিতরণ করতেও দেখা যাচ্ছে তাঁদের। গাছ লাগানোর পাশাপাশি সেগুলি পরিচর্যার দায়িত্ব সায়ন, অমরদের কাঁধেই। এই কাজের জন্য তাঁরা বেছে নিয়েছেন মাসের তিনটে রবিবার।

বৃক্ষরোপণে ব্যস্ত কলেজ পড়ুয়ারা। - সংবাদচিত্র

> যেভাবে শহরে গাছ কাটা হচ্ছে তাতে সত্যিই কষ্ট হয়। আমরা চাই শহরকে আবার সবুজ করে তুলতে। পরিবেশ বাঁচাতে আমাদের প্রত্যেককেই গাছ লাগাতে হবে।
>
> **-অমর সরকার**
> *পড়ুয়া, শিলিগুড়ি কলেজ*

অমর বলছেন, 'যেভাবে শহরে গাছ কাটা হচ্ছে তাতে সত্যিই কষ্ট হয়। আমরা চাই শহরকে আবার সবুজ করে তুলতে। পরিবেশ বাঁচাতে আমাদের প্রত্যেককেই গাছ লাগাতে হবে।' একই সুর সায়নের গলাতেও। বলছেন, 'পরিবেশ রক্ষায় আমাদের প্রত্যেককে এগিয়ে আসতে হবে। শুধু গাছ লাগানোই নয়, তার পরিচর্যাও প্রয়োজন।'

তাঁদের এই কর্মকাণ্ডের সঙ্গী শিলিগুড়ি কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী তানিয়া ভারতী। তিনি বলছিলেন, 'আগাগোড়াই পরিবেশের জন্য কাজ করার ইচ্ছে ছিল। যখন অমরদের নানা কর্মসূচি দেখলাম, তখন আমিও উৎসাহী হয়ে ভিড়ে গেলাম ওদের সঙ্গে।' একই উদ্দেশ্যে এই কর্মকাণ্ডে শামিল মহম্মদ কাদির। তাঁর কথায়, 'তরুণদের আরও বেশি করে পরিবেশ রক্ষার জন্য এগিয়ে আসতে হবে। শুধু গাছ লাগানোই নয়, আরও পরিবেশবান্ধব কাজ করতে হবে।'

শুধু শিলিগুড়ি কলেজ নয়, সূর্য সেন কলেজের পড়ুয়ারাও শামিল এই কর্মযজ্ঞে। সেরকমই একজন সুমন দাস মনে করছেন, 'অনেক গাছ লাগাতে হবে। মানুষকে এই কাজে উদ্বুদ্ধ করে যেতে হবে।' ভবিষ্যতে আরও গাছ লাগাতে চান ওঁরা সকলেই। কিন্তু তার জন্যে প্রয়োজন আরও লোকবল। ভবিষতে অনেকেই এগিয়ে আসবেন বলে তাঁরা আশাবাদীও বটে। এখনও পর্যন্ত ২০০-র বেশি গাছ লাগিয়ে সেগুলি নিয়মিত পরিচর্যা করে চলেছেন তাঁরা।

নিউরো সার্জন চেয়ে শংকরের চিঠি

শিলিগুড়ি, ৫ সেপ্টেম্বর : স্বাস্থ্য ব্যবস্থা নিয়ে যখন সরব রাজ্যবাসী, তখন উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিউরো সার্জন নিয়োগের দাবি জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি পাঠালেন শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ। স্বাস্থ্য দপ্তর মমতার হাতেই রয়েছে। এর আগেও উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজের অব্যবস্থা এবং নিউরো সার্জন নিয়োগের দাবিতে বিধানসভায় সরব হয়েছিলেন শংকর।

শংকরের বক্তব্য, এই হাসপাতালটির ওপর উত্তরবঙ্গের আটটি জেলার তিন কোটি মানুষ নির্ভরশীল। তাঁদের নিউরোজনিত চিকিৎসার জন্য বেশ কয়েকজন নিউরো সার্জন প্রয়োজন উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে। শংকর বলছেন, 'রাজ্যের বাকি অংশের সঙ্গে উত্তরবঙ্গের উন্নয়নের কথা বলেন রাজ্যের শাসকদলের নেতারা। কিন্তু উত্তরবঙ্গে মেডিকেল কলেজে গেলেই বাস্তব পরিস্থিতি বোঝা যায়। নিউরো সার্জনের অভাবে কত মানুষকে বেসরকারি চিকিৎসাকেন্দ্রে ছুটতে হয়। এই পরিস্থিতির বদলের জন্যই মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ জানিয়ে চিঠি লিখেছি। প্রয়োজনে আন্দোলনে নামব।'

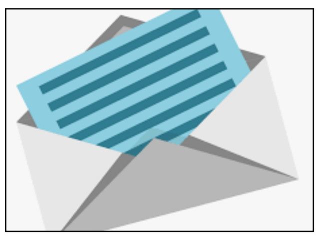

মোদিকে চিঠি

প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে অপরাজিতা বিলের কপি পাঠালেন বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। বিল যাতে দ্রুত কার্যকর হয়, তার জন্য চিঠিও দিয়েছেন অধ্যক্ষ।

৪০ কোটি

রাজ্যের মেডিকেল কলেজে নিরাপত্তা বাড়াতে ৪০ কোটি টাকা মঞ্জুর করল রাজ্যের অর্থ দপ্তর। এই টাকায় মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালগুলিতে সিসিটিভি, পর্যাপ্ত আলো প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হবে।

মৃতদেহ উদ্ধার

উত্তর কলকাতার সিঁথির অভিজাত আবাসনে কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে দুই ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। কীভাবে তাঁদের মৃত্যু হল তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

বহিষ্কৃত

তৃণমূল শিক্ষক সংগঠনের ৬ পদাধিকারীকে বহিষ্কার করল দল। বেশ কিছুদিন ধরেই তাঁরা দলবিরোধী কাজ করছিলেন বলে দলের কাছে অভিযোগ এসেছিল।

৯ সেপ্টেম্বর আরজি করের সুপ্রিম শুনানি

রিমি শীল

কলকাতা, ৫ সেপ্টেম্বর : আরজি কর কাণ্ডে ঘটনাস্থল সেমিনার হলের পাশের ঘরটি তড়িঘড়ি সংস্কারের নির্দেশ দিয়েছিলেন তৎকালীন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষই। নির্যাতিতার মৃত্যুর পরের দিনই অকুস্থলের লাগোয়া ডক্টরস রুম ও তার পাশের শৌচালয় সংস্কারের জন্য আরজি করের কর্তব্যরত পূর্ত দপ্তরের ইঞ্জিনিয়ারকে চিঠি লিখেছিলেন তিনি। সেই চিঠিতে স্বাস্থ্য দপ্তরের সঙ্গে বিষয়টি আলোচনার পর সংস্কারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন সন্দীপ। ফলে শুধু আর্থিক দুর্নীতি নয়, নির্যাতিতার মৃত্যুর ক্ষেত্রেও তাঁর ভূমিকা নিয়ে ক্রমশ প্রশ্ন ঘনীভূত হচ্ছে। ৫ সেপ্টেম্বর সুপ্রিম কোর্টে আরজি কর সংক্রান্ত মামলাটির শুনানি থাকলেও তা পিছিয়ে যায়। তবে ৯ সেপ্টেম্বর মামলাটির শুনানি হবে বলে জানিয়েছে শীর্ষ আদালত।

সূত্রের খবর, ১০ অগাস্ট প্ল্যাটিনাম জুবিলি বিল্ডিংয়ে একটি বৈঠক হয়। সেখানে রাজ্যের স্বাস্থ্যসচিব নারায়ণ স্বরূপ নিগম ও স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিকর্তা কৌস্তভ নায়েক ছিলেন। তাঁদের উপস্থিতিতেই সংস্কারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ওই বৈঠকে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ও অন্য চিকিৎসকরা ছিলেন। তখন সংস্কারের বিষয়টি উঠে আসে। তা নিয়ে একটি খসড়া তৈরি করে উল্লেখ করা হয়, নার্সদের চেঞ্জিং রুম হিসেবে আরএমও এবং এমও-র ঘরকে ব্যবহার করা হবে। তার লাগোয়া শৌচালয় পরিবর্তন করতে হবে। পিপিটি রুম ও নার্সদের আগের চেঞ্জিং রুম ৪ শয্যা বিশিষ্ট ডক্টরস রুম হিসেবে ব্যবহার করা হবে। তার পাশে শৌচালয় তৈরি করা হবে। ব্রঙ্কোস্কোপি রুম ও মনোরোগ বিভাগের শৌচালয় মেরামত করা দরকার। তারপরই পূর্ত দপ্তরের সিভিল ও ইলেক্ট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ারকে পাঠানো চিঠিতে তৎকালীন অধ্যক্ষ লিখেছিলেন, রেসিডেন্ট ডাক্তাররা দাবি করেছেন, আরজি করের বিভিন্ন বিভাগে কর্তব্যরত চিকিৎসকদের

সংস্কারের নির্দেশ দেন সন্দীপই

জন্য ডক্টরস রুম ও তার সংলগ্ন পুরুষ ও মহিলা শৌচালয়ের অভাব রয়েছে। তাই স্বাস্থ্য দপ্তরের সচিব ও স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিকর্তার সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ করা হয়। নির্দেশিকায় স্বাস্থ্য ভবনের কর্তাদের বিষয়ে উল্লেখ থাকতেই নড়েচড়ে বসেছে স্বাস্থ্য ভবন। স্বাস্থ্য দপ্তরের এক শীর্ষ কর্তার দাবি, ওই বৈঠকে সার্বিক সংস্কারের বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছিল। তারপর সেই সূত্র ধরে পরের দিন পৃথক একটি কমিটি গঠন করেন সন্দীপ। তাঁর নির্দেশে সেই কমিটি সিদ্ধান্ত নেয় চেস্ট মেডিসিন বিভাগের কী কী এবং কীভাবে ভাঙতে হবে। বিষয়টি সম্পর্কে অবগত হওয়া সত্ত্বেও স্বাস্থ্য ভবন কীভাবে অনুমতি দিল তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়।

এদিন তদন্তের কারণে আরজি করে পৌঁছোয় সিবিআইয়ের একটি দল। সন্দীপ প্রসঙ্গে সিবিআইয়ের দাবি, হাসপাতালের অ্যাকাডেমির টাকা ঘুরপথে সন্দীপের কাছেই আসত। তাঁর ঘনিষ্ঠ ঠিকাদারদের বরাত দেওয়া হত। সন্দীপের ব্যক্তিগত বাউন্সার আফসার আলির স্ত্রীকে হাসপাতাল চত্বরে ক্যাফে তৈরির বরাতও পাইয়ে দেন তিনি।

আরজি করের ঘটনায় প্রতিবাদ চলছেই। বুধবার রাত দখলের সময় শ্যামবাজারে। ছবি : শুভময় মিত্র

হেনস্তার নিন্দায় ঋতুপর্ণা ও মিমি

কেন্দ্রের সম্মাননাও ফেরাবেন তো, প্রশ্ন ব্রাত্যর

কলকাতা, ৫ সেপ্টেম্বর : আরজি কর কাণ্ডের বিচার চেয়ে বুধবার রাতদখল কর্মসূচিতে চরম হেনস্তার শিকার হলেন অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত এবং মিমি চক্রবর্তী। মিমি গিয়েছিলেন তাঁর প্রাক্তন কেন্দ্র যাদবপুরে। সেখানে মোমবাতি হাতে নিয়ে প্রতিবাদে শামিল হয়েছিলেন। কিন্তু মিমিকে আসতে দেখেই ভিড়ের মধ্যে থেকে 'গো ব্যাক' স্লোগান উঠতে শুরু করে। তার কিছুক্ষণ পরেই সেই প্রতিবাদ মিছিল থেকে ফিরে আসেন যাদবপুরের প্রাক্তন সাংসদ। তিলোত্তমার ধর্ষণ এবং খুনের ঘটনার বিচার চেয়ে আগেই সরব হয়েছিলেন মিমি। পোস্টও করেছিলেন।

বুধবার রাতে যাদবপুরে প্রতিবাদ মিছিলে অভিনেত্রী মিমি চক্রবর্তী। যদিও গো ব্যাক স্লোগান শুনে তিনি পরে ফিরে যান।

তাঁর সেই পোস্টের প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে বেশ কয়েকটি ভুয়ো হ্যান্ডেল থেকে তাঁকে অশালীন আক্রমণও করা হয়। ডিজিটাল ক্রাইম সেকশনে সে বিষয়ে অভিযোগও জানান তিনি। কিন্তু এত কিছুর পরেও মিমি চক্রবর্তীকে তাঁর পুরানো কেন্দ্র থেকে ফিরে যেতে হয়।

ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত গিয়েছিলেন শ্যামবাজারে। ঋতুপর্ণাকে সেখানে দেখেই তারস্বরে 'গো ব্যাক' ধ্বনি উঠতে থাকে। তাঁর শাঁখ বাজানোর ভিডিও নিয়ে ট্রোলিং শুরু হওয়ার পর থেকেই সোশাল মিডিয়ায় ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তকে নিয়ে একের পর এক কুমন্তব্য এবং মিম দেখা যায়। তারই প্রতিফলন ঘটল শ্যামবাজারের ওই ভরা সভায়। ঋতুপর্ণা ফিরে আসতে গিয়েও হেনস্তার শিকার হন। তাঁর গাড়ির ওপর চড়াও হয় জনতা। যথেচ্ছ আঘাত করা হয় গাড়িতে। তাঁকে রক্ষা করতে গিয়ে কয়েকজন শুভানুধ্যায়ীও বিপদে পড়েন। তাঁদের শারীরিকভাবে নিগ্রহ করা হয়।

এই ঘটনার পর ঋতুপর্ণা জানিয়েছেন 'আমি আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদ ও চিকিৎসক পড়ুয়ার জন্য সুবিচার চেয়ে শ্যামবাজারের জমায়েতে গিয়েছিলাম। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই ছবিটা বদলে গেল। আমাকে দেখে 'গো ব্যাক' ধ্বনি দেওয়া শুরু হল। তাতে কিছু মনে করিনি। আমি ওদের বললাম, আমি আপনাদের সঙ্গে বসতে এসেছি। কিন্তু ওরা কোনও কথা শুনল না। আমার গাড়িতে জুতো ছুঁড়ল। বাড়িতে ফিরে দেখি গাড়িতে শুধু হাতের ছাপ। হাত দিয়ে মেরে গাড়ি তুবড়ে দিয়েছে। কলকাতার প্রতিবাদী চেহারার মধ্যে এই চেহারাটা দেখে আমি লজ্জিত, আহত, কম্পিত। বুধবার আমি মরেও যেতে পারতাম। একজন তারকা হিসেবে নয়, একজন অরাজনৈতিক, নিরপেক্ষ মানুষ হিসেবে আমি গিয়েছিলাম, ভেবেছিলাম নিহত চিকিৎসকের বাবা-মায়ের সঙ্গে দেখা করে বলব, ওঁদের লড়াইয়ে আমিও আছি।'

ঋতুপর্ণা খেদের সঙ্গে বলেন, 'যাঁরা এটা করলেন, তাঁরা নিজেরাও জানেন না কী করলেন। তবে আমি থেমে যাব না। আমার ভিতরে প্রতিবাদ থাকবে। আমিও একইভাবে সুবিচার চাইব। সেটা থামবে না।'

আরজি কর কাণ্ডে একের পর এক শিল্পী রাজ্য সরকারের দেওয়া বিভিন্ন সম্মাননা ফিরিয়ে দিচ্ছেন। অভিনেতা চন্দন সেন, সুদীপ্তা চক্রবর্তী, শিল্পী সনাতন দিন্দা প্রমুখ রয়েছেন এই তালিকায়। বৃহস্পতিবার রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু এই নিয়ে প্রশ্ন তোলেন, কেন্দ্রীয় স্তরে যদি এমন কোনও ঘটনা ঘটে তাহলে তাঁরা কেন্দ্রীয় সরকারের দেওয়া পুরস্কার ফেরাবেন তো? তিনি বলেন, 'যাঁরা সম্মাননা ফেরাচ্ছেন, তাঁদের কিছু বলার নেই। কোনও বিরূপ মন্তব্য করতে চাই না।' সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের আন্দোলনে পথে দেখা গেলেও আরজি করের ঘটনার পর তেমনভাবে তাঁকে রাস্তায় দেখা যাচ্ছে না।

ব্রাত্যর সাফাই,'ওইসময় আমি কোনও রাজনৈতিক নেতা বা মন্ত্রী ছিলাম না। কিন্তু বর্তমানে আমি প্রশাসনের অঙ্গ। তবে যাঁরা প্রতিবাদ করছেন, আমার স্বর তাঁদের সঙ্গেই আছে। কিন্তু আন্দোলনে অনেকেরই আঙুল প্রশাসনের দিকে উঠছে। প্রশাসনের অঙ্গ হয়ে কীভাবে নিজের দিকে আঙুল তুলব?'

চন্দন সেন প্রসঙ্গে ব্রাত্যর বক্তব্য, উনি বামফ্রন্টের সমর্থক হওয়া সত্ত্বেও পুরস্কার দেওয়ার সময় তৃণমূল সরকার কোনও বাছবিচার করেনি। রাজনৈতিক পরিচয়ের নিরিখে তাঁর শৈল্পিক কৃতিত্বের বিচার করেনি।' এদিন রাজ্য চারুকলা পর্ষদের কার্যকরী সদস্যপদ ছাড়েন শিল্পী সনাতন দিন্দা। তাঁর ফেসবুক পোস্টে নিহত ডাক্তারকে নিজের বোন বলে পরিচয় দেন।

সিপির পুলিশ পদক কাড়তে রাষ্ট্রপতিকে চিঠি শুভেন্দুর

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ৫ সেপ্টেম্বর : আরজি কর ইস্যুতে রাজ্য সরকারের ওপর চাপ বাড়াতে কলকাতার পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েলকে আবার নিশানা করল বিজেপি। কেন্দ্রের দেওয়া রাষ্ট্রপতি পুলিশ মেডেল ও পুলিশ মেডেল কেড়ে নেওয়ার জন্য রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে চিঠি দিয়েছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েলের পদত্যাগ ছাড়া আরজি করের ডাক্তার ছাত্রীর মৃত্যুর কিনারা হওয়া অসম্ভব বলে দাবি করেছেন বিজেপির কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক অমিত মালব্য। আরজি করের ঘটনায় পুলিশি ব্যর্থতার অভিযোগ তুলে কলকাতার পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েলের অপসারণ দাবি করেছিল বিজেপি। ডাক্তার ও নাগরিকসমাজ থেকে পুলিশ কমিশনারের ইস্তফার দাবি উঠেছে।

এই আবহে বৃহস্পতিবার রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-কে চিঠি লিখে পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েলকে দেওয়া পদক কেড়ে নেওয়ার আর্জি জানালেন শুভেন্দু। যদিও এদিনই দিল্লিতে রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'মেডেল ফিরিয়ে নেওয়ার কোনও ব্যবস্থা আদৌ আছে কিনা আমার জানা নেই।'

শুভেন্দুর মতে, বর্তমান পুলিশ কমিশনারের হাতে কলকাতা পুলিশের সম্মান নষ্ট হয়েছে। আরজি করের ঘটনায় সারা দেশের মানুষের কাছে রাজ্যবাসী ও কলকাতা পুলিশবাহিনীর মাথা হেঁট হয়েছে। সেই কারণেই তাঁকে দেওয়া এই সম্মান ফিরিয়ে নেওয়া হোক। রাষ্ট্রপতির কাছে এই দাবি জানানোর পাশাপাশি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-কেও চিঠি দিয়ে এই ঘটনায় রাজ্য সরকারের নিষ্ক্রিয়তা নিয়েও পদক্ষেপ করার আর্জি জানিয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী।

মেয়াদ বৃদ্ধি

কলকাতা, ৫ সেপ্টেম্বর : ধর্না অবস্থানের সময় বৃদ্ধির আর্জি নিয়ে বৃহস্পতিবার আবার কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় বিজেপির তপশিলি মোর্চা। বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজ নির্দেশ দেন, কর্মসূচি চালিয়ে যেতে পারবে বিজেপি। তবে আগের শর্ত মাথায় রাখতে হবে।

৫ ডাক্তারের বিরুদ্ধে সুপারিশ আইএমএ'র

চাকরিতে সাসপেন্ড বিরূপাক্ষ, অভীককে

কলকাতা, ৫ সেপ্টেম্বর : আরজি কর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষের পর এবার আরও ৫ ডাক্তারকে সাসপেন্ড করার সুপারিশ করল আইএমএ-এর বাংলা শাখা।

তাঁদের মধ্যে রয়েছেন আইএমএ-র জলপাইগুড়ি শাখার সম্পাদক ডাক্তার সুশান্ত রায়। এছাড়াও রয়েছেন ডাক্তার অভীক দে, ডাক্তার তাপস চক্রবর্তী, ডাক্তার দীপাঞ্জন হালদার ও ডাক্তার বিরূপাক্ষ বিশ্বাস।

বিতর্কিত মন্তব্য করায় বিরূপাক্ষকে দু-দিন আগেই বর্ধমান মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল থেকে কাকদ্বীপে বদলি করে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সেখানে চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের বিক্ষোভের কারণে তিনি কাজে যোগ দিতে পারেননি। পশ্চিমবঙ্গ মেডিকেল কাউন্সিলের সভাপতি ডক্টর সুদীপ্ত রায়কে আইএমএ বাংলা শাখার পক্ষ থেকে চিঠি দিয়ে বলা হয়েছে, আরজি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে যে ভয়াবহ অপরাধ ঘটেছে, সেই সূত্রে কাউন্সিলের এই সদস্যদের বিতর্কিত অবস্থান বারবার ডাক্তারদের প্রশ্নের মুখে ফেলেছে। এদের কাউকে ঘটনার দিন আরজি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে দেখা গিয়েছে অথবা কেউ সিবিআইয়ের স্ক্যানারেও রয়েছেন।

এদিনই বিরূপাক্ষ বিশ্বাস ও অভীক দে-কে সাসপেন্ড করেছেন রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর। অভীক দে-র বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত চলছে।

এই পরিস্থিতিতে কাউন্সিলের দুই চিকিৎসক ডাক্তার সুমন মুখোপাধ্যায় ও ডাক্তার দীপাঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিমধ্যেই পদত্যাগ করেছেন। তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত বাকি পাঁচজনকে সাসপেন্ড করার জন্য সুপারিশ করেছে আইএমএ। ওই পাঁচ ডাক্তারের নাম চিঠিতে উল্লেখ করে আইএমএ-র তরফে বলা হয়েছে, অভিযুক্তদের সঙ্গে এই ঘটনায় ধৃত সন্দীপ ঘোষের যোগাযোগ স্পষ্ট।

সুশান্ত রায়কে নিয়ে অনেক আগেও বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। প্রভাব খাটিয়ে তিনি উত্তরবঙ্গের ওএসডি হয়েছিলেন। পরে চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার পর তিনি ওয়েস্ট বেঙ্গল মেডিকেল কাউন্সিলের সহ সভাপতিও হয়েছেন। ৯ অগাস্ট তরুণী চিকিৎসকের দেহ উদ্ধারের পর তাঁকে আরজি কর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে দেখা গিয়েছিল। এছাড়াও অভীক দে জলপাইগুড়ি আইএমএ-র সহ সভাপতি পদে ছিলেন। বিতর্কের জেরে তাঁকে ইতিমধ্যেই সাসপেন্ড করা হয়েছে।

চর্চায় দেবের মন্তব্য

কন্যাশ্রী, বেটি বাঁচাও অর্থহীন

কলকাতা, ৫ সেপ্টেম্বর : মেয়েদের বাঁচাতে না পারলে 'কন্যাশ্রী', 'রূপশ্রী'র মতো প্রকল্পের কোনও প্রয়োজন নেই। বৃহস্পতিবার ঘাটালের তৃণমূল সাংসদ অভিনেতা দেব এই বিস্ফোরক মন্তব্য করেছেন। এই মন্তব্যকে কেন্দ্র করে জোর রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হয়েছে। বরাবরই বিভিন্ন বিষয়ে প্রতিবাদে সামনের সারিতে থাকেন ঘাটালের তৃণমূল সাংসদ। আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে তিনি রাস্তাতেও নেমেছিলেন।

এদিন ঘাটালে আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে আর্টিস্ট ফোরামের সমাবেশে তিনি ভাষণও দেন। সেখানেই আরজি করের নির্যাতিতার প্রসঙ্গ টেনে দেব বলেন, 'কন্যাশ্রী, রূপশ্রী, বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও প্রকল্পের কোনও মানে নেই। যদি না আমরা আমাদের দেশের মেয়েদের বাঁচাতে পারি। সমস্ত রাজনৈতিক দলকে নিয়ে এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের বৈঠক করা উচিত। আমাদের মূল লক্ষ্য, অপরাধীদের কীভাবে দ্রুত শাস্তি দেওয়া যায়।'

এই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে দেব বলেন, 'এই ঘটনা অত্যন্ত দুঃখজনক, বেদনাদায়ক। আর কোনও মেয়ের নাম যাতে তিলোত্তমা না রাখতে হয়, সেটা আমাদের দেখা উচিত। সামাজিক মাধ্যমে দেখছি, অসমের মুখ্যমন্ত্রী আমাদের মুখ্যমন্ত্রীকে কিছু বলছেন। কিন্তু মাথায় রাখতে হবে এটা বাংলা বা রাজ্যের সমস্যা নয়। গোটা দেশের সমস্যা। আমাদের সকলের রাজনৈতিক ভেদাভেদ ভুলে এই অপরাধ দমন করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা উচিত।' আবেগতাড়িত হয়ে দেব বলেন, 'আমার বাড়ির মা, বোন যাতে সুরক্ষিত থাকে, তার দায়িত্ব আমার, আপনার। আমরা সবাই এই নোংরা ঘটনার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালে আর কোনও বোনকে এই কষ্টের মুখে পড়তে হবে না।'

এদিন বক্তব্য রাখতে গিয়ে দেব যেভাবে 'কন্যাশ্রী', 'রূপশ্রী' প্রকল্পের প্রসঙ্গ তুলেছেন, তাতে হতবাক অনেকেই। কারণ এই দুটি প্রকল্প মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বপ্নের প্রকল্প বলেই পরিচিত। আরজি কর কাণ্ড নিয়ে বারবার সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছে রাজ্য সরকারকে।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইস্তফাও দাবি করেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তৃণমূল সাংসদ হয়ে দেব 'কন্যাশ্রী', 'রূপশ্রী' প্রকল্প নিয়ে যে মন্তব্য করেছেন, তাতে রাজ্যের ওপর চাপ তৈরি হল বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। যদিও তৃণমূলের পক্ষ থেকে দেবের এই মন্তব্যের বিরুদ্ধে কিছু বলা হয়নি।

> কন্যাশ্রী, রূপশ্রী, বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও প্রকল্পের কোনও মানে নেই। যদি না আমরা আমাদের দেশের মেয়েদের বাঁচাতে পারি। সমস্ত রাজনৈতিক দলকে নিয়ে এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের বৈঠক করা উচিত। আমাদের মূল লক্ষ্য, অপরাধীদের কীভাবে দ্রুত শাস্তি দেওয়া যায়।
>
> **দেব**

কাজে ফেরার আবেদন বিমানের

কলকাতা, ৫ সেপ্টেম্বর : এবার মানবিকতার স্বার্থে, ডাক্তারদের কাজে যোগ দেওয়ার আর্জি জানালেন বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়।

বৃহস্পতিবার শিক্ষক দিবস উপলক্ষ্যে বিধানসভার এক অনুষ্ঠানে অধ্যক্ষ আন্দোলনকারীদের উদ্দেশে বলেন, 'শুধু রাস্তায় জাস্টিস চাই বলে মিছিল করলে জাস্টিস পাওয়া যায় না। বিচার প্রক্রিয়া নির্দিষ্ট পথে এগোচ্ছে। আমরা চাই, চিকিৎসকরা এবার কাজে ফিরুন।' জাস্টিস চাই নিয়ে বিমানের এই মন্তব্যে নতুন করে জলঘোলা হতে পারে বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

নির্যাতিতার বিচারের দাবিতে রাত দখলের কর্মসূচিতে উই ওয়ান্ট জাস্টিস স্লোগানে মুখরিত কলকাতা সহ গোটা রাজ্য। এই আবহে এদিন চিকিৎসকদের উদ্দেশে বিমান বলেন, 'শুধু রাস্তায় মিছিল করে উই ওয়ান্ট জাস্টিস বলে স্লোগান দিলেই জাস্টিস মেলে না। তার জন্য নির্দিষ্ট রাস্তা আছে।' নাগরিক সমাজের আন্দোলনের ওপর হামলা হওয়া বাঞ্ছনীয় নয় বলেও মনে করেন স্পিকার।

ফের বিতর্কে

কলকাতা, ৫ সেপ্টেম্বর : আরজি কর কাণ্ডের পর থেকেই তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ সুখেন্দুশেখর রায় নানাভাবে বিতর্কিত মন্তব্য বা সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করে বিব্রত করেছেন দলকে। বুধবার রাত দখল কর্মসূচিতে তিনি দিল্লিতে মানববন্ধনে উপস্থিতও ছিলেন। বৃহস্পতিবার বিকালে তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে একটি পোস্ট করেন সুখেন্দুশেখর। মধ্যযুগের কবি চণ্ডীদাসের পদাবলি-মাধুর্য পোস্ট করে ইংরেজি ও বাংলায় তিনি লিখেছেন, 'শুনহো মানুষ ভাই, সবার ওপরে মানুষ সত্য, তাহার ওপরে নাই'।

দুর্নীতির সঙ্গে খুনের যোগসূত্রের খোঁজে সিবিআই

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ৫ সেপ্টেম্বর : আরজি কর ঘিরে দুর্নীতিচক্রের সঙ্গে মহিলা চিকিৎসককে ধর্ষণ-খুনের ঘটনার যোগসূত্র খুঁজে পেতে মরিয়া সিবিআইয়ের তদন্তকারী অফিসাররা। দুইয়ের মধ্যে যে যোগসূত্র রয়েছে, সেই ব্যাপারে ইতিমধ্যেই প্রায় নিশ্চিত কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। এই বিষয়ে যত বেশি সম্ভব তথ্যপ্রমাণ পাওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে সিবিআই। তবে তারাও এটা বুঝতে পারছে, তথ্যপ্রমাণ জোগাড়ে যত সময় লাগছে মানুষ ততো অধৈর্য হয়ে পড়ছেন।

সূত্রের খবর, ধর্ষণ ও হত্যা রহস্য উন্মোচনে জোর তৎপরতা চালানো হচ্ছে। এক্ষেত্রে ঘটনার তথ্যপ্রমাণ লোপাটের বিষয়টি সিবিআইয়ের তদন্তের পথে অন্যতম অন্তরায় হয়ে দাঁড়ানোয় তদন্তের জাল গুটিয়ে আনতে সময় লাগছে। একপক্ষ কালের বেশি সময় তদন্তানুসন্ধান

আরজি কর নিয়ে তদন্ত

চালিয়ে সিবিআই প্রায় নিশ্চিত, ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার সঙ্গে ওই হাসপাতালের দুর্নীতিচক্রের যোগসূত্র আছে। ইতিমধ্যে দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ সহ কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করেছে সিবিআই। সিবিআই নিশ্চিত, ধৃতদের কড়া জিজ্ঞাসাবাদের মধ্য দিয়ে আরও কয়েকজনের নাম বেরিয়ে আসবে। তাদের মধ্যে প্রভাবশালী কেউ কেউ থাকলেও থাকতে পারে। এদের ধরা গেলে রহস্য অনুসন্ধান আরও সহজ হবে। কেন সিবিআই এতদিন ঘটনার তদন্তভার হাতে নেওয়ার পর আর কোনও 'ব্রেক থ্রু' হল না, এই নিয়ে জনমানসে প্রশ্ন উঠেছে। এতে কিছুটা হলেও অস্বস্তিতে সিবিআই।

কোর্টে নেই রাজ্যের উকিল

কলকাতা, ৫ সেপ্টেম্বর : কলকাতা পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েলের অপসারণ চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়। কিন্তু তাঁর হয়ে সওয়াল করতে বৃহস্পতিবার উপস্থিত ছিলেন না সরকারি কোনও আইনজীবী। এই ঘটনায় বিরক্ত হয়ে প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম মন্তব্য করেন, 'আরজি কর মামলার শুনানিতে প্রাক্তন অধ্যক্ষের হয়ে সরকারি আইনজীবী সওয়াল করতে পারেন আর এখন কোনও আইনজীবী নেই?' এদিন সরকারি আইনজীবীকে মামলার নোটিশ গ্রহণের নির্দেশ দিলেন প্রধান বিচারপতি।

নির্দেশ

কলকাতা, ৫ সেপ্টেম্বর : আরজি করের নির্যাতিতার ছবি সমাজমাধ্যমে পোস্ট করে কুমন্তব্য করার অভিযোগে কলকাতা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করা হল। বিষয়টি সিবিআইকে খতিয়ে দেখার নির্দেশ দিয়েছেন প্রধান বিচারপতি।

হাসপাতালে ভর্তি নেমেছে অর্ধেকে

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ৫ সেপ্টেম্বর : আরজি কর কাণ্ডের পর রাজ্যের বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালে ভর্তির হার অর্ধেকে নেমে এসেছে। অস্ত্রোপচার কমেছে ৭৫ শতাংশ। বুধবার স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফে এই নিয়ে বিস্তারিত রিপোর্ট মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে পাঠানো হয়। ওই রিপোর্টেই বলা হয়েছে, রাজ্যের সরকারি হাসপাতালগুলিতে জুনিয়ার ডাক্তারদের আন্দোলনের কারণে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার প্রতি আস্থা হারিয়েছেন সাধারণ মানুষ। যদিও স্বাস্থ্যসচিব নারায়ণস্বরূপ নিগম দাবি করেছেন, ধীরে ধীরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হচ্ছে। এরই মধ্যে মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ বৃহস্পতিবার সকালেই এক নির্দেশিকায় জেলা শাসকদের জানিয়ে দিয়েছেন, কোনওভাবেই সাধারণ মানুষকে হেনস্তার মুখে পড়তে দেওয়া যাবে না। সেই কারণে সাধারণ মানুষের পাশে থাকতে জেলা শাসকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

রিপোর্টে বলা হয়েছে, প্রতিটি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে গড়ে প্রতিদিন ৬০০টি গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্রোপচার হয়। ১০ অগাস্ট ডাক্তারদের কর্মবিরতি চালু হওয়ার পর তা প্রায় ৭৫ শতাংশ কমে

অস্ত্রোপচার কমেছে ৭৫ শতাংশ

গিয়েছে। সরকারি হাসপাতালগুলিতে রোগী পরিষেবা ব্যাহত হওয়ায় বেসরকারি হাসপাতালে বাধ্য হয়ে যেতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। যার ফলে স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পেও খরচ অনেক বেড়ে যাচ্ছে। এতে উদ্বিগ্ন স্বাস্থ্য দপ্তর। স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের আওতায় বেসরকারি হাসপাতালগুলিতে বিল মেটাতে ১৫০ কোটি টাকা অর্থ দপ্তর থেকে মঞ্জুর করা হয়েছে। স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পে দৈনিক প্রায় ৬ কোটি টাকা খরচ হচ্ছে রাজ্য সরকারের। আগে এই খরচ ছিল দৈনিক ৩ কোটি টাকা। সরকারি হাসপাতালের প্রতি সাধারণ মানুষকে আকৃষ্ট করতে আরজি কর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল সহ রাজ্যের সমস্ত মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সামনে হেল্প ডেস্ক তৈরি করার পরিকল্পনা নিয়েছে স্বাস্থ্য দপ্তর। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা সাধারণ মানুষ যাতে সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা পান, তার জন্য হেল্প ডেস্কে থাকা অফিসাররা সহযোগিতা করবেন। কিন্তু কলকাতা শহরের গুরুত্বপূর্ণ দুই হাসপাতাল আরজি কর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এবং এসএসকেএম হাসপাতালে সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়েছে।

রাজ্যের স্বাস্থ্যসচিব বলেন, 'বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালে কাজকর্ম স্বাভাবিকের দিকে এগোচ্ছে। ইতিমধ্যেই মুখ্যসচিব জেলা শাসকদের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। সেইমতো হাসপাতালগুলিতে রোগী পরিষেবা ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হচ্ছে।'যদিও স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফে মুখ্যমন্ত্রীকে দেওয়া রিপোর্টে বলা হয়েছে, বিভিন্ন হাসপাতালে রোগী পরিষেবা যথেষ্ট ব্যাহত হয়েছে। বেসরকারি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পরিষেবা কিছুটা স্বাভাবিক থাকলেও সরকারি হাসপাতালগুলির ক্ষেত্রে সমস্যা এখনও গুরুতর। এই রিপোর্ট পাওয়ার পরই বৃহস্পতিবার মুখ্যসচিবের সঙ্গে বৈঠকে বসেন মুখ্যমন্ত্রী। জেলায় জেলায় হাসপাতালের পরিষেবা স্বাভাবিক করার লক্ষ্যে মুখ্যসচিবকে নির্দেশ দেন তিনি।

শুক্রবার, ২০ ভাদ্র ১৪৩১, ৬ সেপ্টেম্বর ২০২৪

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

■ ৪৫ বর্ষ ■ ১১০ সংখ্যা

স্বাস্থ্যে হুমকি-চক্র

বাংলার মেডিকেল কলেজগুলিতে নরক গুলজার হয়েছে এতদিন। স্বেচ্ছাচারের চূড়ান্ত নজির একে একে বেরিয়ে আসছে। উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজের সর্বশেষ ঘটনাটি রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় চরম অরাজকতাকে বেআব্রু করে দিয়েছে। চিকিৎসক-পড়ুয়ারা কলেজের অধ্যক্ষের মুখের ওপর দুর্নীতি ও ঔদ্ধত্যের নানা উদাহরণ তুলে ধরেছেন। তাতে পরীক্ষায় দুর্নীতির সমস্ত প্রমাণ বেআব্রু হয়েছে। একশ্রেণির প্রভাবশালী চিকিৎসক, এমনকি পড়ুয়া চিকিৎসকের কলেজ পরিচালনায় বেআইনি হস্তক্ষেপ সামনে চলে এসেছে।

মেডিকেল কলেজগুলি হয়ে উঠেছে ত্রাসের রাজত্ব। বেআইনি কাজে বাধা দিলে, প্রভাবশালীদের ইচ্ছায় সায় না দিলে চরম হয়রানির বিভিন্ন নজির প্রকাশ্যে চলে এল। এমনকি সিনিয়ার চিকিৎসকরাও যে এই চক্রের স্বেচ্ছাচার থেকে রেহাই পেতেন না, তা উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে তাঁরা নিজেরা তুলে ধরলেন। অধ্যক্ষকে জুনিয়ার ডাক্তাররা ঘেরাও করে রাখাকালীন সিনিয়ার চিকিৎসকরা যেভাবে তাঁদের ওপর হুমকির কথা তুলে ধরলেন, তা এককথায় ভয়াবহ।

'থ্রেট কালচার' বা হুমকি-সংস্কৃতি শব্দবন্ধনীটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অনেকদিন ধরে প্রচলিত। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে গত বছরের অগাস্টে এক ছাত্রের রহস্যজনক মৃত্যুর পর সেই হুমকি সংস্কৃতির রোমহর্ষক বিবরণ জানা গিয়েছিল। যদিও তা সীমাবদ্ধ ছিল ছাত্রাবাসের মধ্যে। কিন্তু স্বাস্থ্যক্ষেত্রে গোটা চিকিৎসা কাঠামোর মধ্যে হুমকি-সংস্কৃতির ভাইরাস ছড়িয়ে গিয়েছে। যার শিকড় অনেকদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। কোচবিহারের মহারাজা জিতেন্দ্রনারায়ণ মেডিকেল কলেজের সদ্য অপসারিত সুপারিন্টেন্ডেন্ট রাজীব প্রসাদের বিরুদ্ধে খোদ অধ্যক্ষের নালিশ স্বাস্থ্য ভবনে পাত্তা না পাওয়া সেই শিকড়ের পরিচয় বুঝিয়ে দেয়।

মাত্র জনাকয়েক গোটা স্বাস্থ্য ব্যবস্থার ওপর ছড়ি ঘুরিয়েছেন। সুশান্ত রায়, সন্দীপ ঘোষ, দেবাশিস সোম, রাজীব প্রসাদ, রণজিৎ মণ্ডলের মতো সিনিয়ার চিকিৎসকের পাশাপাশি ছড়ি ঘোরানোর এই চক্রে ক্ষমতাশালী হয়ে উঠেছিলেন অভীক দে, বিরূপাক্ষ বিশ্বাস প্রমুখ চিকিৎসক। পিছনে বড় মদত না থাকলে ক্ষমতার মধুচক্র এভাবে বিনা বাধায় এতদিন সক্রিয় থাকতে পারত না।

সিনিয়ার চিকিৎসকরা এখন সরব হওয়ায় ওই চক্রে উত্তরবঙ্গ মেডিকেলের খোদ ডিন সন্দীপ সেনগুপ্তের প্রভাব খোলসা হল। প্রমাণ হল, কলেজের অধ্যক্ষ ইন্দ্রজিৎ সাহাও ধোয়া তুলসীপাতা নন।

আরজি কর মেডিকেল কলেজের তরুণী চিকিৎসককে খুন ও ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে। এখন স্পষ্ট হচ্ছে, প্রভাবশালীদের কুকর্মের প্রতিবাদ কিংবা নিছক প্রশ্ন করলে উত্তরবঙ্গ মেডিকেলের মহিলা জুনিয়ার ডাক্তাররা ধর্ষণের হুমকি শুনেছেন। ভয়াবহ ও অরাজক পরিস্থিতি বললেও কম বলা হয়। অধ্যক্ষের কাছে নালিশ জানিয়ে কোনও প্রতিকার হয়নি। যেমন রাজীব প্রসাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ সম্পর্কে মূক ও বধির থেকেছে স্বাস্থ্য ভবন।

উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজের রোগীকল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান গৌতম দেব এখন মানছেন, জুনিয়ার ডাক্তারদের অভিযোগের সারবত্তা আছে। যদিও রোগীকল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান ও রাজ্যের শাসকদলের প্রভাবশালী নেতা হিসেবে উত্তরবঙ্গ মেডিকেলের এই নৈরাজ্যে তাঁর দায়ও কম নয়। বিভিন্ন সময়ে সংবাদমাধ্যমে মেডিকেলের নানা কেচ্ছা প্রকাশিত হলেও তাঁকে কোনও সদর্থক পদক্ষেপ করতে দেখা যায়নি। যেমন মহারাজা জিতেন্দ্রনারায়ণ মেডিকেলের ক্ষমতাচক্রের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করেননি সেখানকার রোগীকল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায়।

টাকার বিনিময়ে পরীক্ষায় পাশ করিয়ে ডাক্তার তৈরির জঘন্য অপরাধের অভিযোগ এই চক্রের বিরুদ্ধে। অভীক বা বিরূপাক্ষকে কিংবা আরজি করের ডাক্তার অরুণাভকে বদলির সিদ্ধান্ত স্বাস্থ্য প্রশাসনের ফোঁপরা চেহারাটাকে নিছক ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা মাত্র। আগাপাশতলা সমাধানের কোনও উদ্যোগ এখনও দৃশ্যমান নয়।

অমৃতধারা

নামের সাধনা সার্বভৌম, যে যা লক্ষ্য করিয়া নাম করুক, তাহাতেই সেই লক্ষ্যের বিষয় তাহার নিকট প্রকটিত হবে। যে নির্গুণের উপাসক, সেই সাধক হরিনাম করিলে হরিনামের দ্বারাই ব্রহ্মোপলব্ধি করতি পারিবে। যে ভাবের উপাসক- সেই সাধক হরিনাম করিলে শ্যামসুন্দর নটবররূপেই তাঁহাকে পাইবে। নামের সাধনা শ্রেষ্ঠ সাধনা। উচ্চ অধিকারী না হইলে নামের সাধনা কেহ করিতে পারিবে না। মহাদেব নামের একজন শ্রেষ্ঠ সাধক। নামেতেই সর্বার্থ সিদ্ধি হবে। নামেতে সর্বার্থ তো সিদ্ধি হবেই অধিকন্তু আর একটি বিষয় লাভ হবে- যা অন্য কোনও সাধনায় মিলিবে না। সেই বিষয় হইতেছে প্রেম। একমাত্র নামের সাধনা ব্যতীত প্রেম-ভক্তি লাভের অন্য পথ নাই। আর কিছু করিবার প্রয়োজন নাই – কেবল নাম কর।

-শ্রীশ্রীনিগমানন্দ

প্রতিবাদের রংয়ে সব পার্টির রাজনীতির অঙ্ক

কলকাতা ও বিভিন্ন শহরের মিছিল চলছে আরজি কর কাণ্ড নিয়ে। সমস্ত পার্টিই কিছু না কিছু অঙ্ক কষছে এই পরিস্থিতিতে।

প্রসূন আচার্য

ছবি : আবির চৌধুরী

বুধবার রাতে আরজি করের ঘটনার প্রতিবাদে অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত শ্যামবাজারে গিয়েছিলেন। মোমবাতি জ্বালিয়ে প্রতিবাদ করামাত্রই উত্তেজিত জনতা যাঁরা ওখানে আগে থেকেই প্রতিবাদে জমায়েত হয়েছিলেন, তাঁরা রে-রে করে তেড়ে আসেন। ঋতুপর্ণার গাড়িতে চড় লাথি মারেন। তাঁকে চটি চাটা বলে গালি দেন। বৃহস্পতিবার অভিনেত্রী বলেছেন, ওরা যেভাবে আক্রমণ করেছিল, আমি মরেও যেতে পারতাম। আমি তো তৃণমূল করি না। কোনও পদে নেই। আগামীদিনেও প্রতিবাদে যাব।

প্রায় একই ঘটনা ঘটেছে প্রাক্তন তৃণমূল সাংসদ আরেক অভিনেত্রী মিমি চক্রবর্তীর সঙ্গে। মিমি উত্তরবঙ্গের মেয়ে। তিনি তৃণমূল সাংসদ ছিলেন ঠিকই, কিন্তু ১৪ অগাস্ট রাতেও প্রতিবাদে রাস্তায় নেমেছিলেন।

বৃহস্পতিবার বিকেল অব্দি বিজেপি বা সিপিএমের সঙ্গে যুক্ত কোনও মহিলা অভিনেত্রী এই ঘটনার প্রতিবাদ করেছেন, এমনটা চোখে পড়েনি। অনেক পরের দিকে বিজেপির লকেট চট্টোপাধ্যায় ও সিপিএমের ঊষসী চক্রবর্তী শুধু প্রতিবাদ করেন।

আসলে জাস্টিস ফর আরজি কর এখন শুধু ওই ডাক্তার মেয়েটির খুন ও ধর্ষণের দ্রুত ন্যায়সংগত সুষ্ঠু বিচারের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। এটা এখন পুরো রাজনীতির খেলা হয়ে উঠেছে। রাজ্যের রাজনীতি কোনদিকে যাবে, অভিমুখ কী হবে, সেটা অনেকটাই আরজি করের ঘটনা নিয়ন্ত্রণ করছে। প্রত্যেক দল তাদের মতো করে ঘটনাটি কাজে লাগানোর চেষ্টা করছে। কারণ আগামী বিধানসভা ভোট নির্ধারিত সময়ে হলেও আর ১৮-২০ মাস বাকি।

প্রথমে আসা যাক রাজ্যের শাসকদলের কথায়। কীভাবে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তর, মূলত স্বাস্থ্য এবং পুলিশ বিভাগ, যে দুটির দায়িত্বে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আছেন, ঘটনাটি আড়াল করা বা মাত্রা কমিয়ে 'ছোট' করে দেখানোর চেষ্টা করেছিল, সেটা সবাই জানেন। নতুন করে কিছু বলার নেই।

ড্যামেজ কন্ট্রোলের জন্য ধর্ষকের ফাঁসির দাবিতে মমতা কলকাতায় যে মিছিল করেছিলেন, সেটাও খুব একটা কাজে লাগেনি। বিষয়টি সুপ্রিম কোর্টের মাধ্যমে সিবিআইয়ের হাতে যাওয়ায় মমতা নিশ্চয়ই কিছুটা স্বস্তি পেয়েছিলেন। কিন্তু সেটা যে সাময়িক, কয়েক দিনের মধ্যেই বোঝা গেল।

দলের মধ্যে এই ব্যাপারে বিভাজন স্পষ্ট। তাঁর ভাইপো অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর টিমের অন্যতম প্লেয়ার কুণাল ঘোষ যে ভূমিকা নিচ্ছেন, সেটাতেও মমতা খুব একটা স্বস্তিতে নেই। মাঝখান থেকে উঠে এসেছে উত্তরবঙ্গ লবির কথা। যে ডাক্তার লবির মাথা মমতার ঘনিষ্ঠ বা তাঁর সুহৃদ এক চিকিৎসক। যিনি কোনও দিন সরকারি চিকিৎসা ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। কিন্তু স্বাস্থ্য দপ্তরের অদৃশ্য ক্ষমতার উৎস তিনি। এই ডাক্তার উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে পড়তেন বহু বছর আগে। আরজি করের প্রাক্তন প্রিন্সিপাল সন্দীপ ঘোষ এঁর ঘনিষ্ঠ ছিলেন।

মমতার সব থেকে বড় ভরসা ছিল দলের মধ্যে তাঁর দক্ষিণ কলকাতা লবি। এই লবির নেতারা সেইভাবে ভাইপোর সঙ্গে নেই। বরং তাঁদের দিদিতেই আস্থা। যেমন সুব্রত বক্সী, ববি হাকিম, অরূপ বিশ্বাস, দেবাশিস কুমার, শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, কাকলি ঘোষ দস্তিদার, সৌগত রায়। তাঁরাও কিন্তু এই দুঃসময়ে দিদির পক্ষে সেই ভাবে ব্যাট করতে পারছেন না। পিচে বল এমন ঘুরছে, যে কাকলি ঘোষ দস্তিদার একটি টিভি চ্যানেলে বসে এমন ক্যাচ তুললেন, যে তাঁকে ক্ষমা চাইতে হল। শেষপর্যন্ত আপাতত তিনটি চ্যানেলে সরকারিভাবে কোনও তৃণমূল নেতা যাবে না বলে সিদ্ধান্ত নিতে হল।

এই সময়ে মমতার পক্ষে দুটি ইতিবাচক ঘটনা ঘটেছে। এক, ছাত্রসমাজের নাম দিয়ে বকলমে বিজেপির শুভেন্দু অধিকারীর ডাকা নবান্ন অভিযানে সিপিএম সহ বামপন্থীরা শামিল হননি। দুই, কেরলের বৈঠকের পরে আরএসএস জানিয়ে দিয়েছে, তারা ৩৫৬ ধারা জারি করে মমতার সরকার ফেলার বিরুদ্ধে। অর্থাৎ, অবিলম্বে এই সরকার ফেলে রাষ্ট্রপতি শাসন জারির জন্য শুভেন্দু যে সওয়াল করছিলেন, তার আর কোনও মানে রইল না।

এই অবস্থার সুযোগ পূর্ণ কাজে লাগাতে বিজেপি উঠেপড়ে লেগেছে। লোকসভা ভোটে দেখা গিয়েছে, এখনও কলকাতাকেন্দ্রিক দক্ষিণবঙ্গে বিজেপি দুর্বল। তাদের ভোট থাকলেও লোক নেই। অন্যদিকে বামেদের সঙ্গে টানা আন্দোলন করার লোক থাকলেও ভোট নেই।

মমতার ১৩ বছরের শাসনে শিক্ষাক্ষেত্রে চূড়ান্ত দুর্নীতি, প্রাথমিক স্কুল থেকে কলেজ পর্যন্ত নিয়োগ বন্ধ থাকা, র‍্যাশন এবং খাদ্য দপ্তরের দুর্নীতি, রাজ্যে শিক্ষিত বেকারের চাকরির চরম অভাব, ঘরের ছেলের কাজের সন্ধানে ভিনরাজ্য বা ভিনদেশে পাড়ি দেওয়া, সেইসঙ্গে সিন্ডিকেটের অত্যাচার, পুলিশের পুরোপুরি রাজনীতিকরণ মানুষকে ক্রমেই ক্ষুব্ধ করে তুলেছে। কিন্তু ভোটের রাজনীতিতে মমতাকে হারানো যাচ্ছে না। বিশেষকরে দক্ষিণবঙ্গে। এইবার আরজি করের ক্ষোভকে কাজে লাগিয়ে বিজেপি সাধারণ মানুষের সেই অংশকে ধরতে চাইছে, যাদের ভোট না পেলে দক্ষিণবঙ্গ জেতা যাবে না। শুভেন্দু এই হিসেবটা খুবই ভালো জানেন। ফলে তিনি তাঁর মতো খেলছেন। কারণ, তিনি বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী মুখ হতে চান আগামীদিনে।

কিন্তু উত্তরবঙ্গের মানুষ বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার আরএসএসের কথা মাথায় রেখেছেন। বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্বও চায় একদা তাদের সঙ্গী মমতা যেন পুরো কংগ্রেসের দিকে ঝুঁকে না পড়েন। বরং বিগত লোকসভার মতো প্রতিবাদে ওয়াক-আউট করে যদি কিছু ক্রিটিক্যাল বিল পাশ করিয়ে দেন সেটাই ভালো। কারণ, এসব ব্যাপারে চন্দ্রবাবু বা নীতীশ কুমার বিজেপিকে সাথ দেবে তার কোনও গ্যারান্টি নেই। সেই হিসেবে মাথায় রেখে সুকান্ত খেলছেন।

আর শুভেন্দু এবং সুকান্তর খেলায় অপদস্থ হয়ে যাঁকে জেতা আসন ছেড়ে দিয়ে মেদিনীপুর থেকে দুর্গাপুরে গিয়ে ভোট লড়তে হয়েছিল, তিনি দূর থেকে দেখছেন। নবান্ন অভিযানের দিন সারাদিন তিনি ব্যস্ত থেকেছেন বরানগরে ওংকারনাথ মন্দিরে। পুজো দিয়েছেন। ভোগ খেয়েছেন। অর্থাৎ নিজেকে সম্পূর্ণ সরিয়ে নিয়েছিলেন। এবং এখনও এটাই তাঁর স্ট্যান্ড।

আর পড়ে রইল বাম, কংগ্রেস। যারা দক্ষিণবঙ্গে শুধু নয়, বিধানসভায় শূন্য।

বামেরা, বিশেষ করে সিপিএম এখনও আন্দোলন করা এবং রাস্তায় সংগঠিতভাবে লোক নামানোর ক্ষেত্রে বিজেপির আগে। দক্ষিণ কলকাতার যাদবপুর থেকে উত্তর কলকাতার রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের যেসব ছাত্রছাত্রী আন্দোলনে নেমেছে তারা অধিকাংশই সিপিএমের কট্টর সমর্থক। অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক, শিক্ষিকা, অধ্যাপক- এঁদের মধ্যেও সিপিএমের সংগঠন এখনও শক্তিশালী। সঙ্গে সরকারি কর্মী, যাঁরা বাম আমলেই চাকরি পেয়েছেন, কারণ এই আমলে বিশেষ চাকরি হয়নি, তার থেকে চাকরি দেওয়ার নামে দুর্নীতি হয়েছে অনেক বেশি।

বামেরা, বিশেষ করে সিপিএম এখনও আন্দোলন করা এবং রাস্তায় সংগঠিতভাবে লোক নামানোর ক্ষেত্রে বিজেপির আগে। যেসব ছাত্রছাত্রী আন্দোলনে নেমেছে তারা অধিকাংশই সিপিএমের কট্টর সমর্থক। অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক, শিক্ষিকা, অধ্যাপক- এঁদের মধ্যেও সিপিএমের সংগঠন এখনও শক্তিশালী। সঙ্গে সরকারি কর্মী, যাঁরা বাম আমলেই চাকরি পেয়েছেন, কারণ এই আমলে বিশেষ চাকরি হয়নি।

আরজি করের ধর্ষণ ও হত্যাকাণ্ডর পাশাপাশি প্রধান বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে দুর্নীতি। সন্দীপ ঘোষ গ্রেপ্তার হয়েছেন দুর্নীতির দায়ে। বিভিন্ন মেডিকেল কলেজে দুর্নীতি সামনে উঠে আসছে প্রতিদিন। সঙ্গে সিন্ডিকেট। এর বিরুদ্ধে মানুষ পথে নামছে। সিপিএম এখন এই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজকে পাশে পেতে মরিয়া। কারণ নীতিগত কারণেই এদের অধিকাংশ মোদি এবং তাঁর ফ্যাসিস্ট বাহিনীর বিরুদ্ধে। এরা চায় আগামীদিনে সরকারের পরিবর্তন।

আগে বামেরা এইভাবে রাস্তায় নামলে পুলিশ দিয়ে পিটিয়ে তাদের তুলে দেওয়া হত। দরকারে মিথ্যে মামলা। কিন্তু গত ২০ দিন অবস্থার এমন পরিবর্তন হয়েছে যে পুলিশ খালি হাতে মানুষের গালাগাল শুনছে মাথা নীচু করে। এটাই ওপরতলা থেকে নির্দেশ দেওয়া আছে। যাতে আর লোকে না খেপে যায়।

এই পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে বুধবার রাতে জাস্টিস ফর আরজি করের নামে শ্যামবাজারে প্রকাশ্যে তৃণমূলের পতাকা পোড়ানো হল। তার ভিডিও করা হল। ছড়িয়ে দেওয়া হল। যেন বিপ্লব আসন্ন। কিন্তু কেউ প্রতিবাদ করার সাহসটুকু পেল না। এই প্রাপ্তির উপরে ভরসা করেই সিপিএম আগামীদিনের স্বপ্ন দেখছে।

সিপিএমের প্রাক্তন ডাক্তারদের সংগঠনের নেতারা এবং বাম সমর্থক যেসব চিকিৎসক মেডিকেল কাউন্সিলের ভোটে লড়েছিলেন, কিন্তু নানাভাবে প্রশাসনকে ব্যবহার করে তাঁদের জিততে দেওয়া হয়নি, যার বিরুদ্ধে তাঁরা হাইকোর্টে মামলা করেন, তাঁরাও আছেন খুব সক্রিয়ভাবে।

সঙ্গে অধীর চৌধুরীর নেতৃত্বে কংগ্রেস। কংগ্রেস এখানে একদিকে অধীরকে দিয়ে মমতার বিরুদ্ধে সমালোচনা করে তাঁকে চাপে রাখছে। অন্যদিকে, দিল্লিতে মমতার পক্ষে কথা বলছে, যাতে তিনি ইন্ডিয়া ব্লকে থাকেন। কারণ রাহুল গান্ধি জানেন, লালুপ্রসাদ বা স্ট্যালিন কোনও দিন তাঁদের ছেড়ে যাবেন না। কিন্তু মমতা হঠাৎ করেই একলা চলোর রাস্তা নিতে পারেন। তাই অধীরকে চাপ মেরে কিছুটা বাজিয়েও দেখছেন। সত্যি মমতা বিজেপির থেকে দূরত্ব বাড়িয়েছেন। নাকি এটা একটা সাময়িক স্ট্যান্ড?

(লেখক সাংবাদিক)

আজ

১৯৭২

আজকের দিনে প্রয়াত হন কিংবদন্তি সংগীতজ্ঞ আলাউদ্দিন খাঁ।

১৯১৮

বিশিষ্ট গায়ক জগন্ময় মিত্র জন্মেছিলেন আজকের দিনে।

আলোচিত

কন্যাশ্রী, রূপশ্রী বা বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও-এর মতো প্রকল্পের কোনও মানে নেই, যদি দেশের মেয়েদের আমরা রক্ষা করতে না পারি। এটা শুধু বাংলা বা অন্য রাজ্যের ব্যাপার নয়, এটা সারা দেশের বিষয়।

- দেব

ভাইরাল/১

দেশজুড়ে মহিলাদের নিরাপত্তা নিয়ে এত হইচই, তার কোনও প্রতিফলন নেই বেঙ্গালুরুর রাস্তায়। এক অটো ড্রাইভার তরুণী যাত্রীকে চড় মারলেন প্রকাশ্যে। অকথ্য গালাগাল দিলেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় এই ভিডিও ভাইরাল হওয়ার পর পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে গ্রেপ্তার করল ড্রাইভারকে।

ভাইরাল/২

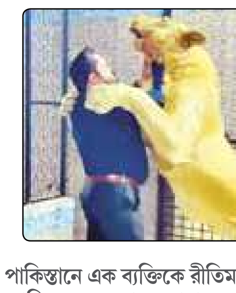

পাকিস্তানে এক ব্যক্তিকে রীতিমতো আলিঙ্গন করে আদর জানাল এক সিংহী। ভিডিওতে বোঝা যাচ্ছে, এই সিংহী কত ভালোবাসে ভদ্রলোককে। দেখামাত্রই জড়িয়ে ধরে নানাভাবে আদর করল সিংহী। ভিডিও মুহূর্তে ভাইরাল। নেটিজেনরা অনেক পরামর্শ দিলেন ভদ্রলোককে।

জনমন জনমত

বাংলা হারায়নি প্রতিবাদের ভাষা

সম্প্রতি ঘটে যাওয়া আরজি কর মেডিকেল কলেজে ধর্ষণ ও খুনের প্রতিবাদে এবং উপযুক্ত বিচারের দাবিতে সমাজের সর্বস্তরে যে জনরোষের সঞ্চার হয়েছে তা অভূতপূর্ব। দীর্ঘদিন চলে আসা স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও প্রশাসনিক স্তরে দুর্নীতির খবর সর্বজনবিদিত। বাঙালি সহনশীল হলেও তার প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের ভাষা কিন্তু সাংঘাতিক। বিগত এক মাস ধরে যে গণ আন্দোলন শুরু হয়েছে তা ক্রমবর্ধমান গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে।

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে আর্থিক দুর্নীতি যেভাবে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেয়েছে তা রোধ করা ভবিষ্যতে কঠিন। হতাশাজনক যে রাজ্যের রাজধানীতে ঘটে যাওয়া এই মর্মান্তিক অধ্যায়ের সমাপ্তি অজানা। সরকারের প্রতি স্তরে শুরু হয়েছে অবাধ মাফিয়ারাজ।

আরজি কর কাণ্ডে কলকাতা পুলিশের ব্যর্থতা ও অপরাধীদের আড়াল করার সরকারি চেষ্টার নগ্ন রূপ প্রকাশ্যে এসেছে। বলাবাহুল্য, রাজ্যের গ্রামাঞ্চলেও ভেঙে পড়েছে আইনের শাসন। বল্গাহীন রাজনীতির কবজির লড়াই সর্বত্র। প্রত্যন্ত এলাকায় প্রত্যহ ঘটে যাচ্ছে নানাবিধ অপকর্ম, যা সবটা জানা যায় না। বিচার প্রক্রিয়া রূপান্তরিত হয় প্রহসনে। এতৎসত্ত্বেও এই প্রশাসন ও সরকার কিছুই জানে না তা নয়। সামাজিক প্রকল্প ও আর্থিক সহায়তা দিয়ে বাঙালিকে চিরকাল বেড়াজালে আটকে রাখা সম্ভব নয়, একথা ইতিহাস বলে। চাই সুস্থায়ী, দুর্নীতিবিরোধী, প্রকৃত উন্নয়নকামী পদক্ষেপ যা দেশ ও সমাজের হিতার্থ করে।

শুভময় দত্ত
নিউটাউন, আলিপুরদুয়ার।

নেতিবাচক দৃষ্টি, তাচ্ছিল্যের ভাষা মর্মান্তিক

পুরুষতন্ত্রের সবচেয়ে খারাপ দিক নারীদের প্রতি তাদের মনোভাব। নারীরা হারলে তা হবে আসলে দশভুজারই পরাজয়।

পারমিতা বন্দ্যোপাধ্যায় চক্রবর্তী

উদাহরণ ১ : রাত প্রায় এগারোটা। প্রাইভেট ব্যাংক থেকে ফিরতে একটি মেয়ের রাত হয়ে যায়। সে তখন ক্যাব বুক করে বাড়ি ফিরতে উদ্যত হয়। গাড়িতে উঠেই তার ভয় হতে থাকে। গাড়িচালক কোনও অশালীন আচরণ করবে না তো? কিন্তু না। ড্রাইভার ব্যক্তিটি তাকে নিরাপদে, সসম্মানে তার বাড়ি পৌঁছে দেয়।

উদাহরণ ২ : অফিসের বস দীর্ঘদিন ধরে ধর্ষণ করে আসছে তারই এক মহিলা অধস্তন কর্মচারীকে। ধর্ষিতা মেয়েটি লোকলজ্জার ভয়ে চুপ থাকে। আর তার বস তার সঙ্গে এই নোংরামি চালিয়েই যেতে থাকে। নোংরামি করে বাড়ি গিয়ে সে তার স্ত্রীর সঙ্গে খোশগল্পে মেতে ওঠে, সন্তানের সঙ্গে আমোদপ্রমোদে আত্মহারা হয়ে ওঠে।

উদাহরণ ৩ : নাবালিকা একটি মেয়ে পুরুষের লাঞ্ছনার শিকার হয় তারই নিকটাত্মীয়ের দ্বারা।

উপরোক্ত ঘটনাগুলি বিচারবিশ্লেষণ করলে দেখা যাচ্ছে যে, ঘটনার কেন্দ্রবিন্দুতে একজন নারী। আমাদের সমাজে নারীর প্রতি প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গি খুবই নেতিবাচক। একটি মেয়ের একা রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাওয়া মানেই অসংখ্য পুরুষের বিকৃত দৃষ্টিকে মোকাবিলা করে পথ চলা। অধিকাংশ পুরুষের কাছে নারী আজও ভোগের বস্তু। আনন্দ করার উপযুক্ত রসদ। বন্ধু পরিমণ্ডলেও আমরা দেখি অধিকাংশ পুরুষই একটি নারীর শরীর নিয়ে কমবেশি আলাপ-আলোচনা করে। খুবই তাচ্ছিল্যপূর্ণ ভাষা নারীর উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়। নারীকে মানুষ হিসেবে দেখার ক্ষমতা খুব কম পুরুষেরই আছে।

নারীর উপর যে কোনও নির্যাতন ও আক্রমণ সমাজের বেশিরভাগ মানুষের কাছেই সমর্থনযোগ্য হয়ে দাঁড়ায়। পুরুষের এই ধরনের আক্রমণের পেছনে রয়েছে শুধু যৌনতৃপ্তি নয় বরং শক্তি প্রদর্শনের আকাঙ্ক্ষা, সীমাহীন দেউলিয়াপনা, কাঙালপনা ও হীনমন্যতা। নারীর অপমানকে তথা তার প্রতি হওয়া নির্যাতনকে আমাদের পুরুষতান্ত্রিক সমাজ সাধারণত ঢেকে রাখতে চায়। কেন? কারণ তা না হলে যে পুরুষের হিংস্র চেহারাটা বেরিয়ে আসবে। তার লাম্পট্য প্রকাশিত হয়ে পড়বে। আর আমরা যত বড় লম্পটই হই না কেন, নিজেদের দোষটাকে তো আড়াল করব। বরং সুযোগ পেলে নিজেদের অসভ্যতামির দায় নারীর স্বভাব আচরণ, চরিত্র বা পোশাকের উপর চাপিয়ে নিজেকে সাধু প্রমাণ করতে চাই। আমাদের দেশে নারীরা আজও পুরুষতন্ত্রের ক্রীড়নক। নারীর প্রতি এই সহিংসতা, যৌন হয়রানি, ধর্ষণ, শ্লীলতাহানি এগুলো একেকটা ব্যাপকতর পুরুষতান্ত্রিক অসুস্থতার প্রকাশ।

১৯৪৭ সালের পর ৭৭ বছর অতিবাহিত হয়েছে। দেশ স্বাধীন হয়েছে। তবু এখনও বিভিন্ন জায়গায় নারী নিগ্রহ, নারী ধর্ষণ চলছে। কথায় বলে প্রতিটি মেয়ের মধ্যেই নাকি মা দুর্গা বিরাজ করে। কিন্তু আজ তো দেবীদের হার হচ্ছে অসুরের কাছে। নররাক্ষসরা মেয়েটিকে ভোগ করে আত্মতুষ্টি লাভ করে বিসর্জন দিয়ে দিল চির ঘুমের দেশে। সময় হয়েছে পুরুষতান্ত্রিকতার বদল ঘটানোর। নারীরা যে শুধুমাত্র একটা পণ্য নয় এটাও তাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে হবে। সাময়িক জয় লাভ করলেও এই ধরনের নরপিশাচদের বলি হবে এই নারীর হাতেই। হতেই হবে। না হলে যে দশভুজারও আজ পরাজয়।

(লেখক শিলিগুড়ির বাসিন্দা)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com এবং uttarbangaedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৩৯৩১

★	১		২	★	৩	৪	★
★		★	৫		★		★
★		★		★	৬		৭
★	৮			★	★	★	
৯	★	★	★	১০		১১	★
১২	১৩		★		★		★
★		★	১৪		★		★
★	১৫		★	১৬			★

পাশাপাশি : ১। শিয়াল, শিয়ালের মতো ধূর্ত ও চালাক ৩। দর্প, গর্ব, অহংকার, পরাক্রম ৫। গোটা শস্য, বিচি, দৈত্য ৬। শতাব্দীর দশভাগের একভাগ ৮। প্রথা, নিয়ম, রীতি, রেওয়াজ ১০। কথা কাটাকাটি, ঝগড়া ১২। পারস্য (এখনকার ইরান) দেশের ভাষা ১৪। নতুন, ৯ সংখ্যা ১৫। মধু ১৬। ব্রহ্মার মানসপুত্র।

উপর-নীচ : ১। লোকালয় ২। অসংগত আচরণ, অশাস্ত্রীয় আচরণ ৪। খড়্গের মতো দেখতে পৌরাণিক যুদ্ধাস্ত্রবিশেষ ৭। জাতি ৯। বার, খেপ, অবস্থা, পরিণতি ১০। মনের মিল, সদ্ভাব, মিলমিশ ১১। ধন্যবাদ, প্রশংসা ১৩। লাল আভাযুক্ত, রক্তাভ।

সমাধান ■ ৩৯৩০

পাশাপাশি : ১। হার্দিক ৩। বজ্রযান ৪। চণ্ডিকা ৫। ঝলকানি ৭। শচি ১০। কারা ১২। চিরদিন ১৪। বজ্জাত ১৫। খানদান ১৬। কচাত।

উপর-নীচ : ১। হাতযশ ২। কচড়া ৩। বকাঝকা ৬। কালিকা ৮। চিকুর ৯। বনবন ১১। রামায়েত ১৩। পাতক।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

ধর্ষণ মামলায় ১০ জনের ৭ জনও সাজা পায় না

নয়াদিল্লি, ৫ সেপ্টেম্বর : আরজি কর হাসপাতালে মহিলা চিকিৎসকের খুনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তাল গোটা দেশ। ন্যায়ের দাবিতে পথে নেমেছেন সর্বস্তরের মানুষ। ধর্ষণ-বিরোধী আইনকে কঠোরতর করার দাবি উঠছে রাজ্যে রাজ্যে। তবে প্রতিবাদের ঝড়ের মধ্যেও দেশের নানা প্রান্ত থেকে প্রতিদিনই ধর্ষণ, শ্লীলতাহানির খবর আসছে। উদ্বেগ বাড়িয়েছে ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরোর (এনসিআরবি) ২০২২ পরিসংখ্যান। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের অধীন সংস্থাটির রিপোর্ট বলছে, ধর্ষণ-বিরোধী কঠোর আইন থাকা সত্ত্বেও ভারতে ধর্ষণে অভিযুক্তদের সাজার হার ৩০ শতাংশের গণ্ডিও পার হতে পারেনি। অর্থাৎ, আদালতে ধর্ষণ মামলায় প্রতি ১০ জন অভিযুক্তের মধ্যে বড়জোর ৩ জনের অপরাধ প্রমাণিত হয়েছে। বাকিরা প্রমাণের অভাবে ছাড়া পেয়ে গিয়েছে।

মামলা	বিচারাধীন	বিচারপ্রক্রিয়া সম্পূর্ণ	সাজাপ্রাপ্ত (শতাংশ)
স্বামী বা আত্মীয়দের মাধ্যমে নিগৃহীত	৮,৫২,৫৯৮	৪৬,৯৯৬	১৭.৭
শ্লীলতাহানি	৫,৪৮,১৫৪	৩১,৪৬৩	২৫.৬
শিশুদের সঙ্গে যৌন অপরাধ	২,৬১,৬৬১	২৭,৬১৬	৩১.৭
ধর্ষণ	১,৯৮,২৮৫	১৮,৫১	২৭.৪
গণধর্ষণ, ধর্ষণ করে খুন	১,৩৩৩	৬২	৬৯.৪
ধর্ষণের চেষ্টা	২০,৮৫২	৯৫৭	২০.১
অ্যাসিড হামলা	৬৮২	৩২	৫৩.১

(*তথ্য সূত্র : এনসিআরবি রিপোর্ট)

দেশে নারী সুরক্ষার ছবিটা যে কত করুণ, এনসিআরবির রিপোর্টেই সেটা স্পষ্ট। সরকারি হিসাব বলছে, প্রতি দেড়হাজার মহিলার মধ্যে অন্তত একজন কোনও না কোনওভাবে হেনস্তা, নির্যাতনের শিকার হন। এক লক্ষ মহিলার মধ্যে এই সংখ্যাটা ৬৭-র কম নয়। যদিও নারী অধিকারের সঙ্গে যুক্ত সমাজকর্মীদের মতে, মহিলাদের বিরুদ্ধে ঘটা অপরাধের একটি বড় অংশ ধামাচাপা পড়ে যায়। হেনস্তা, সামাজিক সম্মানহানির ভয়, পরিবার, প্রতিবেশীদের চাপে অনেকে অভিযোগ দায়ের করতে চান না। ফলে নারী নিগ্রহের যত অভিযোগ নথিভুক্ত হয় বাস্তবে অপরাধের সংখ্যা তার বহুগুণ বেশি হওয়ার সম্ভাবনাই প্রবল।

রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০২২ সালে ভারতে বিচারাধীন ধর্ষণ মামলার সংখ্যা ছিল ১,৯৮,২৮৫। ১৮,৫১৭টি মামলার বিচারপ্রক্রিয়া শেষ হয়েছিল। দোষী সাব্যস্ত হওয়ার হার ২৭.৪ শতাংশ। তবে গণধর্ষণ বা ধর্ষিতার মৃত্যু সংক্রান্ত মামলাগুলিতে সাজা ঘোষণার হার কিছুটা বেশি। ৬৯.৪ শতাংশ। তবে এক্ষেত্রেও অধিকাংশ মামলার অগ্রগতি যথেষ্ট ধীর। দেখা যাচ্ছে, ২০২২-এ গণধর্ষণ ও ধর্ষণ করে খুনের ১,৩৩৩টি মামলা দায়ের হয়েছিল। কিন্তু বিচারপ্রক্রিয়া শেষ হয় ৬২টি মামলার। স্বামী বা আত্মীয়দের বিরুদ্ধে ওঠা নারী নির্যাতন মামলায় সাজার হারও বেশ কম। মাত্র ১৭.৭ শতাংশ। ওই বছর ধর্ষণের চেষ্টার ২০,৮৫২টি মামলা বিচারের আওতায় এলেও ৯৫৭টিতে বিচারপ্রক্রিয়া শেষ হয়। সাজার হার ২০.১ শতাংশ।

চন্দ্রচূড়কে চিঠি অধীরের

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ৫ সেপ্টেম্বর : আরজি কর কাণ্ডে উত্তাল পরিস্থিতির মধ্যেই প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়কে চিঠি লিখলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীররঞ্জন চৌধুরী। রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার এবং কলকাতার পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েলকে ছুটিতে পাঠানোর আর্জি জানিয়েছেন তিনি। বহরমপুরের প্রাক্তন সাংসদের অভিযোগ, পুলিশ কমিশনার এবং ডিজি উভয়েই আরজি করের ঘটনায় যথাযথ তদন্ত করতে ব্যর্থ হয়েছেন।

প্রধান বিচারপতিকে চিঠি পাঠানোর পাশাপাশি এদিন সাংবাদিক বৈঠকও করেছেন অধীর। সেখানে তিনি বলেন, 'সিবিআইয়ের উচিত সবাইকে জিজ্ঞাসাবাদ করা। প্রয়োজনে সবাইকে জেলে ভরা উচিত। এরা সবাই অপরাধের সঙ্গে জড়িত। সেই অর্থে অপরাধের সঙ্গে যারা জড়িত, তারা সবাই অপরাধী। তথ্যপ্রমাণ লোপাট ও ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। আমি প্রথম দিন থেকে এটা বলে আসছি। পরিকল্পনা করেই তথ্যপ্রমাণ লোপাটের চেষ্টা করা হয়েছে, সরকার এবং স্বাস্থ্যমন্ত্রীর ভাবমূর্তি বাঁচানোর জন্য। এই নিষ্ঠুর, নির্মম সরকারকে মানুষ দেখছে।'

লোকসভায় কংগ্রেসের প্রাক্তন দলনেতার বক্তব্য, 'পরিকল্পনা করে ধর্ষণ এবং খুনের যা যা তথ্যপ্রমাণ রয়েছে, সেই সমস্ত কিছু নষ্ট করে, মুছে দিয়ে ধর্ষককে রক্ষার প্রয়াস স্পষ্ট। কোনওকিছুই বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর অজ্ঞানে অজানায় হয়েছে বলে আমি মনে করি না। তৃণমূল সরকার প্রমাণ করে দিয়েছে, এই সরকার ধর্ষকদের সরকারে পরিণত হয়েছে।' এদিন চন্দ্রচূড়কে লেখা চিঠিতে অধীর একগুচ্ছ প্রশ্নও তুলেছেন।

হাসিনা পতনের মাসপূর্তিতে 'শহিদি মার্চ'

নিজস্ব সংবাদদাতা, ঢাকা, ৫ সেপ্টেম্বর : গণআন্দোলনের জেরে ৫ অগাস্ট পতন হয়েছিল শেখ হাসিনা সরকারের। পদত্যাগ করে ভারতে আশ্রয় নিয়েছিলেন হাসিনা। সেই পতনের একমাস পূর্তিতে বৃহস্পতিবার ঢাকায় অনুষ্ঠিত হল শহিদি মার্চ। এই কর্মসূচি ঘোষণা করেছিলেন বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বায়করা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজু ভাস্কর্য এলাকা থেকে শহিদি মার্চ শুরু হয়। ঢাকার বিভিন্ন প্রান্ত ঘুরে তা শেষ হয় কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে। দুপুরে ঢাকার বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষার্থীরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে এসে জড়ো হতে থাকেন। শিক্ষার্থীরা ছাড়াও এই কর্মসূচিতে অংশ নেন শহিদ পরিবারের সদস্য সহ সাধারণ মানুষও। তাঁদের হাতে ছিল জাতীয় পতাকা, ব্যানার ইত্যাদি। হাসিনা বিরোধী এবং শহিদদের স্মরণে স্লোগান দেন তাঁরা। শিক্ষার্থীরা জানিয়েছেন, হাসিনার বিরুদ্ধে হওয়া গণআন্দোলনে ৮০০ জন শহিদ হয়েছেন। শহিদদের শ্রদ্ধা জানাতে এবং স্বৈরাচারী হাসিনা সরকার পতনের মাসপূর্তি স্মরণীয় করে রাখতেই এই শহিদি মার্চের আয়োজন করা হয়েছে।

ভারত-চিনের মধ্যস্থতায় রাজি প্রেসিডেন্ট পুতিন

মস্কো, ৫ সেপ্টেম্বর : ইউক্রেন-রাশিয়ার যুদ্ধ থামাতে যদি ভারত, চিন ও ব্রাজিল মধ্যস্থতা করে তাহলে শান্তি আলোচনায় অংশ নিতে তাঁর আপত্তি নেই। বৃহস্পতিবার এই কথা জানিয়েছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। কয়েক সপ্তাহের মধ্যে রাশিয়া ও ইউক্রেন সফর করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তারপরেই পুতিনের এই বিবৃতি তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে কূটনৈতিক মহল। রাশিয়ার শীর্ষনেতার মতে, ভারত, চিন ও ব্রাজিলের মধ্যস্থতায় যদি শান্তি আলোচনা শুরু হয় তাহলে সেই বৈঠকের ভিত গড়তে পারে ২০২২-এ ইস্তাম্বুলে হওয়া খসড়া চুক্তি।

রাশিয়ার ভ্লাদিভস্টকে আয়োজিত এক সম্মেলনে পুতিন জানিয়েছেন, তুরস্ক সরকারের উদ্যোগে ইস্তাম্বুলে রাশিয়া এবং ইউক্রেনের প্রতিনিধিদের মধ্যে একটি প্রাথমিক আলোচনা হয়েছিল। দু-পক্ষই যুদ্ধ বন্ধের বিষয়ে একমত হয়। খসড়ায় সই করেছিলেন ইউক্রেনের প্রতিনিধি দলের প্রধান। কিন্তু সেই চুক্তি চূড়ান্ত হওয়ার আগেই কিভ থেকে আলোচনা বন্ধের বার্তা আসে। ফলে চুক্তিটি বাস্তবায়িত হয়নি। পুতিনের দাবি, ইস্তাম্বুলে উপস্থিত ইউক্রেনীয় প্রতিনিধিরা প্রাথমিকভাবে চুক্তি বাস্তবায়নের বিষয়ে রাজি ছিলেন। কিন্তু ইউক্রেন সরকারের তরফে তাঁদের দেশে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। কারণ, আমেরিকা ও ইউরোপের কয়েকটি দেশ রাশিয়ার কৌশলগত পরাজয়ের ব্যাপারে আশাবাদী ছিল।

বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর হামলা থেকে হাসিনার বিবৃতি

ভারতকে কড়া বার্তা ইউনূসের

ঢাকা, ৫ সেপ্টেম্বর : অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের সুসম্পর্কের পথে কাঁটা যে শেখ হাসিনাই সেই কথা ঠারেঠোরে বুঝিয়ে দিলেন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। এক সাক্ষাৎকারে নয়াদিল্লিকে রীতিমতো হুঁশিয়ারির সুরে তিনি বলেছেন, ভারত যদি শেখ হাসিনাকে রাখতে চায় রাখুক। কিন্তু তাঁকে চুপ থাকতে হবে এই শর্তেই রাখতে হবে। শুধু হাসিনাকে নিয়েই নয়, বাংলাদেশে বসবাসকারী হিন্দু সহ অন্যান্য ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর হামলার ঘটনাকে ভারত যেভাবে গুরুত্ব দিচ্ছে তাতেও অসন্তুষ্ট প্রধান উপদেষ্টা।

তাঁর মতে, হিন্দুদের ওপর যে হামলাগুলি হয়েছে সেগুলি যতটা সাম্প্রদায়িক তার থেকেও বেশি রাজনৈতিক। এই হামলার ঘটনাগুলিকে অতিরঞ্জিত করে দেখানো হয়েছে ভারতে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে তাঁর আলোচনার প্রসঙ্গ তুলে ইউনূস বলেন, 'আমি ওঁকে বলেছিলাম, বিষয়টি অতিরঞ্জিত করে দেখানো হচ্ছে। যাঁরা হাসিনা এবং আওয়ামি লিগের সমর্থক ছিলেন তাঁদের ওপরই হামলা হয়েছে।' নোবেল শান্তি পুরস্কার জয়ী বলেন, 'আওয়ামি লিগের ক্যাডারদের মারধর করতে গিয়ে হিন্দুদের ওপরও হামলা হয়েছে। আমি বলছি না যেটা হয়েছে সেটা ঠিক। কিন্তু কিছু লোক সম্পত্তি দখল করার জন্য এই ব্যাপারটি ঘটিয়েছেন।'

গত মাসের ৫ তারিখ ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের জেরে প্রধানমন্ত্রী পদে ইস্তফা দিয়ে বাংলাদেশ ছেড়ে ভারতে পালিয়ে আসেন হাসিনা। নয়াদিল্লির কাছে হিন্দোন বায়ুসেনা ঘাঁটিতে একটি সেফ হাউসে রাখা হয় তাঁকে। সেই থেকে ১ মাস যাবৎ ভারতের আশ্রয়েই রয়েছেন হাসিনা। গোপন আস্তানা থেকে বাংলাদেশের ঘটনাবলী নিয়ে কড়া বিবৃতিও জারি করেছেন তিনি। ভারত অবশ্য আগেই জানিয়ে দিয়েছে, শেখ হাসিনা যতদিন খুশি ভারতে থাকতে পারেন। কিন্তু ইউনূসের অন্তর্বর্তী সরকার ভারতের এই অবস্থান মানতে নারাজ। প্রধান উপদেষ্টার সাফ কথা, 'ভারতের গোপন ঘাঁটি থেকে বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী যেভাবে বিবৃতি দিচ্ছেন তা নয়াদিল্লি-ঢাকা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের পথে অন্তরায়। দুই দেশের পক্ষেই অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে বিষয়টি।'

ইউনূস বলেন, 'বাংলাদেশ যতদিন পর্যন্ত শেখ হাসিনার প্রত্যর্পণ চাইছে ততদিন ভারত যদি চায় ওঁকে (শেখ হাসিনা) রাখতে পারে। তবে তাঁকে চুপ থাকতে হবে এই শর্ত দেওয়া উচিত। উনি ভারতে রয়েছেন আর বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলছেন। এটা সমস্যাজনক। উনি যদি চুপ থাকতেন তাহলে আমরা হয়তো সবকিছু ভুলে যেতাম। মানুষও সব ভুলে যেত। ভাবত, উনি নিজের জগতে রয়েছেন। কিন্তু ভারতে বসে উনি কথা বলছেন, নির্দেশ দিচ্ছেন। কেউ এটা পছন্দ করছেন না।'

বাংলাদেশে পালাবদলের পর থেকে হাসিনার বিরুদ্ধে হত্যা, গুম সহ ১১৯টি মামলা রুজু হয়েছে। গ্রেপ্তার হয়েছেন একাধিক আওয়ামি লিগের প্রাক্তন নেতা-মন্ত্রী। তবে এতকিছুর পরও ঢাকার সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখার বার্তা দিয়েছে নয়াদিল্লি। কিন্তু ইউনূস যে তাতে খুশি নন সেই কথা এদিন স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন। তাঁর কথায়, 'আমরা দৃঢ়ভাবে জানিয়ে দিয়েছি, হাসিনাকে চুপ থাকতে হবে। ওঁকে ভারতে আশ্রয় দেওয়া হয়েছে আর সেখান থেকে উনি প্রচার চালাচ্ছেন। এটা মোটেই বন্ধুসুলভ নয়। উনি স্বাভাবিক কারণে ওখানে গিয়েছেন এমনটা তো নয়। গণঅভ্যুত্থান এবং জনরোষের কারণে উনি পালাতে বাধ্য হয়েছেন। ওঁকে অবশ্যই ফেরত চাওয়া হবে। না হলে বাংলাদেশের মানুষ শান্তি পাবে না। উনি যে ধরনের অত্যাচার করেছেন তাতে জনতার সামনে ওঁর বিচার হওয়া উচিত।' হাসিনার কূটনৈতিক পাসপোর্টটিও বাতিল করে দিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার। সেক্ষেত্রে তাঁর ভারতে থাকা নিয়ে জটিলতা তৈরি হয়েছে।

হাসিনা-হীন বাংলাদেশ সম্পর্কে ভারতের অবস্থান বদলানোর বার্তাও দিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা। ইউনূস বলেন, 'বাংলাদেশের স্থায়িত্বের জন্য শুধুমাত্র শেখ হাসিনার নেতৃত্বই প্রয়োজন এই ধারণা থেকে ভারতের বেরিয়ে আসা উচিত। আর পাঁচটা দেশের মতো বাংলাদেশও ভারতের প্রতিবেশী।'

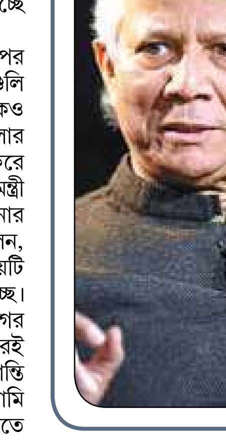

ইউনূস উবাচ!

■ আওয়ামি লিগের ক্যাডারদের মারধর করতে গিয়ে হিন্দুদের ওপরও হামলা হয়েছে। আমি বলছি না যেটা হয়েছে সেটা ঠিক। কিন্তু কিছু লোক সম্পত্তি দখল করার জন্য এই ব্যাপারটি ঘটিয়েছেন

■ ভারতের গোপন ঘাঁটি থেকে বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী যেভাবে বিবৃতি দিচ্ছেন তা নয়াদিল্লি-ঢাকা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের পথে অন্তরায়। দুই দেশের পক্ষেই অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে বিষয়টি

সন্তানদের দেহ নিয়ে ১৫ কিমি হাঁটলেন মা-বাবা

মুম্বই, ৫ সেপ্টেম্বর : মহারাষ্ট্রের গড়চিরৌলির এক হাসপাতালে সময়মতো চিকিৎসা না পেয়ে জ্বরে মারা গেল একই পরিবারের দুটি শিশু। হাসপাতাল থেকে দেহ আনতে মেলেনি অ্যাম্বুল্যান্স। অগত্যা মা-বাবাকেই সন্তানদের শবদেহ কাঁধে করে গ্রামে নিয়ে আসতে হল।

কোভিড-কালে লকডাউনের সময় দেশের অনেক রাজ্যে এমন ছবি হামেশাই দেখা গিয়েছে। সমৃদ্ধশালী রাজ্য মহারাষ্ট্রে চার বছরেও তা বদলায়নি। মৃতদেহ মা-বাবার কাঁধে করে নিয়ে আসার ভিডিও বৃহস্পতিবার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করেছেন মহারাষ্ট্র বিধানসভার বিরোধী নেতা বিজয় ওয়াদেত্তিয়ার।

পোস্টটি হইচই ফেলে দিয়েছে। ওয়াদেত্তিয়ার জানিয়েছেন, সেই মা-বাবা দুই সন্তানের দেহ নিয়ে জল- কাদায় ভরা রাস্তা দিয়ে ১৫ কিলোমিটার হেঁটে পৌঁছোন পত্তিগাঁওয়ে। শিশুদুটির বয়স ১০-এর নীচে।

স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর করুণ দশার আরও এক দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছেন ওয়াদেত্তিয়ার। সেপ্টেম্বরের ১ তারিখে অমরাবতীর দাহেন্দ্রি গ্রামে অ্যাম্বুল্যান্স ঠিক সময়ে না আসায় বাড়িতেই মৃত সন্তান প্রসব করেন এক গর্ভবতী। শোক সামলাতে না পেরে মহিলা মারা যান। এই দু'টি ঘটনার উল্লেখ করে বিরোধী নেতার মন্তব্য, মহারাষ্ট্রের মহাযুতি সরকার নানা ইভেন্টের আয়োজন করে প্রতি মুহূর্তে দাবি করেন, রাজ্য এগোচ্ছে। কর্তৃপক্ষকে তৃণমূল স্তরে পৌঁছে প্রকৃত পরিস্থিতি দেখতে হবে।

জোড়া আসনে প্রার্থী ওমর

শ্রীনগর, ৫ সেপ্টেম্বর : গান্ডেরবলের পাশাপাশি এবার বুদগাম আসনেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন ন্যাশনাল কনফারেন্সের সহ সভাপতি ওমর আবদুল্লা। বৃহস্পতিবার তিনি বুদগাম আসনের জন্য মনোনয়ন জমা দেন। বুধবার গান্ডেরবল আসনের মনোনয়ন জমা দিয়েছিলেন। মনোনয়ন জমা দেওয়ার পর জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'বিজেপি আমাদের হারানোর চেষ্টা করছে। সেইজন্য আমাদের ভোট ভাগাভাগি করতে চাইছে। আমরা আমাদের কণ্ঠস্বরকে কিছুতেই দুর্বল হতে দিতে পারি না।' ওমর প্রথমে ভোটে দাঁড়াবেন না বলে জানিয়েছিলেন। কিন্তু পরে মত বদলান। এবার ন্যাশনাল কনফারেন্স, কংগ্রেস জোট বেঁধে লড়ছে জম্মু ও কাশ্মীরে।

হত ৬ মাওবাদী

হায়দরাবাদ, ৫ সেপ্টেম্বর : ছত্তিশগড়ে ৭২ ঘণ্টা লড়াইয়ের পর বৃহস্পতিবার তেলেঙ্গানার ভদ্রদ্রি কোঠাগুডেম জেলায় পুলিশের সঙ্গে মাওবাদীদের তুমুল সংঘর্ষে ছয় মাওবাদীর মৃত্যু হয়। আহত হয়েছেন দুই পুলিশকর্মী।

গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বৃহস্পতিবার সকালে ভদ্রদ্রি কোঠাগুডেম জেলার নিলাদ্রি পেটার জঙ্গলে ঢুকে তল্লাশি অভিযান চালায় পুলিশ। মাওবাদীরা পুলিশকে দেখেই গুলি ছুড়তে শুরু করে। জেলা পুলিশ সুপার রোহিত রাজ জানিয়েছেন, আহত দুই পুলিশকর্মীকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তাঁদের চিকিৎসা চলছে। একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

পুলিশের একটি সূত্র জানিয়েছে, সম্প্রতি মাওবাদীরা ছত্তিশগড় থেকে তেলেঙ্গানায় ডেরা বেঁধেছে। দুই রাজ্যের সীমানায় মাওবাদীদের জড়ো হওয়ার খবর পেয়ে তেলেঙ্গানা পুলিশ অভিযানে নামে। মঙ্গলবার নিরাপত্তাকর্মীদের সঙ্গে সংঘর্ষে ন'জন মাওবাদীর মৃত্যু হয়। ঘটনাস্থল থেকে প্রচুর আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হয়।

উইকিপিডিয়াকে হুঁশিয়ারি কোর্টের

নয়াদিল্লি, ৫ সেপ্টেম্বর : নেটদুনিয়ায় বিচরণ রয়েছে অথচ উইকিপিডিয়ার সান্নিধ্য পাননি এমন নেটিজেন বিরল। এবার বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিশ্বকোষ সেই উইকিপিডিয়ার ভারতে ব্যবসা বন্ধ হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। ঘটনার সূত্রপাত উইকিপিডিয়ার তথ্যভাণ্ডারে একটি ভারতীয় সংবাদ সংস্থা সম্পর্কে আপত্তিকর বক্তব্য সংযোজন।

সংবাদ সংস্থাটির অভিযোগ, উইকিপিডিয়ায় তাদের সম্পর্কে যেসব কথা লেখা হয়েছে, তাতে সংস্থার মানহানি হয়েছে। এ ব্যাপারে দিল্লি হাইকোর্টে মামলা করেছে তারা। সেই মামলার শুনানিতে উইকিপিডিয়া জানায়, ৩ জন সাবস্ক্রাইবার সংবাদ সংস্থা সম্পর্কে তাদের তথ্যভাণ্ডার সম্পাদনা করেছেন। আদালতের তরফে উইপিডিয়ার কাছে ওই ৩ সাবস্ক্রাইবারের তথ্য তলব করা হয়। কিন্তু সেই নির্দেশ মানেনি উইকিপিডিয়া। তারপরই হাইকোর্ট বিশ্বকোষ সংস্থার বিরুদ্ধে পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি দেয়। বিচারপতি নবীন চাওলা বলেন, এদেশে আপনাদের ব্যবসা করাই বন্ধ করে দেব। আদালত সরকারকে বলবে ইউকিপিডিয়া বন্ধ করে দিতে।

উইকিপিডিয়ার আইনজীবী টাইন আব্রাহাম জানান, উইকিপিডিয়া ভারতভিত্তিক সংস্থা নয়। হাইকোর্টের নির্দেশের প্রেক্ষিতে তাদের একাধিক জায়গায় আবেদন জানাতে হয়েছে। সেই জন্য সাবস্ক্রাইবারদের সম্পর্কে তথ্য দিতে সময় লাগছে। বিচারপতি চাওলা অবশ্য আইনজীবীর যুক্তিতে সন্তুষ্ট হননি। তিনি বলেন, আপনারা অতীতেও একই ধরনের যুক্তি দেখিয়েছেন। ভারতকে ভালো না লাগলে এখানে কাজ করার দরকার নেই।

২৫ অক্টোবর মামলার পরবর্তী শুনানি। ওইদিন উইকিপিডিয়া মনোনীত কোনও প্রতিনিধিকে শুনানির সময় উপস্থিত থাকার নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট।

'ভারতে ব্যবসা বন্ধ করে দেব'

WIKIPEDIA
The Free Encyclopedia

পানের টানে বারাণসী

সিঙ্গাপুর, ৫ সেপ্টেম্বর : বৃহস্পতিবার সিঙ্গাপুর সফরের দ্বিতীয় দিনে ভারতের পাশাপাশি পরোক্ষে নিজের লোকসভা কেন্দ্র বারাণসীতে বিনিয়োগের জন্যও শিল্পপতিদের বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বারাণসী সূত্রেই তাঁর বক্তব্যে উঠে এল পান-প্রসঙ্গ। বারাণসীর মিষ্টি পানের সুখ্যাতি রয়েছে গোটা ভারতে। এদিন সিঙ্গাপুরে বিজনেস লিডার্স সামিটে বক্তব্য রাখতে গিয়ে নিজস্ব ভঙ্গীতে ভারতে বিনিয়োগের কথা বলতে গিয়ে পান ও বারাণসীর কথা উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী। বলেন, 'ভারতে পানের প্রসঙ্গ উঠলেই বারাণসীর কথা এসে যায়। নাহলে পান নিয়ে আলোচনা অসম্পূর্ণ থাকে। আমি সেই বারাণসীর সাংসদ। আপনারা যদি পান খেতে চান তাহলে অবশ্যই একবার কাশী ঘুরে আসুন।'

বুধবার সিঙ্গাপুরের প্রেসিডেন্ট থারমান শানমুগারত্নমের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেন মোদি। এক্স পোস্টে প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, 'সিঙ্গাপুরের প্রেসিডেন্ট থারমান শানমুগারত্নমের সঙ্গে খুব ভালো বৈঠক হয়েছে। আমাদের আলোচনা দু-দেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে আরও মজবুত করবে। আমরা দক্ষতাবৃদ্ধি, প্রযুক্তি, উদ্ভাবন এবং যোগাযোগের মতো বিষয়ে আলোচনা করেছি।'

সিঙ্গাপুরে মোদি-বার্তা

প্রার্থীতালিকা নিয়ে বিজেপিতে ক্ষোভ

চণ্ডীগড়, ৫ সেপ্টেম্বর : একমাস বাদে জাঠভূমে বিধানসভা ভোট। অথচ প্রথম দফার প্রার্থীতালিকা প্রকাশিত হতেই বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ল হরিয়ানা বিজেপির অন্দরে। একাধিক নেতা-প্রাক্তন মন্ত্রী বিদ্রোহ ঘোষণা করে জানিয়েছেন, তাঁরা হয় নতুন দল গড়বেন নয়তো কংগ্রেসে যোগ দেবেন। হরিয়ানায় ৫ অক্টোবর বিধানসভা ভোট। রাজ্যের ৯০টি আসনের মধ্যে বুধবার রাতে বিজেপির তরফে প্রথম দফায় ৬৭ জনের প্রার্থীতালিকা প্রকাশ করা হয়। তাতে দেখা যায় হরিয়ানার বিদ্যুৎমন্ত্রী তথা চৌধুরী দেবীলালের ছেলে রঞ্জিত সিং চৌতালা, বিধায়ক লক্ষ্মণদাস নাপা, প্রাক্তন মন্ত্রী করণদাস কম্বোজের মতো একাধিক নেতামন্ত্রীর নাম নেই। দেবীলাল-পুত্র জানিয়েছেন, সমর্থকদের সঙ্গে তিনি কথা বলবেন। আসন্ন বিধানসভা ভোটে নির্দল হিসেবে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।

অপরদিকে লক্ষ্মণদাস নাপা বৃহস্পতিবার বিরোধী দলনেতা ভূপিন্দর সিং হুডার সঙ্গে দেখা করেন। শীঘ্রই কংগ্রেসে যোগ দেবেন বলে জানিয়েছেন তিনি। রাজ্য বিজেপির ওবিসি মোর্চার প্রধানের পদ ছেড়েছেন করণদাস কম্বোজ। নাম বাদ গিয়েছে অলিম্পিকে পদকজয়ী যোগেশ্বর দত্তেরও। তিনি গোহানা আসনে প্রার্থী হতে চেয়েছিলেন।

হরিয়ানা

মাধবীর ইস্তফা চেয়ে সেবিতে বিক্ষোভ

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৫ সেপ্টেম্বর : সেবির চেয়ারপার্সন মাধবী পুরী বুচের অস্বস্তি বাড়িয়ে বৃহস্পতিবার মুম্বইয়ে সংস্থার সদরদপ্তরে তাঁর পদত্যাগের দাবিতে বিক্ষোভ দেখালেন সেবিকর্মীদের একাংশ। ঘণ্টাখানেক চলে বিক্ষোভ।

কর্মক্ষেত্রে নানা সমস্যার কথা জানিয়ে সেবিকর্মীরা যে চিঠি দিয়েছেন অর্থমন্ত্রককে তার নেপথ্যে বিদেশি শক্তির হাত রয়েছে বলে অভিযোগ করেছে কেন্দ্র। বিদেশি শক্তি সেবিকর্মীদের ভুল বুঝিয়েছে বলে জানিয়েছে অর্থমন্ত্রক। এদিন কেন্দ্রের সেই বক্তব্যের প্রতিবাদ জানান আন্দোলনকারী কর্মীরা। তাঁদের বক্তব্য, সেবি কর্তৃপক্ষ এবং সাধারণ কর্মীদের মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাসের অভাব রয়েছে। তার ফলে কাজের পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে।

কংগ্রেস এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, মাধবীর বিরুদ্ধে নিরপেক্ষ তদন্ত হোক এবং নির্দোষ প্রমাণ না হওয়া পর্যন্ত তাঁকে সেবির চেয়ারপার্সনের দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়ার দাবি জানানো হয়েছে কংগ্রেসের তরফে। তাদের প্রশ্ন, আইসিআইসিআই ব্যাংকের প্রাক্তন প্রধান ছন্দা কোচারের ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের তরফে কোনও বিবৃতি জারি বা তাঁর পক্ষ নিয়ে কোনও মন্তব্য করা হয়নি। কিন্তু এক্ষেত্রে সেটাই হয়েছে। কীভাবে ছন্দা এবং মাধবী পুরী বুচের বিষয়টি আলাদা হল সেই প্রশ্নের জবাব চেয়েছে কংগ্রেস। দলের নেতা প্রবীণ চক্রবর্তী অভিযোগ করেছেন, ২০১১ থেকে ২০১৩ পর্যন্ত গ্রেটার প্যাসিফিক ক্যাপিটালের সঙ্গেও পেশাগতভাবে যুক্ত ছিলেন মাধবী।

আত্মঘাতী ছাত্র

জয়পুর, ৫ সেপ্টেম্বর : রাজস্থানের কোটায় ফের শিক্ষার্থীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হল। বুধবার একটি ভাড়া বাড়ি থেকে দেহটি উদ্ধার হয়েছে। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, ২১ বছরের ছাত্রটি গলায় দড়ি দিয়ে আত্মঘাতী হয়েছেন। তিনি নিট পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। চলতি বছরে এই নিয়ে ১৫ জন নিট পরীক্ষার্থী কোটায় আত্মহত্যা করেছেন। গতবছর সংখ্যাটা ছিল ২৯।

জরুরি অবতরণ

নয়াদিল্লি, ৫ সেপ্টেম্বর : মাঝআকাশে যান্ত্রিক গোলযোগ। ঝুঁকি না নিয়ে এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান তড়িঘড়ি নামল মস্কো বিমানবন্দরে। বুধবার নয়াদিল্লি থেকে ব্রিটেনের বার্মিংহামগামী বোয়িং ৭৮৭ বিমানের ফ্লাইট এআই ১১৩ মাঝআকাশে পৌঁছোনোর পর তাতে যান্ত্রিক ত্রুটি ধরা পড়লে বিন্দুমাত্র ঝুঁকি নেননি পাইলট। দ্রুত মস্কো বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করে নামার অনুমতি চান ও অবতরণ করেন।

সিবিআই-কে নিয়ে প্রশ্ন কেজরির

নয়াদিল্লি, ৫ সেপ্টেম্বর : আবগারি দুর্নীতি মামলায় সিবিআইয়ের গ্রেপ্তারি নিয়ে প্রশ্ন তুললেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। বৃহস্পতিবার তাঁর জামিনের আবেদন সংক্রান্ত শুনানি ছিল সুপ্রিম কোর্টে। শুনানি শেষে বিচারপতি সূর্যকান্ত এবং বিচারপতি উজ্জ্বল ভুঁইয়ার বেঞ্চ রায়দান স্থগিত রাখে।

শীর্ষ আদালতে আপ সুপ্রিমো বলেন, 'আবগারি দুর্নীতি মামলায় দীর্ঘ দু-বছর ধরে আমাকে গ্রেপ্তার করেনি সিবিআই। অথচ ওই অভিযোগে ইডি-র দায়ের করা মানি লন্ডারিং মামলায় ২৬ জুন জামিন পাওয়ার পরই আমাকে গ্রেপ্তার করে সিবিআই।' তদন্তকারীদের এই গ্রেপ্তারি পর্বকে ইনসুরেন্স অ্যারেস্ট বলেও কটাক্ষ করেছেন কেজরিওয়াল। তাঁর হয়ে এদিন শীর্ষ আদালতে সওয়াল করেন অভিষেক মনু সিংভি। ইডির দায়ের করা মানি লন্ডারিং সংক্রান্ত মামলায় কেজরিওয়ালকে সুপ্রিম কোর্ট আগেই জামিন দিয়েছে। কিন্তু দুর্নীতি দমন আইনে সিবিআইয়ের মামলার কারণে এখনও জেলবন্দি তিনি।

প্রবীণ বিজেপি নেতা লালকৃষ্ণ আদবানির কাছে দলের সভাপতি জেপি নাড্ডা। নয়াদিল্লিতে আদবানির বাড়িতে। বৃহস্পতিবার।

দিন বদলের ভাবনা

নাটকে পুরস্কৃত দুই পড়ুয়া

প্রায় দেড় মাস ধরে চলা ছোট নাটক প্রতিযোগিতার সমাপ্তি অনুষ্ঠান আয়োজিত হয় কলকাতার তপন থিয়েটারে। প্রতিযোগিতাটি শেষ হল পুরস্কার বিতরণের মাধ্যমে। হলদিবাড়ির দেওয়ানগঞ্জ উচ্চবিদ্যালয়ের দুই ছাত্রী অদ্রিজা রায় এবং মোনালি রায় সেখানে যথাক্রমে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর পুরস্কার পেয়েছে।

বাংলা থিয়েটারের আগামী শিল্পীদের খুঁজতে কলকাতা অনীক আন্তঃবিদ্যালয় বাংলা ছোট নাটক প্রতিযোগিতার আসর বসেছিল রাজ্যজুড়ে। সেখানে অংশ নিয়েছিল পশ্চিমবঙ্গের প্রায় প্রত্যেকটি জেলা থেকে মোট ৬২টি স্কুল। গত ১৩ এবং ১৪ জুলাই প্রথম পর্যায়ের প্রতিযোগিতা হয় উদয়পুরে। এরপরে বর্ধমানে দ্বিতীয় পর্যায়। হলদিবাড়ি কোলাজের উদ্যোগে তৃতীয় পর্যায়ের প্রতিযোগিতা হয়েছিল ২৭ থেকে ২৯ জুলাই। কলকাতা মুক্তাঙ্গনে চতুর্থ পর্যায়ের প্রতিযোগিতা হয়। এই চারটি পর্যায়ের যে স্কুলগুলো প্রথম স্থান অধিকার করে, সেই স্কুলগুলোর পড়ুয়ারা অংশ নেয় চূড়ান্ত পর্যায়ের প্রতিযোগিতায়। ২৫ অগাস্ট চূড়ান্ত প্রতিযোগিতার আসর বসে কলকাতা তপন থিয়েটারে। উত্তরবঙ্গ থেকে দেওয়ানগঞ্জ উচ্চবিদ্যালয় এবং নিবেদিতা আদর্শ প্রাথমিক বিদ্যালয় অংশগ্রহণ করে।

এর মধ্যে দেওয়ানগঞ্জ উচ্চবিদ্যালয়ের অদ্রিজা এবং মোনালি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'কাবুলিওয়ালা' নাটকে রহমত এবং ছোট মিনির চরিত্রে অভিনয় করে। স্কুলের শিক্ষিকা অনসূয়া সরকার জানান, শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর ক্যাটিগোরিতে অদ্রিজা দ্বিতীয় এবং মোনালি তৃতীয় স্থান অধিকার করে। অদ্রিজার ইচ্ছা পড়াশোনার পাশাপাশি নাট্যচর্চা চালিয়ে যাওয়া। মোনালি বলল, 'মঞ্চে নাটক পরিবেশন করার সময় নিজের সেরাটা তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। কিন্তু পুরস্কৃত হব, ভাবিনি।'

কলকাতা অনীকের তরফে যুগ্ম সম্পাদক অভিজিৎ সেনগুপ্ত বললেন, 'এটা প্রতিযোগিতার নামে আদতে একটা উৎসব। যেখানে এত এত ছাত্রছাত্রী স্বতঃস্ফূর্তভাবে যোগদান করেছিল।' হলদিবাড়ি কোলাজের তরফে দীপঙ্কর মণ্ডল জানান, বিদ্যালয়ে পড়াশোনার পাশাপাশি অন্যান্য কর্মসূচি ভীষণ প্রয়োজন। এই উদ্যোগ সেইজন্যই নেওয়া। এই প্রচেষ্টাকে তাঁরা এগিয়ে নিয়ে যেতে চান।

(তথ্য : অমিতকুমার রায়)

সংস্কৃতিচর্চার প্রসারে উদ্যোগ

নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির হলদিবাড়ি আঞ্চলিক শাখার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল আন্তঃবিদ্যালয় প্রতিযোগিতামূলক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। গত শনিবার হলদিবাড়ি ব্লকের হাইস্কুলগুলির পড়ুয়াদের নিয়ে বক্সিগঞ্জ আব্দুল কাদের সরকার হাইস্কুলে অনুষ্ঠানটি হয়। শুরুতে সমিতির পতাকা উত্তোলন করেন সমিতির মেখলিগঞ্জ মহকুমার সম্পাদক শ্যামল শীল। পড়ুয়াদের মধ্যে সংস্কৃতিচর্চার প্রসারে প্রতিবছরের মতো এবারও নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি জোন, মহকুমা, জেলা ও রাজ্য স্তরে বিদ্যালয়ভিত্তিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছে।

এরপর বিভিন্ন বিভাগের আবৃত্তি, সংগীত, নৃত্য, বসে আঁকো, প্রবন্ধ রচনা, তাৎক্ষণিক বক্তৃতার প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে পড়ুয়ারা। ব্লকের হলদিবাড়ি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, হলদিবাড়ি উচ্চবিদ্যালয়, ওয়াহাবুল উলুম উচ্চবিদ্যালয়, বক্সিগঞ্জ আব্দুল কাদের সরকার হাইস্কুল, কমলাকান্ত উচ্চবিদ্যালয়, দেওয়ানগঞ্জ উচ্চবিদ্যালয়, ধৈর্য্যনারায়ণ উচ্চবিদ্যালয় ইত্যাদি স্কুলের কয়েকশো পড়ুয়া অংশ নিয়েছিল অনুষ্ঠানে। পঞ্চম-ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের জন্য 'ক' বিভাগ রয়েছে। সেই বিভাগের আবৃত্তি প্রতিযোগিতার বিজয়ী হলদিবাড়ি উচ্চবিদ্যালয়ের ছাত্র উৎস কর্মকার বলল, 'আবৃত্তি আমার দারুণ পছন্দের একটা বিষয়। এই প্রতিযোগিতায় পুরস্কার জিতে আমি খুবই আনন্দিত।' আরেক বিভাগে নৃত্য প্রতিযোগিতায় সেরা হয়েছে হলদিবাড়ি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী দীপান্বিতা মণ্ডল। দীপান্বিতা জানাল, সে 'গুপী গাইন ও বাঘা বাইন' সিনেমার 'মহারাজা তোমারে সেলাম' গানটির সঙ্গে নেচেছে। দর্শকদের তার নাচ ভালো লাগায় সে খুশি। হলদিবাড়ি জোন থেকে প্রথম স্থানাধিকারীরা আগামী রবিবার জেলা স্তরের প্রতিযোগিতায় অংশ নেবে।

লিঙ্গনিরপেক্ষতার ধারণা এখনও দূরে

মৌমিতা আলম

বাইরে টুপটাপ বৃষ্টি। জানলার উলটোদিকে দাঁড়ানো গাছের উপর সবুজ মস আর অর্কিড। কেউ লাগায়নি। নিজেরাই নিজেদের মতন করে বেবাক বড় হয়ে ওঠা। বেড়ে ওঠার মধ্যে কোনও আদেখলাপনা নেই, নেই চোখে পড়ার আকুতি। রয়েছে দৃঢ় বিশ্বাস আর প্রত্যয়। ক্লাসে ঢোকার আগে দিদিমণির চোখ পড়ল, গাছটির উপর জন্মানো সবুজ মসের গালিচায় আর সেই গালিচা বেয়ে চুইয়ে পড়া বৃষ্টির জল। ক্লাসে ঢুকেই দিদিমণি জিজ্ঞেস করলেন,

এই বলো তো, টুপটাপ বৃষ্টির ইংরেজি কী? ক্যাটস অ্যান্ড ডগস- এই শব্দগুচ্ছের মানেই বা কী?

একটি মেয়ে নিজেই গুনগুন করতে করতে বলে উঠল,

টাপুর টুপুর বৃষ্টি পড়ে
নদে এল বান...

দিদিমণি না থামিয়ে বললেন, তারপর কী? পুরো ক্লাস বলে উঠল,

শিব ঠাকুরের বিয়ে হল
তিন কন্যা দান
এক কন্যা রাঁধেন বাড়েন
আরেক কন্যা খান
এক কন্যা রাগ করে
বাপের বাড়ি যান...

দিদিমণি এবার জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা বৌ রাঁধবে কেন? এমন তো হতেই পারে যে, বৌ ডাক্তার বা চাকরিজীবী। একজন ছাত্রীর কৌতূহল, তাহলে ছড়া কেমন করি হইব ম্যাডাম? দিদিমণি বললেন, চল চেষ্টা করি হচ্ছে কি না,

টাপুর টুপুর বৃষ্টি পড়ে
আকাশেও মেঘ ডাকে
শিব ঠাকুরের দেখা হলো
তিন কন্যার সাথে।
একটি কন্যা ডাক্তারি পড়ে
আরেকটি কন্যা শিক্ষক
একটি কন্যা বিমান চালায়
আকাশপথের সে রক্ষক।

হাততালি দিয়ে উঠল পুরো ক্লাস। আজকে যখন লিঙ্গনিরপেক্ষ এক সিলেবাসের আশু প্রয়োজন, তখন সমাজে চালু থাকা মিথগুলোকে প্রশ্ন করা জরুরি। সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত করা জরুরি সামগ্রিক সর্বনামের, বিশেষ করে ইংরেজি ভাষার পাঠক্রমে।

he/she- এই দুই বাইনারির বাইরে কুয়্যর, ট্রান্সজেন্ডার শিক্ষার্থীদের ভাষা প্রান্তিকতা থেকে মুক্ত করতে he/she এই বাইনারির বেড়া ভেঙে নন-বাইনারি 'they'-এর ব্যবহার পাঠ্যবইয়ে রাখা জরুরি। নিজেদের প্রকাশ করার জন্য যাতে ভাষা হাতড়াতে না হয়। তাহলে শিক্ষার অঙ্গন মুক্তাঙ্গন হয়ে উঠবে সমস্ত যৌন সংখ্যালঘু শিক্ষক, শিক্ষার্থীর জন্যই।

২০২১ সালে NCERT ট্রান্সজেন্ডার ইনক্লুশন ম্যানুয়াল প্রকাশ করে। কিন্তু NCPCR তাতে আপত্তি জানালে NCERT তা সরিয়ে নেয়। ২০২৩ সালে আউটলুক-এ প্রকাশিত সাংবাদিক স্বাতী শিখার করা একটি রিপোর্ট থেকে জানা যায়, ২০২১ সালের সেই রিপোর্টের পর নতুন করে একটি ড্রাফট প্রকাশ করে NCERT (২০২৩)।

নতুন ড্রাফটে লিঙ্গনিরপেক্ষ স্কুল ইউনিফর্ম, নিয়মিত ওয়ার্কশপ, শিক্ষক এবং শিক্ষাকর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে লিঙ্গনিরপেক্ষ পদ্ধতি, ভর্তির আবেদনপত্রে ট্রান্সজেন্ডার ক্যাটিগোরির উল্লেখ করার কথা বলা হয়। কিন্তু কুয়্যর শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে এই ড্রাফট-এ কিছুই বলা হয়নি। ড্রাফট প্রকাশিত হলেও আজ অবধি সেটার রূপায়ণের চিন্তাভাবনা পশ্চিমবঙ্গের সব সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে করা হয়েছে বলে জানা নেই।

আবারও একটি শিক্ষক দিবসের সামনে দাঁড়িয়ে শিক্ষার্থী ও শিক্ষক সমাজ। অনেক আঁধারের মাঝে এই দিনটি হয়ে উঠেছে উষ্ণতার আবেগে পরস্পরকে জানার ও শেখার প্রতিশ্রুতি নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার দিন। তবে যে আঁধারে আজ আমাদের শিক্ষা দাঁড়িয়ে, তার থেকে মুক্তি পেতে দরকার প্রশ্ন। অনেক অনেক প্রশ্ন আর উত্তরের খোঁজে ডুব দেওয়া শিক্ষক ডুবুরি। সমস্ত রকম বাইনারির বেড়া ভেঙে শিক্ষক সমাজ তো ক্লাসের এলজিবিটিকিউ কমিউনিটির শিক্ষার্থীদের সহিষ্ণুতার সঙ্গে দেখার ও একসঙ্গে চলার বার্তা দিতেই পারেন। যাতে আমার বন্ধু নাসিমা ইসলাম, পেশায় অধ্যাপক সামাজিক মাধ্যমে একটি প্রাইড ফ্ল্যাগ-এর ছবি দিলে, তাকে তার ছোটবেলার শিক্ষক মহাশয়ের প্রশ্নের সম্মুখীন হতে না হয়! যৌন সংখ্যালঘু মানুষ সম্পর্কে অজ্ঞতা কাটানোর দায়িত্ব নিতে পারেন শিক্ষক সমাজ এই শিক্ষক দিবসে। তবে সেজন্য শিক্ষকদের, নিজেদের ভাঙতে হবে অনেকখানি। তবে না ভাঙলে গড়বই বা কীভাবে? শিক্ষক মহাশয়রা শুনছেন? *(লেখক ও শিক্ষক, ময়নাগুড়ির বাসিন্দা)*

বেত না মারলেও ভয় এবং সম্মানটা জরুরি

চিরদীপা বিশ্বাস

'সঠিক শিক্ষাটা হয়তো দিয়ে উঠতে পারলাম না'...'হুমম, শিক্ষক হিসেবে আমরাই ব্যর্থ'। অটোর সহযাত্রী দুই ব্যক্তির এহেন কথোপকথন বর্তমানের হতাশাজনক সমাজ ব্যবস্থার প্রেক্ষাপটে মনটাকে বড্ড ভারাক্রান্ত করে তুলল। দেশের ভবিষ্যৎ গড়ার কারিগরদের কাছে সঠিকভাবে শাসন করার অধিকারটুকুও সীমিত। উনিশ থেকে বিশ হলেই চাকরি চলে যাওয়ার ভয় নিয়ে কোন শিক্ষকই বা নিজ দায়িত্বে একজন ছাত্রকে 'মান' এবং 'হুঁশ' যুক্ত প্রাণীতে পরিণত করার সাহস দেখাবেন।

হাতে 'বেত' থাকার অর্থই ছাত্র পিটিয়ে বেড়ানো নয়। একশোর মধ্যে যে দশজন তাঁদের ক্ষমতার অপব্যবহার করেন, তাঁদের শাস্তির বদলে গোটা ব্যবস্থাটাই পরিবর্তন করে দেওয়া আমাদের সমাজের রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে যেন। আজকাল খবরের শিরোনামে 'ছাত্রদের হাতে নিগৃহীত শিক্ষক' জ্বলজ্বল করতে দেখলে কেমন যেন ভয় ভয় করে। সর্বত্র হয়তো ছবিটা এক নয়, তবে ছবি বদলাচ্ছে নিঃসন্দেহে এবং সেটা দ্রুতগতিতে।

অন্যদিকে, মনে পড়ে সেই ক্লাস নাইনের কথা। ভীষণ ভয়ে এক গৃহশিক্ষকের কাছে পড়তে যাওয়া ছেড়ে দেওয়ায় তিনি নিজে রীতিমতো বাড়ি এসে ঘণ্টাদুয়েক ধরে বুঝিয়েছিলেন। আজকের এই ফাস্ট ফরওয়ার্ড যুগে এরকম দৃষ্টান্ত ঠিক কতগুলো রয়েছে, বড় জানতে ইচ্ছে করে। গুরুশিষ্য সম্পর্কের এই আত্মিকতাটা মাসপয়লার খামের ভেতর থাকে না, থাকে না পাঁচ সেপ্টেম্বরের পাওনা 'ডিলিশিয়াস ট্রিটে'। বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বদলে যাওয়া সমীকরণগুলো তাই প্রশ্ন জাগায়, মোটা বই পড়ে জ্ঞানী তো হয়ে উঠছি কিন্তু শিক্ষিত হচ্ছি ক'জন?

মানুষকে মানুষ বলে মনে করা, অঙ্কে দুটো নম্বর কম পেলেও শিরদাঁড়াটা যেন কোনও মূল্যেই না বিকোয়, তার হিসেব রাখা, কেউকেটা হওয়ার থেকেও সততা কতটা জরুরি- এসবের শিক্ষা বই পড়ে পাওয়া যায়? টিফিন পিরিয়ডে 'আম গাছে কেন ঢিল ছুড়লি?' বলে কানমলা খাওয়া বা অঙ্ক স্যরকে নাম ধরে ডেকে পালিয়ে যাওয়া এবং কালপ্রিটকে লুকোনোর অপরাধে পুরো ক্লাসকে নীলডাউন করিয়ে রাখার মতো তিন-চারটে স্মরণীয় ঘটনা ছাড়া ছাত্রজীবন কল্পনা করা যায়!

আজকাল উঠতি বয়সিরা অনায়াসেই পাড়ার বড় কাকু, জেঠুদের সামনে মুখে জ্বলন্ত সিগারেট ধরে চলে যাওয়ার সাহস রাখে। কাকু, জেঠুরাও অসম্মানিত হওয়ার ভয়ে আগ বাড়িয়ে শাসন করেন না, শুধু বলেন 'আমাদের সময় হলে থাবড়ে সিধে করা হত'। অথচ এঁরাই আবার সজাগ থাকেন স্কুলে গেলে যেন তাঁদের সন্তানদের 'বেতভীতি' না জন্মায়। বিগত কিছু বছর ধরে গোলকধাঁধায় ঘুরে চলেছি আমরা। সন্তানকে টিফিনে দুটো রুটি দিয়ে 'সবটা যেন নিজে শেষ করা হয়, বিলোনোর দরকার নেই' বলে আশা করছি, তারা হবে রত্ন। এর বদলে কেন এটা বোঝাচ্ছি না যে, ওই ফল বিক্রেতা কাকুটার থেকে মানবিকতা শেখো। যিনি রোজ বিনে পয়সায় রাস্তার বাচ্চাগুলোর হাতে ফল তুলে দিচ্ছেন। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষক দিবসের আড়ম্বরের আড়ালে 'মাস্টারমশাই, আপনি কিন্তু কিছুই দেখেননি'- সমাজের গলদকে স্পষ্ট করছে। তাই গোড়ায় থাকা গলদের মেরামতির জন্য শাসনের চোখরাঙানি প্রয়োজন, হাতে থাকা বেত দেখে বুক ঢিপঢিপ করা প্রয়োজন আর প্রয়োজন নিজেকে 'সবার আমি ছাত্র' ভেবে সকলের সামনে মাথা নত করে শিক্ষা নেওয়ার।

(প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী, কোচবিহারের বাসিন্দা)

রজত জয়ন্তী উদযাপন

কার্তিক দাস

১৯৯৯ থেকে ২০২৪, দীর্ঘ চড়াই উতরাই পেরিয়ে বাতাসি শ্যামধনজোত উচ্চবিদ্যালয় উদযাপন করল রজত জয়ন্তী বর্ষ। গতবছর ১ সেপ্টেম্বর উদযাপনের সূচনা হয়। তারপর বিভিন্ন সময় নানা অনুষ্ঠান হয়েছে। সমাপ্তি পর্বের উদ্বোধন হয়েছিল চলতি বছরের ৩১ অগাস্ট। ১ সেপ্টেম্বর সুজিত ভৌমিক ও সম্প্রদায়ের সংগীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে শেষ হল বছরব্যাপী উদযাপন।

২০২৩ সালে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর থেকে একাধিক কর্মসূচি নিয়েছিল স্কুল কর্তৃপক্ষ। প্রাক্তনী ও বর্তমান পড়ুয়াদের নিয়ে ফুটবল, ক্রিকেট টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয়েছিল। রক্তদান সম্পর্কে পড়ুয়াদের সচেতন করতে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজের চিকিৎসকদের উপস্থিতিতে হয় সেমিনার। খড়িবাড়ি ব্লকের ইন্টার স্কুল বিজ্ঞান মডেল প্রতিযোগিতার পাশাপাশি আঁকা, কুইজ, প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছে স্কুলের পড়ুয়ারা। স্বাধীনতা দিবসে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে অংশ নেন প্রাক্তনীরা।

উদযাপনের সমাপ্তি পর্বের প্রথম দিন বিকেলে রবীন্দ্রসংগীত, ভাওয়াইয়া গান, লোকসংগীত দেশাত্মবোধক সংগীত এবং নাচ পরিবেশন করে পড়ুয়ারা। সন্ধ্যায় মঞ্চস্থ হয় জলপাইগুড়ির 'সপ্তসুর'-এর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। দ্বিতীয় দিনের দুপুরে স্কুলের প্রাক্তনী, স্থানীয় শিল্পীদের পরিবেশিত লোকসংগীত, আধুনিক গান ও নৃত্য প্রশংসা কুড়িয়ে নেয় দর্শকদের। বিকেলে বসে বাউলগানের আসর। এছাড়া স্কুল ক্যাম্পাসে ছবি এবং মডেল প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল।

অনুষ্ঠানের সূচনা করেন খড়িবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রত্না রায় সিংহ। স্কুল চত্বরে সত্যজিৎ রায় মুক্তমঞ্চ উদ্বোধন করেন শিলিগুড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের সভাপতি দিলীপ রায়। বিদ্যালয়ের পত্রিকা 'অঙ্কুর-২৫'এর মোড়ক উন্মোচন করেন জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক তরুণকুমার সরকার।

বাতাসিতে শ্যামধনজোত উচ্চবিদ্যালয় ১৯৯৯ সালের ১ সেপ্টেম্বর জুনিয়ার হাইস্কুল হিসাবে সরকারি অনুমোদন পায়। ২০০৫ সালে মাধ্যমিক এবং ২০১৩ সালে উচ্চমাধ্যমিক স্তরে উন্নীত করা হয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটিকে। বর্তমানে বিদ্যালয়ের তিনতলা ভবন রয়েছে। শ্রেণিকক্ষের সংখ্যা ২৫। এছাড়া রয়েছে দুটি কম্পিউটার প্রশিক্ষণের কক্ষ, জিওগ্রাফি ল্যাব। ২০০৫ সালে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্বে নেন নিরঞ্জন দাস। তিনি জানালেন, এখন পড়ুয়া সংখ্যা ১০৫০। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন শৌচালয়, পরিস্রুত পানীয় জল, মিড-ডে মিল খাওয়ার ঘর সবই রয়েছে ।

২০১৫ সালে নির্মল বিদ্যালয় পুরস্কার, ২০১৬ সালে শিশুমিত্র পুরস্কার স্কুলের মুকুটে জুড়েছে পালক। ২০২২ সালে বিজ্ঞানমূলক নাট্য প্রতিযোগিতায় জেলা স্তরে প্রথম স্থান লাভ করে এই বিদ্যালয়। সাংস্কৃতিক এবং ক্রীড়াক্ষেত্রেও একাধিকবার রাজ্য স্তরের প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছে এখানকার পড়ুয়ারা।

প্রধান শিক্ষকের কথায়, 'সবকিছু সম্ভব হয়েছে স্থানীয় শিক্ষানুরাগী মানুষ, পরিচালনা সমিতি ও স্কুলের প্রত্যেক শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সহযোগিতায়।' বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি রাজেশ সরকার স্কুলের বিগত ২৫ বছরের পথ চলা নিয়ে বলতে গিয়ে সকলকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আগামীদিনে বিদ্যালয়ে সার্বিক উন্নয়নে তাঁদের এগিয়ে আসার জন্য অনুরোধ করেন।

বাতাসি শ্যামধনজোত উচ্চবিদ্যালয়

১) আলিপুরদুয়ারে বগুরিবাড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ুয়াদের নাটক।
২) ময়নাগুড়ির শহীদগড় হাইস্কুলে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।
৩) কোচবিহারের কলাবাগান হাইস্কুলে শিক্ষকরূপে পড়ুয়া।
৪) ইসলামপুরের শিবনগর কলোনি প্রাথমিক বিদ্যালয় চত্বরে অনুষ্ঠান।
ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী, অর্ঘ্য বিশ্বাস, জয়দেব দাস ও রাজু দাস।

শিক্ষককে সম্মান নানা অনুষ্ঠানে

শিলিগুড়ি, ৫ সেপ্টেম্বর : শিক্ষক দিবস পালন হল ঠিকই, কিন্তু তাতেও আরজি কর হাসপাতালের ঘটনার প্রতিবাদের রেশ বজায় থাকল। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় সরকারি, বেসরকারি শতাধিক স্কুল, কলেজের শিক্ষকরা শহরের পথে মিছিল করেন। হাসমি চকে মানববন্ধন করে শিক্ষক সমাজ তিলোত্তমার ধর্ষকদের কঠোর শাস্তির দাবিতে স্লোগান দেন ও গানের মাধ্যমে আওয়াজ তোলেন। জয়া সাহা, নবজিৎ সরকারের মতো শিক্ষক, শিক্ষিকাদের কথায়, 'বিচার যত পিছোবে, মানুষ ততই পথে নেমে আওয়াজ জোরালো করবে। এর শেষ দেখেই আমরা ছাড়ব।'

পুরনিগমের তরফে সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠানে তাঁর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন মেয়র গৌতম দেব। হায়দরপাড়া বুদ্ধভারতী স্কুলে শিক্ষক দিবস উপলক্ষ্যে রক্তদান শিবির হয়। যেখানে শিক্ষক, শিক্ষাকর্মীদের পাশাপাশি বিদ্যালয়ের প্রাক্তনীরা রক্তদান করেন। শিলিগুড়ি কলেজের বিভিন্ন বিভাগেও এদিন শিক্ষক দিবসের নানা অনুষ্ঠান হয়। তবে সাউন্ড বক্সে গান বাজিয়ে কোনও অনুষ্ঠান হয়নি।

শিক্ষক দিবসের দিনে নেতাজি গার্লস হাইস্কুলে পড়ুয়াদের জন্য ৬৫ হাজার টাকা দান করলেন অবসরপ্রাপ্ত আবগারি দপ্তরের কর্মী বিমলেন্দু দাম। এছাড়া চলতি বছরের দশম ও দ্বাদশ শ্রেণির স্কুলের প্রথম স্থানাধিকারীকে ১ হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হয়। তরাই তারাপদ আদর্শ বিদ্যালয়ে (প্রাথমিক) এদিন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলার তরফে রক্তদান ও স্বাস্থ্য শিবির হয়। বাঘা যতীন ক্লাবের সভাঘরে আয়োজিত শিবিরে শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীরা রক্তদান করেন।

এদিন, নবগ্রাম প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষকদের নিয়ে অনুষ্ঠানে এবং নর্থবেঙ্গল হ্যান্ডিকেপড রিহ্যাবিলিটেশন সোসাইটির অনুষ্ঠানে ছিল পড়ুয়াদের সাংস্কৃতিক অর্ঘ্য। শিক্ষক দিবসের দিন ৫০ বছরে পা রাখল সূর্য সেন কলোনির সারদা শিশুতীর্থ স্কুল। বিভিন্ন রকম কর্মসূচির মধ্য দিয়ে দিনটি উদযাপন করা হয়। লায়ন্স ক্লাব অফ শিলিগুড়ি গ্রেটারের তরফেও শিক্ষক দিবসের আয়োজন করা হয়েছিল।

ট্রাকচালকদের নিয়ে কর্মশালা

শিলিগুড়ি, ৫ সেপ্টেম্বর : বৃহস্পতিবার ট্রাকচালকদের নিয়ে জেলা প্রশাসন এবং পরিবহণ দপ্তরের উদ্যোগে একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়। রামকিঙ্কর হলে আয়োজিত এই কর্মশালায় মূলত ট্রাফিক নিয়ম সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে। দুর্ঘটনার সংখ্যা কমাতেই এই উদ্যোগ। মহকুমা শাসক অওধ সিংহল বলেন, 'এর আগে দার্জিলিংয়ে ট্যাক্সিচালকদের নিয়ে এধরনের কর্মশালা করা হয়েছিল। এবার ট্রাকচালকদের নিয়ে করা হল।'

মণ্ডপের পথে গণপতির প্রতিমা। বৃহস্পতিবার। শিলিগুড়ির কলেজপাড়ায় শান্তনু ভট্টাচার্যের তোলা ছবি।

দেড় মাসে তিন পুজোয় হিমসিম

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ৫ সেপ্টেম্বর : দেড় মাসের মধ্যে তিনটে পুজো। গণেশ, বিশ্বকর্মা এবং দুর্গাপুজোর প্রস্তুতি চলছে শহরজুড়ে। আয়োজকদের মতোই চরম ব্যস্ততা কুমোরটুলির শিল্পীদের। পরিস্থিতি এমন যে, গণেশ প্রতিমার সংখ্যায় কাটছাঁট করতে হচ্ছে মৃৎশিল্পীদের। অনেকে আবার গণেশ প্রতিমার সংখ্যা বাড়াতে গিয়ে কমিয়ে দিয়েছেন বিশ্বকর্মা প্রতিমার অর্ডার। মৃৎশিল্পীদের একাংশের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, হাতে পর্যাপ্ত সময় নেই। তাছাড়া অধিকাংশ কারখানায় প্রয়োজনীয় জায়গাটুকু নেই। দুশ্চিন্তা কয়েকগুণ বাড়িয়েছে বৃষ্টির পূর্বাভাস।

শেষলগ্নে গণেশ প্রতিমার খোঁজ করতে এসে নিরাশ হয়ে ফিরতে হচ্ছে পুজো উদ্যোক্তাদের। মিরিক থেকে প্রতিমা কিনতে এসেছিলেন অমর রাই। পরে বললেন, 'শুনলাম এবার নির্দিষ্ট সংখ্যায় প্রতিমা গড়া হয়েছে। তাই এখন আর অর্ডার দিয়ে যেতে পারলাম না।' শিলিগুড়ি মৃৎশিল্প উন্নয়ন সমিতির সভাপতি অধীর পালের কথায়, 'রেডিমেড কিছু ছোট আকারের গণেশ প্রতিমা রয়েছে, তবে নতুন করে অর্ডার নেওয়ার মতো পরিস্থিতি নেই।'

কথা হচ্ছিল মৃৎশিল্পী নীলু পালের সঙ্গে। তাঁর কারখানার ভেতরে এখন শুধুই বিশ্বকর্মা আর দুর্গার প্রতিমা। বাইরে দুটো বড় গণেশ প্রতিমা রাখা। নীলু বলছেন, 'অন্য বছর দশটা গড়লেও এবার দুটো গণেশ প্রতিমাই গড়েছি। কিছুদিন পরে দুর্গাপুজো। বিশ্বকর্মাপুজোরও অর্ডার রয়েছে। কারখানা ভরে গিয়েছে, প্রতিমা রাখব কোথায়? সময় এবার খুব কম।'

বৃষ্টি থেকে মূর্তি বাঁচাতে প্লাস্টিকই ভরসা। ছবি : শান্তনু ভট্টাচার্য

সময় বাড়ন্ত

- গণেশপুজো, বিশ্বকর্মাপুজো ও দুর্গাপুজোর মধ্যে ব্যবধান খুব কম
- প্রতিমা সরবরাহ করতে হিমসিম খাচ্ছেন কুমোরটুলির মৃৎশিল্পীরা

শেষমুহূর্তে দেওয়া গণেশ প্রতিমার অর্ডার বাতিল করতে হচ্ছে, জানালেন মৃৎশিল্পী উদয় দাস। তাঁর কারখানায় দশটি গণেশ প্রতিমা চোখে পড়ল। কথা বলার ফুরসত নেই। রঙের প্রলেপ লাগাতে লাগাতে বললেন, 'প্রথমদিকে কিছু গণেশ প্রতিমার অর্ডার নিয়েছিলাম। তারপর আর নিইনি। রোজ বিভিন্ন জায়গা থেকে উদ্যোক্তারা আসছেন। সবাইকে ফেরাতে হচ্ছে। কিছু করার নেই। বিশ্বকর্মা এবং দুর্গাপুজোর তো বেশি দেরি নেই।' আরেক শিল্পী পাপাই পাল অবশ্য এবার গণেশ প্রতিমার সংখ্যা বাড়িয়েছেন। গতবার ছিল সাত, এবার সেটা হয়েছে পনেরো। পাপাইয়ের কথায়, 'এবারে বিশ্বকর্মা ও দুর্গা প্রতিমা বেশি গড়ছি না। গণেশ প্রতিমার সংখ্যা তাই বাড়িয়েছি।'

শিলিগুড়ি মৃৎশিল্প উন্নয়ন সমিতির সম্পাদক মৃৎশিল্পী অশোক পাল জানালেন, পুজোগুলোর মধ্যে ব্যবধান এতটাই কম যে, চলতি বছর মৃৎশিল্পীদের যে কোনও একটিকে বেছে নিতে হচ্ছে। আর্থিকভাবে হয়তো লাভবান হবেন তাঁরা। তবে নিরাশ করতে হচ্ছে উদ্যোক্তাদের।

সমস্যা মেটাতে তৈরি হচ্ছে ২,৫০০ বেঞ্চ

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ৫ সেপ্টেম্বর : প্রাথমিক স্কুলগুলিতে বেঞ্চের সমস্যা সমাধানে উদ্যোগী হল রাজ্য সরকার। শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলায় সমস্যা মেটাতে ২,৫০০ বেঞ্চ তৈরি করা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই বিভিন্ন স্কুলে ৬০০-র বেশি 'ডুয়াল বেঞ্চ' পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। গ্রামীণ এলাকার প্রাথমিক স্কুলগুলিতেই সবচেয়ে বেশি বেঞ্চের সমস্যা দেখা দিয়েছিল। অনেক স্কুলে ডুয়াল বেঞ্চ থাকলেও তা পর্যাপ্ত পরিমাণে ছিল না।

কোন স্কুলে কত বেঞ্চ প্রয়োজন, তা উল্লেখ করে স্কুলগুলির তরফে জেলা শিক্ষা দপ্তরে চিঠি পাঠানো হয়েছিল। সেইমতো ২,৫০০ বেঞ্চ তৈরির উদ্যোগ নেয় শিক্ষা দপ্তর। বিষয়টি নিয়ে শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারম্যান দিলীপ রায় বলেন, 'স্কুলগুলিতে বেঞ্চ প্রয়োজন ছিল। সেইমতো বেঞ্চ তৈরির কাজ চলছে।'

জানা যাচ্ছে, লোহার কাঠামো দিয়ে তৈরি বেঞ্চগুলি জেলার প্রায় ৩৫০ স্কুলে পাঠানো হবে। যার মধ্যে অধিকাংশ স্কুল শিলিগুড়ি মহকুমার গ্রামীণ এলাকায়। বরাতপ্রাপ্ত সংস্থা তিন মাসের মধ্যে বেঞ্চ তৈরি করে স্কুলে পাঠিয়ে দেওয়ার কথা জানিয়েছে। প্রথম মাসেই প্রায় ৩৫ শতাংশ কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে। বেশ কয়েকটি স্কুলে ইতিমধ্যেই বেঞ্চ পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। শহরের প্রাথমিক স্কুলগুলির চেয়ে গ্রামীণ এলাকার স্কুলগুলিতে বেঞ্চের অভাব বেশি। অনেক স্কুলে থাকলেও বেঞ্চের বিভিন্ন অংশ ভাঙা। সে কারণে মাটিতে বসেই চলছিল পঠনপাঠন। বেঞ্চের ঘাটতি কমায় স্কুলগুলিতে পড়ুয়াদের হয়রানি কমবে বলেই মনে করছেন শিক্ষকরা।

ছাত্রকে স্কুলে ঢুকতে বাধা দেওয়ায় ফের বিতর্ক

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৫ সেপ্টেম্বর : ফেসিয়াল প্যারালাইসিসে আক্রান্ত শিশুর সঙ্গে বিদ্যালয়ে অমানবিক আচরণের অভিযোগ তুলে ভক্তিনগর থানার দ্বারস্থ হয়েছিল তার অভিভাবকরা। সেই পড়ুয়ার পরিবারের দাবি, পুলিশকে অভিযোগ জানানোর পর সমস্যা মেটা তো দূরের কথা, পরিস্থিতি আরও বিগড়েছে।

ওই পড়ুয়াকে স্কুলে ঢুকতে না দেওয়ার অভিযোগে এবার শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারকে চিঠি পাঠালেন তার মা। সেই চিঠির প্রতিলিপি পাঠানো হয়েছে পুরনিগমের মেয়র গৌতম দেবকেও। মায়ের বক্তব্য, 'থানায় অভিযোগ দায়েরের পর স্কুল কর্তৃপক্ষ আশ্বাস দেয়, সমস্যা মিটিয়ে নেওয়া হবে। এরপর স্কুলে গেলে বলা হয়, যাঁরা আমার সন্তানকে মানসিক নির্যাতন করেছেন, তাঁদের কাছে ক্ষমা চাইতে হবে। সেটা না মানায় ওরা আমাদের স্কুলে ঢুকতে দিতে চাইছে না। সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ে খুব চিন্তা হচ্ছে এখন।' পড়ুয়ার মায়ের চিঠি পেয়েছেন মেয়র। গৌতম এ প্রসঙ্গে বলেন, 'ওই অভিভাবক আমার সঙ্গে কথা বললে নিশ্চয়ই বিষয়টি দেখব।'

> ওই অভিভাবক আমার সঙ্গে কথা বললে নিশ্চয়ই বিষয়টি দেখব।
>
> **গৌতম দেব** *মেয়র শিলিগুড়ি পুরনিগম*

পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘটনার সূত্রপাত অগাস্টের শুরুর দিকে। পড়ুয়ার মা টিনা জুলিয়াসের দাবি, 'ছেলের ডায়েরিতে লিখে আমাদের প্রথম ডাকা হয়েছিল। স্কুলে গেলে ফাদার জানান, আমাদের ছেলে খারাপ। ঠিকমতো ক্লাসে আসে না। ছেলে ফেসিয়াল প্যারালাইসিসে আক্রান্ত, সেটা জানানো হয়। তারপর থেকে বাড়তে থাকে সমস্যা। সন্তানের ওপর মানসিক নির্যাতন শুরু হয়ে যায়।' ইচ্ছাকৃতভাবে পরীক্ষার নম্বর কমিয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ অভিভাবকের।

টিনার দাবি, 'প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারায় আমার ছেলেকে বিদ্যালয়ের এক শিক্ষক মারধর করেন।' গোটা ঘটনায় সায় দেওয়ার অভিযোগ ওঠে স্কুলের ফাদারের বিরুদ্ধেও। তারপর বাধ্য হয়ে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ভক্তিনগর থানায় পড়ুয়াকে মানসিক নির্যাতনের অভিযোগ দায়ের করেন তার অভিভাবক।

টিনার ব্যাখ্যায়, 'অভিযোগ দায়েরের পর স্কুল থেকে মিটমাট করে নেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়। সেইমতো আমি স্কুলে গেলে বলা হয়, দুজন শিক্ষকের কাছে ক্ষমা চাইতে হবে। আমি সেটা মানিনি। তাই এখন স্কুলে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না। প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করছে না প্রশাসনও।'

এ নিয়ে স্কুলের ফাদার ভিসি জোশের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলে তিনি ফোন ধরেননি। হোয়াটসঅ্যাপের মেসেজের উত্তর দেননি।

আজ শহরে

- শিলিগুড়ি ঋত্বিক নাট্য সংস্থার আয়োজনে আমন্ত্রণমূলক বিদ্যালয়-মহাবিদ্যালয় নাটক প্রতিযোগিতায় আজকের নাটক 'কাবুলিওয়ালা', 'আদাব', 'হলদিরামের পালক', 'ভালোমন্দ', 'সদ্গতি' ও 'ভদ্রাবতীর কথা' দীনবন্ধু মঞ্চে সকাল সাড়ে ১১টা থেকে। আজ অংশ নেবে বাল্মীকি বিদ্যাপীঠ হাইস্কুল, দার্জিলিং পাবলিক স্কুল, ঘোগোমালি হাইস্কুল, বাণীমন্দির রেলওয়ে স্কুল, লালবাহাদুর শাস্ত্রী হিন্দি হাইস্কুল ও শিলিগুড়ি বিবেকানন্দ বিদ্যালয়।

খাওয়ার বিল বাকি কোটি টাকা

ভাস্কর বাগচী

শিলিগুড়ি, ৫ সেপ্টেম্বর : ২০২১ সালের বিধানসভা ভোট এবং চলতি বছরে লোকসভা ভোট- দুটি বড়মাপের নির্বাচন প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত কর্মীদের খাওয়ার খরচ ছাড়িয়েছে এক কোটি টাকা। শিলিগুড়িতে সেই খাবার সরবরাহ করেছে কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়াম সংলগ্ন একটি ফুড প্লাজা। এছাড়া বছরভর ভিভিআইপিরা এখানে এলে তাঁদের সঙ্গে থাকা নিরাপত্তারক্ষীরাও খাওয়াদাওয়া সারেন সেখানে। অভিযোগ, কয়েকবছর পেরিয়ে গেলেও ওই ফুড প্লাজার ১ কোটি টাকারও বেশি বকেয়া মেটায়নি জেলা প্রশাসন। প্রায় ১ কোটি ২০ লক্ষ টাকার মধ্যে ১৯ লক্ষ টাকা মেটানোয় দেখা দিয়েছে বিরাট আর্থিক সমস্যা। এই কারণে খাবারের দোকানটি পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়ার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। এই ইস্যুতে সম্প্রতি দার্জিলিংয়ের জেলা শাসকের কাছে আবেদন জানিয়ে একটি চিঠি দেওয়া হয়।

যে কোনও নির্বাচনের সময় ভোটকর্মীদের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করে নির্বাচন কমিশন। সেটার বরাত পায় স্টেডিয়াম সংলগ্ন ফুড প্লাজাটি। ভিভিআইপিদের নিরাপত্তারক্ষীরাও এখানে খান। অভিযোগ, জেলা শাসক তথা জেলা মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিককে এর আগে বহুবার চিঠি দেওয়া হলেও বকেয়া মেটাতে প্রশাসন উদাসীন। ফুড প্লাজার তরফে দেবতোষ সান্যালের দাবি, 'একাধিকবার দার্জিলিংয়ের জেলা শাসকের অফিসে বকেয়ার জন্য গিয়েছি। প্রতিবারই আশ্বাস দেওয়া হয়েছে শুধু।'

নাভিশ্বাস ফুড প্লাজার

১ কোটি ২০ লক্ষের খাবার খেয়ে শোধ মাত্র ১৯ লক্ষ টাকা

ফুড প্লাজায় কর্মী রয়েছেন প্রায় ২০ জন। তাঁদের প্রতিমাসে বেতন দেওয়া, খাদ্যসামগ্রী কেনার মতো পরিস্থিতি আর নেই। সামনেই দুর্গাপুজো। উৎসবের আগে কর্মীদের বোনাস দিতে হবে। তবে এখন যা পরিস্থিতি, তাতে ফুড প্লাজা চালানো প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে। দেবতোষ বলছিলেন, '১ কোটি টাকা বকেয়ার বোঝা নিয়ে আর চলতে পারছি না। বহুবার জেলা প্রশাসনকে বলেছি, কাজ হয়নি। এভাবে চললে তো ফুড প্লাজাটাই বন্ধ করে দিতে হবে। পুজোয় কর্মীদের কীভাবে বোনাস দেব, সেটা বুঝতে পারছি না।'

এব্যাপারে কথা বলতে দার্জিলিংয়ের জেলা শাসক প্রীতি গোয়েলের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তিনি সাড়া দেননি।

মেরামতির দিন বদল

শিলিগুড়ি, ৫ সেপ্টেম্বর : পুজোর দিনগুলিতে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ পরিষেবা দিতে শিলিগুড়িতে প্রাক-পুজো মেরামতির কাজ শুরু করেছে রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানি। তবে, গণেশপুজোর কথা মাথায় রেখে রবীন্দ্রনগর এবং সুভাষপল্লি সাব-স্টেশন এলাকায় পূর্বনির্ধারিত সূচিতে কিছু রদবদল করা হয়েছে। বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানির শিলিগুড়ি ডিভিশনের তরফে জানানো হয়েছে, ৭ সেপ্টেম্বর রবীন্দ্রনগর সাব-স্টেশনের অধীনে থাকা সংহতি মোড়, অতুলপ্রসাদ সরণি, সুকান্তপল্লি, আশিঘর মোড়, শান্তিনগর, স্বামীজি মোড়, হরেন মুখার্জি রোড সহ সংলগ্ন এলাকায় মেরামতির কথা ছিল। এই সমস্ত এলাকায় ৭ সেপ্টেম্বরের পরিবর্তে ১৫ সেপ্টেম্বর নির্দিষ্ট সময়ে বিদ্যুৎ পরিষেবা বন্ধ রেখে মেরামতির কাজ করা হবে।

সুভাষপল্লি সাব-স্টেশনের অধীনে থাকা নেতাজি সুভাষ রোড, এজেসি বোস রোড, খেলাঘর মোড়, বিবেকানন্দ স্কুল, সূর্যনগর, ডাবগ্রাম মহিলা কলেজ, আদালত সহ পার্শ্ববর্তী এলাকায় ১০ সেপ্টেম্বরের পরিবর্তে ২১ সেপ্টেম্বর মেরামতির কাজ হবে। ফলে ওই দিন এই সমস্ত এলাকায় বিদ্যুৎ পরিষেবা ব্যাহত হবে।

বাংলা বানান নিয়ে খুঁতখুঁতে?
ভুল বাক্যগঠন, ভুল ব্যাকরণ পীড়া দেয়?
তাহলে হয়তো আপনাকেই খুঁজছি আমরা

উত্তরবঙ্গ সংবাদ
Walk-in Interview
প্রুফরিডার চাই

প্রুফরিডার চাইছে উত্তরবঙ্গ সংবাদ। বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় দখল থাকা আবশ্যিক। প্রুফরিডিংয়ে অভিজ্ঞতা থাকলে ভালো, না থাকলেও অসুবিধা নেই যদি থাকে ভাষা এবং বানান জ্ঞান আর নিজেকে যোগ্য করে তোলার আত্মবিশ্বাস।

যোগ্যতা মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক (বা সমতুল্য বোর্ড) ফার্স্ট ডিভিশন, ন্যূনতম ৫৫ শতাংশ নিয়ে স্নাতক।

যোগ্য প্রার্থীরা ১০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ (মঙ্গলবার) সকাল সাড়ে ১০টায় সিভি সহ লিখিত পরীক্ষার জন্য নীচের ঠিকানায় উপস্থিত থাকতে পারেন

উত্তরবঙ্গ সংবাদ, সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১

উজানের গড়া মূর্তিতে স্কুলে গণেশপুজো

শুভজিৎ চৌধুরী

ইসলামপুর, ৫ সেপ্টেম্বর : স্কুলে এসে টিফিনের ফাঁকে গণেশ প্রতিমা তৈরি করে শিক্ষকদের তাক লাগিয়ে দিয়েছে ১০ বছর বয়সের এক ছাত্র। গণেশ চতুর্থীতে সেই প্রতিমা পুজো দিয়ে প্রসাদ হিসেবে পড়ুয়াদের লাড্ডু খাওয়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে স্কুল কর্তৃপক্ষ। ইসলামপুর মিলনপল্লি আদিবাসী প্রাথমিক স্কুলের চতুর্থ শ্রেণির পড়ুয়া উজান দাস ছোটবেলা থেকেই ছবি আঁকতে এবং মাটির জিনিস তৈরি করতে ভালোবাসে। সে মাঝেমধ্যেই ছবি এঁকে শিক্ষকদের দেখিয়ে সুনাম কুড়িয়েছে। কিন্তু এবার দু-একদিনের মধ্যে সুন্দর গণেশ প্রতিমা তৈরি করে সকলের মন জয় করে নিয়েছে। উজানের বাবা মহাদেব দাস মৃৎশিল্পের কাজ করেন। তাই মাটি নিয়ে নাড়াচাড়া করা তার প্রতিদিনের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে।

উজান বলে, 'আমি ছোটবেলা থেকেই মাটির কাজ করতে ভালোবাসি। কিন্তু স্কুলে এসে টিফিনের ফাঁকে প্রতিমা তৈরির কাজ এই প্রথম করলাম। স্কুলে থাকা পুরাতন সরস্বতী প্রতিমার মাটি দিয়ে আমি এই গণেশ প্রতিমাটি তৈরি করেছি। এখন শুধু রঙের কাজ বাকি।' উজানের প্রতিভা দেখে স্কুলের এক শিক্ষক তাকে আঁকার প্রশিক্ষণ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। শিক্ষক সুবীর দেবনাথ বলেন, 'ওর এই প্রতিভা দেখে আমরা প্রথমে অবাক হয়ে যাই। এর আগেও কোনও প্রশিক্ষণ ছাড়াই সুন্দর সুন্দর ছবি এঁকে সে স্কুলে এনে আমাদের দেখিয়েছে। কিন্তু মূর্তি বানানোর প্রতিভা এই প্রথম আমাদের নজরে এসেছে। তাই ওকে ইসলামপুরের এক আঁকার শিক্ষকের কাছে ভর্তি করে দিয়েছি। পরের সপ্তাহ থেকে সেখানেই ওর প্রশিক্ষণ শুরু হবে। আমরা চাই যেহেতু ওর হাতের কাজ করতে এবং আঁকতে ভালো লাগে তাই সে তা নিয়েই জীবনে বড় হয়ে উঠুক।'

> আমি ছোটবেলা থেকেই মাটির কাজ করতে ভালোবাসি। কিন্তু স্কুলে এসে টিফিনের ফাঁকে প্রতিমা তৈরির কাজ এই প্রথম করলাম। স্কুলে থাকা পুরাতন সরস্বতী প্রতিমার মাটি দিয়ে আমি এই গণেশ প্রতিমাটি তৈরি করেছি।
>
> – উজান দাস

স্কুলের পুরোনো সরস্বতী প্রতিমার মাটি দিয়ে গণেশমূর্তি গড়তে ব্যস্ত চতুর্থ শ্রেণির পড়ুয়া উজান দাস।

শিক্ষারত্নপ্রাপ্ত মিলনপল্লি আদিবাসী প্রাথমিক স্কুলের প্রধান শিক্ষক জব্বার আলি বলেন, 'এত সুন্দর প্রতিমা দেখে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি গণেশ চতুর্থীতে এই প্রতিমা দিয়ে স্কুলে পুজো করা হবে। উজান ওর সব বন্ধুবান্ধবকে নিয়ে পুজো করতে চেয়েছে। তাই পুজোর পাশাপাশি সেদিন আমরা সকলকে লাড্ডু প্রসাদ খাওয়াব।'

এলইউসিসির সমস্যা মেটার ইঙ্গিত

শিলিগুড়ি, ৫ সেপ্টেম্বর : ল্যান্ড ইউজ কম্প্যাটিবিলিটি সার্টিফিকেট (এলইউসিসি) নিয়ে অবশেষে শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এসজিডিএ)-র সিইও'র সঙ্গে দেখা করলেন শিলিগুড়ির ইঞ্জিনিয়ার এবং আর্কিটেক্টরা। বৃহস্পতিবার ইঞ্জিনিয়ারস অ্যান্ড আর্কিটেক্ট অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা সিইও অভিজিৎ সিভালের সঙ্গে দেখা করতে যান। প্রথমে তাঁদের আটকে দেওয়া হলেও, পরবর্তীতে সিইও নিজেই তাঁদের ডেকে কথা বলেন। সংগঠনের তরফে সম্পাদক দুলাল নিয়োগী বলেন, 'সিইও জানিয়েছেন পুজোর আগেই সমস্যা সমাধানে কলকাতায় গিয়ে বিষয়টি নিয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলবেন।'

সিকিমের পথে খাদে গাড়ি

নিহত চার সেনাকর্মী

শিলিগুড়ি, ৫ সেপ্টেম্বর : পাহাড়ি পথে প্রাণ হারালেন চার সেনাকর্মী। বৃহস্পতিবার ঘটনাটি ঘটেছে সিকিমের রেহেনকের কাছে। সেনা সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রতিদিনের মতো এদিনও পেডং থেকে জুলুকের উদ্দেশে রওনা দিয়েছিল একটি গাড়ি। গাড়িতে একজন জুনিয়ার কমিশনারেট অফিসারের সঙ্গে ছিলেন আরও তিন সেনাকর্মী। রেহেনকের কাছে গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ৭০০-৮০০ ফুট নীচে খাদে পড়ে যায়।

ঘটনার পরেই উদ্ধারকাজ শুরু করেন স্থানীয়রা। খবর পেয়ে পৌঁছে যায় মিলিটারি হেলথ টিম। সেনাকর্মীদের উদ্ধারে নিয়ে আসা হয় হেলিকপ্টার। কপ্টারের সাহায্যে চারজনকে উদ্ধার করা সম্ভব হলেও কাউকেই বাঁচানো যায়নি। মৃতদের মধ্যে গাড়ির চালক মধ্যপ্রদেশের বাসিন্দা প্রদীপ প্যাটেল, মণিপুরের ইম্ফলের বাসিন্দা ডব্লিউ পিটার, হরিয়ানার গুরসেভ সিং এবং তামিলনাড়ুর কে থাংগাপান্ডি।

প্রাথমিকভাবে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাড়িটি দুর্ঘটনার কবলে পড়েছে বলে মনে করা হলেও দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধানে তদন্ত শুরু করেছে সেনাবাহিনী। মৃতদের পরিবারকে ঘটনাটি জানানো হয়েছে। পাশাপাশি ময়নাতদন্তের পর দেহগুলি যথাযোগ্য মর্যাদায় পরিবারের হাতে তুলে দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে।

খাদে সেনার গাড়ি। বেরিয়ে জওয়ানের হাত। বৃহস্পতিবার সিকিমে।

অন্যরকম শিক্ষক দিবস। আরজি কর কাণ্ডে দোষীর শাস্তির দাবিতে শিক্ষকদের মিছিল। ইসলামপুরে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায়। ছবি ঃ সুদীপ্ত ভৌমিক

তদন্ত কমিটি

প্রথম পাতার পর

এরপরই কলেজ অধ্যক্ষ তদন্ত কমিটি গঠন করেছেন। মেডিকেল সুপার ডাঃ সঞ্জয় মল্লিককে তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যান করা হয়েছে। কমিটির বাকি সদস্যরা হলেন, প্যাথলজি বিভাগের প্রধান ডাঃ বিদ্যুৎকৃষ্ণ গোস্বামী, ফার্মাকোলজি বিভাগের প্রধান ডাঃ অনুপম নাথগুপ্ত, ইএনটি বিভাগের প্রধান ডাঃ রাধেশ্যাম মাহাতো এবং প্রসূতি বিভাগের প্রধান ডাঃ গৌতম মুখোপাধ্যায়। তদন্ত কমিটিতে সার্জারি বিভাগের প্রতিনিধি না থাকায় প্রশ্নে দুপুরে অধ্যক্ষ বলেন, 'একটা ভুল হয়েছে। আমরা ওই কমিটিতে সার্জারি বিভাগের একজনকে যুক্ত করছি।'

এদিন থেকেই তদন্ত কমিটির কাজ শুরু করার কথা ছিল। কিন্তু কমিটির চেয়ারম্যান তথা হাসপাতাল সুপার এদিন মেডিকেলে আসেননি। ফলে কাজ শুরু করা যায়নি। সুপার ডাঃ সঞ্জয় মল্লিক রাতে বলেছেন, 'দার্জিলিং কোর্টে আমার একটা মামলার শুনানি থাকায় সেখানে যেতে হয়েছিল। ফলে এদিন মেডিকেলে যেতে পারিনি। শুক্রবার মেডিকেলে গিয়ে তদন্ত কমিটির সদস্যদের নিয়ে বৈঠক করব।' তদন্ত কমিটির এক সদস্যের কথায়, 'পরীক্ষা দুর্নীতি থেকে শুরু করে থ্রেট কালচার নিয়ে তদন্ত করতে বলা হয়েছে।'

কলেজ সূত্রের খবর, গত দু'দিনে পরীক্ষায় কারচুপি নিয়ে প্রচুর অভিযোগ জমা পড়েছে। রীতিমতো পরীক্ষার খাতার ফোটোকপিও প্রকাশ্যে চলে এসেছে। পাশাপাশি কারা কারা পড়ুয়াদের হুমকি দেন সেই নামগুলিও ধীরে ধীরে সামনে আসছে। এখানেই শাসকদলের ছাত্র সংগঠনের নেতা-নেত্রীদের পাশাপাশি কলেজ অধ্যক্ষ, ডিনের নাম জড়িয়েছে। তদন্ত কমিটি কি কলেজ অধ্যক্ষকেও সামনে বসিয়ে জেরা করবে, এই প্রশ্ন উঠছে।

তদন্ত কমিটিতে স্বাস্থ্য দপ্তরের উত্তরবঙ্গ লবি-ঘনিষ্ঠ একজন চিকিৎসক রয়েছেন বলে ডাক্তারি পড়ুয়াদের একাংশের অভিযোগ। তবে, রেসিডেন্টস ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশনের (আরডিএ) পক্ষে কৌস্তভ চক্রবর্তী বলেছেন, 'তদন্ত রিপোর্ট দেখার পরই আমরা এই নিয়ে যা বলার বলব।'

শ্লীলতাহানি

প্রথম পাতার পর

তিনি দ্রুত হাসপাতাল গেটের সামনে চলে আসেন। মেয়েকে বাইকে বসিয়ে স্বামী-স্ত্রী অভিযুক্তকে খুঁজতে থাকেন। একটু দূরে এনবিএসটি স্টেশনের সামনেই অভিযুক্তকে দেখতে পেয়ে যান তাঁরা। ছাত্রীর মা বাইক থেকে নেমেই ওই ব্যক্তিকে সটান জুতোপেটা করতে থাকেন। তখন আশপাশের লোকজনও ছুটে আসে।

ছাত্রীর মা এদিন ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, 'হাসপাতালের গেটের মতো জনবহুল এলাকায় ওই মধ্যবয়স্ক ব্যক্তি আমার মেয়ের শ্লীলতাহানির চেষ্টা করে। আমি চিৎকার করলেও কেউ এগিয়ে আসেনি। এখন আমার ভয় হচ্ছে। মেয়ে টিউশনে যায়। আমিও নানা কাজে বাইরে বের হই। যদি ফের ওই ব্যক্তি আমাদের আক্রমণ করে! তাই পুলিশের কাছে অনুরোধ করেছি ওই ব্যক্তিকে যাতে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া হয়।'

প্রত্যক্ষদর্শী রতন রায়ের দাবি, 'ওই ব্যক্তি মদ্যপ অবস্থায় ছিল বলে মনে হচ্ছিল।' গুরুত্বপূর্ণ মোড়গুলিতে পুলিশের আরও নজরদারি বাড়ানো দরকার আছে বলে মনে করেন তিনি।

এদিকে স্থানীয়রা জানিয়েছেন, ওই অভিযুক্ত ব্যক্তির বাড়ি শহরের দুলালদোকান এলাকায়। তিনি নিয়মিত মদ্যপান করেন। এমনকি তাঁর মানসিক সমস্যা থাকলেও থাকতে পারে বলে স্থানীয়দের অনুমান। যদিও গোটা বিষয়টি নিয়ে এদিন অভিযুক্তর পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাঁদের পাওয়া যায়নি।

বাংলায় ভয়ের পরিবেশ, কটাক্ষ জ্যোতিরাদিত্যের

নিজেদের বাঁচানোর চেষ্টায় 'অপরাজিতা', দাবি কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ৫ সেপ্টেম্বর : মহিলা নিরাপত্তা ইস্যুতে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন কেন্দ্রীয় টেলিযোগাযোগ এবং উত্তর-পূর্ব উন্নয়নমন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া। তাঁর অভিযোগ, 'নারী সুরক্ষা তো দূরের কথা, পুরুষরাও নিরাপদ নন বাংলায়। এই রাজ্যে আইনের শাসন নেই।'

বৃহস্পতিবার সিকিম যাওয়ার পথে বাগডোগরা বিমানবন্দরে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, 'দুঃখের বিষয়, পশ্চিমবঙ্গে গত কয়েক বছরে ভয় এবং সন্ত্রাসের পরিবেশ তৈরি করা হয়েছে। তৃণমূলের আমলে মহিলাদের খুন করার পরেও কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না, বরং অপরাধীদের বাঁচানোর চেষ্টা চলছে। কেউ নিরাপদ নয়।' নারী এবং শিশু সুরক্ষা নিশ্চিত করতে বিধানসভায় রাজ্য সরকারের 'অপরাজিতা' বিল পেশকেও কটাক্ষ করেছেন জ্যোতিরাদিত্য। সিকিমের উন্নয়ন এবং পাকিয়ং বিমানবন্দরের আধুনিকীকরণ সংক্রান্ত ইস্যুতে শুক্রবার তিনি গ্যাংটকে বৈঠক করবেন সে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রেম সিং তামাংয়ের সঙ্গে।

আরজি করের ঘটনার আবহে এখন তপ্ত বাংলার পরিবেশ। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে বিচারের দাবিতে বের হচ্ছে মিছিল। জ্বালানো হচ্ছে মোমবাতি। প্রশ্নের মুখে রাজ্যের নিরাপত্তা ব্যবস্থা, পুলিশ-প্রশাসনের ভূমিকা। একই সুর শোনা গেল কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর গলায়। সুরক্ষাক্ষেত্রে দেশের অন্যান্য রাজ্য থেকে পিছিয়েই বাংলা, দাবি জ্যোতিরাদিত্যের। তাঁর অভিযোগ, 'বাংলায় মহিলারা বিচার পান না। পুরুষদেরও ভয়কে সঙ্গী করে দিন কাটাতে হয়। গত কয়েকবছরে এমন পরিবেশ তৈরি হয়েছে। এটা বাংলার সুনাম মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছে।'

বিধানসভায় পেশ করা রাজ্যের বিল সম্পর্কে তাঁর প্রতিক্রিয়া, 'ওটা ঢঙি বিল। নিজেদের বাঁচানোর চেষ্টায় এই বিল আনা হয়েছে। বাংলার মানুষ এত বোকা নন। তাঁরা সব চালাকি ধরে ফেলেছেন।' আরজি করের ঘটনা নিয়ে বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্টে শুনানি হওয়ার কথা থাকলেও, তা হয়নি। এই কারণে আন্দোলনে পথে নামা একটা অংশ হতাশ। যদিও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মনে করেন, 'নির্যাতিতার পরিবার এবং যাঁরা আন্দোলন করছেন, প্রত্যেককে ন্যায়বিচার দেবে সুপ্রিম কোর্টই।'

গত বছরের ৪ অক্টোবর সাউথ লোনাক লেক বিপর্যয়ের জেরে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় সিকিম। উত্তর সিকিমের একাধিক জায়গা এখনও ক্ষত সারিয়ে উঠতে পারেনি। কেন্দ্রের সাহায্য চেয়ে সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে দেখা করেন সিকিমের মুখ্যমন্ত্রী প্রেম সিং তামাং। ওই বৈঠকের প্রেক্ষিতে জ্যোতিরাদিত্যের সিকিম সফর বলে মনে করা হচ্ছে। শুক্রবার সিকিমের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর বৈঠক। সিকিমের উন্নয়নের পাশাপাশি বাগডোগরা বিমানবন্দরের সঙ্গে পাকিয়ং বিমানবন্দরের যোগাযোগ স্থাপন নিয়ে আলোচনা হতে পারে বলে প্রশাসনিক সূত্রে খবর।

প্রথম স্বয়ংক্রিয় পরীক্ষা

প্রথম পাতার পর

তখন কার্যকর হয়ে এটিইএস প্রয়োজনীয় তথ্য পাঠানো শুরু করে দেবে। এটিইএসে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সভিত্তিক প্রযুক্তি থাকায় চলন্ত ট্রেনের প্রত্যেকটি গতিবিধি নিরীক্ষণ সহজ হবে। ট্রেনের অ্যাক্সেল বক্স বিয়ারিংয়ের পাশাপাশি চাকার তাপমাত্রা সেন্সরের মাধ্যমে রেকর্ড করা হবে। শুধু তাই নয়, কোন কোচে ত্রুটি ধরা পড়েছে, ওই কোচের অ্যাক্সেল নম্বর কত, সমস্ত তথ্যই পাওয়া যাবে। কোনও কোচের দরজা খোলা থাকলে বা খোলা থাকার কারণ হিসেবে ত্রুটি থাকলে তাও ক্যামেরা-সেন্সরে ধরা পড়বে। এটিইএসের প্রতিটি মাধ্যমের মধ্যে লিংক থাকায় প্রত্যেকটি পর্যায়ের কাজ নিখুঁত থেকে নিখুঁততর হবে বলে দাবি রেলকর্তাদের।

কপিঞ্জলকিশোর বলছেন, 'প্রযুক্তির এমন সাহায্যে ট্রেন নির্দিষ্ট গতি এবং সময়ে চলবে।'

কবচ অত্যন্ত ব্যয়বহুল হওয়ায় দুর্ঘটনা রোধে প্রথম পর্যায়ে এটিইএস প্রযুক্তিকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে বলে রেল সূত্রে খবর। এখন দেখার কতটা মান রাখে এই প্রযুক্তি।

৫ মিনিটের

প্রথম পাতার পর

বুধবার সেই ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। অধ্যক্ষ এবং ডিনের বিরুদ্ধে একের পর এক অভিযোগ আনতে শুরু করেন পড়ুয়ারা। একসময় ডিনের সহকর্মী অধ্যাপকরা এসেও তাঁকে চেপে ধরেন। সেই থেকেই ঘুরে যেতে থাকে আন্দোলনের রূপরেখা। ধীরে ধীরে গোটা পরিস্থিতির দায় চেপে যায় ডিনের ওপর।

বিকেল চারটা নাগাদ নিজের চেম্বারের পাশে থাকা একটি ছোট ঘরে যান অধ্যক্ষ। পেছন পেছন সেখানে যান আন্দোলনকারীদের কয়েকজন। ওই একাংশ পড়ুয়া অধ্যক্ষের বন্ধ ঘর থেকে বের হওয়ার পরই ডিনের বিরুদ্ধে আন্দোলন আরও তীব্র হতে শুরু করে। একসময় অধ্যক্ষের ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েন পড়ুয়ারা। সেইসময় ডিন অধ্যক্ষের ঘর থেকে বেরিয়ে নিজের ঘরে যান। তড়িঘড়ি সেখানে ঢুকে পড়েন পড়ুয়ারা। তাঁকে ঘিরে শুরু হয় বিক্ষোভ। সন্ধ্যা ৬টা থেকে ৭টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত ডিনের বিরুদ্ধে স্লোগানে মুখরিত হয় মেডিকেল। এরপর ৩০ মিনিট ডিনকে ভাবার সময় দিয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে যান আন্দোলনকারীরা। ঠিক রাত ৮টায় ফের এসে ডিনকে ঘিরে ধরেন তাঁরা। ঘটনাস্থল থেকে পাশের ঘরে থাকা অধ্যক্ষকে সেইসময় একাধিকবার ফোন করেন সন্দীপ। কিন্তু সেইসময় অধ্যক্ষ তাঁর ফোন ধরেননি বলে অভিযোগ। শেষে চাপের মুখে রাত ৯টায় পদত্যাগ করতে হয় ডিন এবং সহকারী ডিনকে। ডিন পদত্যাগের কথা ঘোষণা করতেই আন্দোলন গুটিয়ে নেন পড়ুয়ারা।

প্রতিবাদ তীব্র

হলদিবাড়ি, ৫ সেপ্টেম্বর : হলদিবাড়িতে আরজি কর কাণ্ডের বিরুদ্ধে আন্দোলন ক্রমশই তীব্র হচ্ছে। বুধবার জুনিয়ার ডাক্তারদের ডাকে হলদিবাড়ি শহরেও অনেকে রাত ৯টা থেকে ১০টা পর্যন্ত আলো নিভিয়ে মোমবাতি জ্বালান। মোমবাতি হাতে মহিলারা শহরের বিভিন্ন এলাকায় মিছিল করেন। শহরবাসী রাতের বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে কালীবাড়ি মোড়ের নেতাজি মূর্তির পাদদেশে মানব বন্ধনে আবদ্ধ হন।

ছাত্র নেতার কাঠপুতলি

প্রথম পাতার পর

আন্দোলনকারীদের একাংশ বলছেন, অভিযুক্তদের প্রায় প্রত্যেকেই হস্টেল মনিটর হওয়ায় তাঁদের কথাকেই মান্যতা দেওয়া হত। কিন্তু সবাই যখন আন্দোলনে নেমে একজোট হয়েছেন, একে একে সমস্ত ক্ষোভ-বিক্ষোভ বেরিয়ে আসছে। সাহিন, সৌরভ এবং টিএমসিপি'র ইউনিট সভাপতি সোহমের মতো চিকিৎসক পড়ুয়াদের বিরুদ্ধে নিয়মিত থ্রেট, এমনকি খুন ও ধর্ষণের হুমকি দেওয়ার অভিযোগও উঠেছে। গত বছর প্রথম বর্ষের এক পড়ুয়া সেবকে গিয়ে করোনেশন সেতু থেকে ঝাঁপ দিয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পিছনেও র‍্যাগিং বা থ্রেট কালচার দায়ী কি না তাও খতিয়ে দেখার দাবি উঠেছে মেডিকেলে। অধ্যক্ষের কাছে অভিযোগ জমা পড়ার পরই অভিযোগের কপি পুলিশের কাছেও গিয়েছে। অভিযুক্তদের ছবি সহ কলেজে পোস্টারও পড়েছে।

উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে দীর্ঘদিন ধরেই তৃণমূল ছাত্র পরিষদের 'দাদাগিরি' চলছে। সূত্রের খবর, অভীক এখানকার তৃণমূল ছাত্র পরিষদের নেতা থাকাকালীন গোটা কলেজে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন। অভীকের কথামতোই কলেজের কাজকর্মও পরিচালিত হত, এমন অভিযোগও রয়েছে। সেই সময় থেকেই ডিএসও থেকে শুরু করে বিরোধী ছাত্র সংগঠনগুলির সদস্যদের ওপরে অত্যাচার করেছে 'অভীক-বাহিনী'।

ডাক্তার হিসাবে বর্ধমান মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে বদলি হয়ে যাওয়ার পরেও অভীকের নিয়ন্ত্রণেই রয়েছে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ। তাঁর কথাতেই চলেন সাহিন, সৌরভ, সোহমরা। অভীকের ধাঁচেই থ্রেট কালচার এখানে এখনও চলছে। ডাক্তারি পড়ুয়াদের অনেকেই এদিন বলছিলেন, কলেজে ঢোকার পরেই টিএমসিপি করার জন্য চাপ দেওয়া হয়। কেউ বিরোধী মনোভাবাপন্ন হলে তাঁকে প্রথমে দেখে নেওয়ার হুমকি দেওয়া হয়। টিএমসিপি না করলে পাশ করানো হবে না বলে প্রথম বর্ষেই জানিয়ে দেওয়া হয়। এরপরেই হস্টেলে থাকতে না দেওয়া, ক্লাসে যাতায়াতের পথে হেনস্তা করা সহ বিভিন্নভাবে র‍্যাগিংয়ের শিকার হতে হয়। শাসকপক্ষের ছাত্র সংগঠনের কথায় কলেজ কর্তৃপক্ষও ওঠবস করে বলেও অভিযোগ পড়ুয়াদের। ডিন সন্দীপ সেনগুপ্ত অবশ্য সমস্ত অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছেন।

অন্যদিকে, ডিন পদত্যাগ করার পরদিন ইস্তফা দিয়েছেন মনিটররা। বৃহস্পতিবার ২০ জন মনিটরের ইস্তফার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন কলেজ অধ্যক্ষ।

ট্রেন থামিয়ে হাতি রক্ষা

নাগরাকাটা, ৫ সেপ্টেম্বর : রেললাইনের ওপর একসঙ্গে তিনটি হাতি দেখে থমকে গেল ট্রেন। ঘটনাটি ঘটে বৃহস্পতিবার বিকেলে মহানন্দা অভয়ারণ্য চেরা সেবক ও গুলমা স্টেশনের মাঝে। সেসময় শিলিগুড়ি জংশন থেকে বামনহাটগামী ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস ওই রুট দিয়ে যাচ্ছিল। চালক জেএন আনসারি ও সহ চালক জি ঘোষ ২৩/২-১ নম্বর পিলারের কাছে হাতিগুলিকে দেখে জরুরি ব্রেক কষে ট্রেন থামিয়ে দেন। বুনোদের দলটি লাইন পার হয়ে জঙ্গলে ঢুকে যাওয়ার পর ট্রেন ছাড়ে।

জেলার খেলা

অনূর্ধ্ব-১৬ ফুটবল শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৫ সেপ্টেম্বর : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের নীতীশ তরফদার, কল্যাণ সেনগুপ্ত, ডাঃ পিআর সেন ট্রফি অনূর্ধ্ব-১৬ আন্তঃকোচিং ক্যাম্প ফুটবল বৃহস্পতিবার শুরু হল। উদ্বোধনী ম্যাচে দেশবন্ধু স্পোর্টিং ইউনিয়ন তরাই মর্নিং ৫-০ গোলে আঠারোখাই সরোজিনী সংঘকে হারিয়েছে। কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে ম্যাচের সেরা অভিজিৎ রায় জোড়া গোল করে। তাদের বাকি গোলগুলি নিপুল বর্মন, অংশ প্রধান ও চন্দন রায়ের।

অন্য ম্যাচে শালুগাড়া নেত্রবিন্দু সংঘ ৩-২ গোলে নকশালবাড়ি ফুটবল অ্যাকাডেমির বিরুদ্ধে জয় পায়। নেত্রবিন্দুর বিশাল তামাং জোড়া গোল করে ম্যাচের সেরা হয়েছে। তাদের অন্যটি মায়ং গুরুংয়ের। নকশালবাড়ির গোল দুটি অভিজ্ঞান শৈব ও বিষ্টু শৈবর। শুক্রবার খেলবে নেতাজি ফুটবল ক্লাব-হিডেন ফুটবল অ্যাকাডেমি ও তরুণ তীর্থ-জ্যোতিনগর প্রগ্রেসিভ এফসি। প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন পুরনিগমের চেয়ারম্যান প্রতুল চক্রবর্তী, মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের সহ সভাপতি প্রবীর মণ্ডল, সচিব কুন্তল গোস্বামী, ফুটবল সচিব সৌরভ ভট্টাচার্য প্রমুখ।

জিতল তরাই

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৫ সেপ্টেম্বর : উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় ক্রীড়া পর্ষদের দাজু সেন ট্রফি আন্তঃকলেজ ফুটবলে বৃহস্পতিবার কালীপদ ঘোষ তরাই মহাবিদ্যালয় ১-০ গোলে ময়নাগুড়ি কলেজকে হারায়। ফালাকাটা কলেজের মাঠে গোল করেন বাপি বর্মন। এসি কলেজ টাইব্রেকারে ৪-৩ গোলে শিলিগুড়ি কলেজের বিরুদ্ধে জয় পায়। নির্ধারিত সময়ে ম্যাচ গোলশূন্য ছিল। ফালাকাটা কলেজ টাইব্রেকারে ৫-৪ গোলে সালেসিয়ান কলেজকে হারিয়েছে। নির্ধারিত সময়ে ম্যাচ গোলশূন্য ছিল। সুকান্ত মহাবিদ্যালয় ২-১ গোলে পরিমল মিত্র স্মৃতি মহাবিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে জয় পায়। জোড়া গোল করেন সুকান্তর বিজয় রায়। পরিমলের গোলটি অনিকেত কেরকাট্টার।

সিএবি কোচিং

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৫ সেপ্টেম্বর : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের ব্যবস্থাপনায় অনূর্ধ্ব-১৫ ও ১৮ ক্রিকেটারদের জন্য সিএবি-র ইউনিফর্ম কোচিং ১৩ থেকে ২১ সেপ্টেম্বর কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে অনুষ্ঠিত হবে। সকাল ৯ থেকে ১২টা রাখা হয়েছে অনূর্ধ্ব-১৫ বিভাগের জন্য। অনূর্ধ্ব-১৮ ক্রিকেটাররা প্রশিক্ষণের সুযোগ পাবে দুপুর ২ থেকে ৫টা পর্যন্ত। শিবিরের জন্য সিএবি একজন কোচ পাঠাবে। তাঁকে সাহায্য করার জন্য থাকবেন দুজন স্থানীয় কোচ। পরিষদের ক্রিকেট সচিব মনোজ ভার্মা বলেছেন, 'সিএবি-র নির্দেশিকা অনুযায়ী প্রতিটি বয়স বিভাগে ৪০ জন করে প্রশিক্ষণের সুযোগ পাবে। আমরা চেষ্টা করব সংখ্যাটা যদি আরও বাড়ানো যায়।'

টেবিলে রেখে যেতে থাকে...

প্রথম পাতার পর

আসল আন্তরিক প্রতিবাদীদের ভিড় যেন বেনোজলের ঢেউয়ে চাপা পড়ে না যায়! অবশ্যই প্রতিবাদ জরুরি। তবে সেখানে শাসক বা বিরোধী পার্টির সমর্থক মিশে গেলে ঘোর সর্বনাশ। লঘু হয়ে উঠবে আবেগ, আন্তরিকতার ক্লান্তিহীন সমাবেশ।

এই ধরুন না, ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তর মতো অভিনেত্রী প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে চরম লাঞ্ছনার শিকার হলেন শ্যামবাজারে। তাঁর একবার বিজেপি, একবার তৃণমূলের গা ঘেঁষাঘেঁষি নিয়ে প্রশ্ন থাকতে পারে। কিন্তু তাঁর ওপর মধ্যরাতে যেভাবে লাঞ্ছনা ও ভাষা প্রয়োগ হল, সেখানে শাসকদের দাদাবাহিনীর সঙ্গে কী ফারাক? যেভাবে তাঁর গাড়ির ওপর চড়াও হল মিছিলের প্রতিবাদীরা, তাতে মারাও যেতে পারতেন। অভিনেত্রী নিজেই বলছেন! এ তো এক নারীর নিগ্রহের প্রতিবাদ করতে গিয়ে আর এক নারী নিগ্রহ করে ফেলা!

এখন কলকাতার নাগরিক মহলে শিরদাঁড়া চর্চা চলছে খুব। পুলিশ কমিশনারের সঙ্গে বৈঠকে নকল শিরদাঁড়া নিয়ে চলে গিয়েছেন ডাক্তাররা। তাঁদের সাহসের ধন্য ধন্য হচ্ছে। বীরের সম্মান পাচ্ছেন! সত্যিই তো, আমি আপনি তো এ কাজ পারতাম না। কম কথা? লালবাজারে শিরদাঁড়া নিয়ে চলে যাওয়া!

একটা পেশার সব লোককে এভাবে মেরুদণ্ড নিয়ে অর্থহীন অপমান করা যায়? আমাদের সব পেশাতেই ধিক্কৃত লোক রয়েছে। অনেক বেশি সৎ, সাহসী লোকও। শিরদাঁড়াহীন লোক মানে মেরুদণ্ডহীন লোক। অভিধান বলে, মেরুদণ্ডহীন মানে দুর্বল ও ভীরু। আমাদের মধ্যে কি দুর্বল ও ভীরু কেউ নেই?

সংকট হল, যদি কেউ এখন বিশিষ্ট ডাক্তারদের কারও চেম্বারে এমন প্লাস্টিকের শিরদাঁড়া নিয়ে হাজির হন! বলে ওঠেন, আপনি তো স্বাস্থ্য দপ্তরের দুর্নীতি সব জেনেও কিছু বলেননি। ঘাপটি মেরে চুপ করেছিলেন। এখন সময় বুঝে তড়পাচ্ছেন। আপনার টেবিলেও আমি শিরদাঁড়াটা রেখে যাই। রেখে যাবই। ছাড়ব না।

যদি কেউ আরজি করের আন্দোলনকারী ডাক্তারদের সিনিয়ার দাদাদের চেম্বারেও এমন প্লাস্টিকের শিরদাঁড়া নিয়ে হাজির হন! বলে ওঠেন, আপনি তো আরজি করে ঘোষবাবুদের কীর্তি সব জানতেন। পর্দা ফাঁস করেননি কার ভয়ে? যদি কারও হুমকিতে চুপ করে থাকেন, সেটাও চরম অন্যায়। আপনার টেবিলেও শিরদাঁড়াটা রেখে যাই। আপনারও তো শিরদাঁড়া নেই।

এই যে আপনি বিদেশ থেকে পাতাজোড়া বিজ্ঞাপন দিয়ে প্রতিবাদ করছেন ডাক্তারদের দুর্নীতি নিয়ে। ওই যে আপনি রাজ্য সরকারের অনেক প্রকল্পের মাথা ছিলেন। এখন গলা কাঁপিয়ে প্রতিবাদী ভাষণ দিচ্ছেন। এতদিন সতীর্থদের কুকাজ জেনেও চুপ করে ছিলেন কেন? টেবিলে শিরদাঁড়া রেখে যাই?

এই যে উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে বিক্ষোভ হল, সেখানেও ওই শিরদাঁড়া থাকা না থাকার ব্যাপার। পরীক্ষা দুর্নীতির খবর বেরোনোয় অধ্যক্ষ প্রতিবাদ জানিয়ে বললেন, এ খবর ঠিক নয়। এখন আবার তিনিই তেলে জলে মিশে সবার সঙ্গে বিক্ষোভে গলা মেলাচ্ছেন। তাঁর এবং বিদ্রোহীদের টেবিলেই বা শিরদাঁড়া রাখব না কেন?

এইভাবে অনেক শিক্ষকের ক্লাসরুমে রেখে দেওয়া যায় নকল শিরদাঁড়া। শিক্ষা দুর্নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হননি কেন? কেন বঞ্চিত চাকরিপ্রার্থীদের হয়ে এভাবে উই ওয়ান্ট জাস্টিস বলতে বলতে নামেননি?

ইদানীং বহু লোকে শিরদাঁড়া শিরদাঁড়া বলে চ্যাঁচাচ্ছেন। যেন বঙ্গসমাজে প্রতিবাদী তাঁরাই। তাঁদেরই শুধু শিরদাঁড়া আছে, বাকিদের কারও নেই। তিনি বাদে সবাই মেরুদণ্ডটি বন্ধক রেখে দিয়েছে শাসকের কাছে। প্রশ্ন থাক, কোন পার্টির নেতার শিরদাঁড়া রয়েছে? তাঁদের সবাইকেই তো বড় নেতার কথা শুনে চলতে হয়। দিল্লির কথা শুনে চলতে হয়। মনে মনে গজগজ করেন। জানেন, বড় নেতার নির্দেশ হাস্যকর। তবু মেনে চলতে হয়। অনেক অযৌক্তিক কথা বলেন, যেখানে দাদা-দিদিদের অনুপ্রেরণাই মুখ্য। তা হলে সব নেতার বাড়িতেই রেখে আসা যাক শিরদাঁড়া।

অনেকে যুক্তি দেখাচ্ছেন, আগে চাপ ছিল বলেই নাকি তাঁরা এতদিন বলতে পারেননি। এখন ভয় উধাও সবাইকে বলতে দেখে। তা হলে তো আরও প্রশ্ন উঠবে, এতদিন শিরদাঁড়া জমা রেখেছিলেন কোন ব্যাংকের ভল্টে? এতদিন কি আপনি তাহলে ছিলেন মেরুদণ্ডহীন প্রাণী? এতক্ষণে মেরুদণ্ড ফিরে পেলেন।

সব পেশার লোকদেরই অপছন্দের কাজ করে যেতে হয় কোনও না কোনও সময়। পুলিশকেও। তারা আপাতত সরকারি নির্দেশে পালটা কড়া ব্যবস্থা নিচ্ছেই না। অথচ সব শহরেই যদি এভাবে নানা পেশার লোক গিয়ে পুলিশের কাছে শিরদাঁড়া রেখে আসে, আর আমরা সহনাগরিকেরা গজল শোনার ভঙ্গিতে বাহ বাহ কেয়া বাত বলতে থাকি, তা হলে কি সমাজে শৃঙ্খলা বলে কিছু থাকবে? উত্তরবঙ্গ মেডিকেলের কিছু জুনিয়ার ডাক্তারকে দেখা গেল, অবরোধের মধ্যে আঙুল তুলে কথা বলছেন অধ্যক্ষের সঙ্গে। এটা কীসের শিক্ষা? আসলে অনেকে বুঝে গিয়েছেন, এখন মস্তানি দেখালেও পুলিশ বা প্রশাসন কিছু বলবে না। নীরব থাকবে।

প্রতিবাদের মোড়কে এখন অনেকের গলায় এমন সুর, যা মানবাধিকার লঙ্ঘনের দায়ে পড়ে। শাসকদলের বিধায়ক অভিনেত্রী অত্যন্ত বিশ্রী মন্তব্য করেছিলেন। তাঁর সমালোচনায় ডাক্তারদের মঞ্চে গিয়ে অন্য অভিনেত্রীর ঘোষণা, 'ওর আর ওর পরিবারের কারও চিকিৎসা করবেন না।' ডাক্তাররা শুনলেন। পালটা প্রতিবাদ করলেন না কেউ। বললেন না, ডাক্তারদের এসব করাটা অমার্জনীয় অপরাধ। ডাক্তাররা রাজনীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার। অথচ তাঁদের একগাদা রাজনৈতিক সংগঠন। অনেক ডাক্তারই এখন বলছেন, ডাক্তারদের অনেকের প্রতিবাদ সংস্থার ভোট দখলের কথা ভেবে।

আর একটা কথা ভাবাচ্ছে খুব। ডাক্তাররা যেমন দিব্যি কাজ না করে হিরো হয়ে গেলেন, পুলিশ অফিসাররাও যদি প্রতিবাদী হয়ে শুধু অবস্থানে বসে থাকেন, তা হলে কী করব আমরা? জুনিয়ার ডাক্তাররা যেমন আউটডোরে গেলেন না, পুলিশও যদি প্রতিবাদে তিন সপ্তাহ কোনও কাজ না করে? ট্রাফিক সামলাল না। নিরাপত্তার ব্যবস্থা রাখল না। চোখের সামনে দিয়ে রোগী ফেরত গেল, অনেক ডাক্তার করলেন না কিছু। পুলিশও তেমন চোরদের দেখেও কিছু করল না। শিরদাঁড়া নিয়ে মিছিল করল শুধু। তাঁদেরও ডাক্তারদের মতো প্রতিবাদী নায়ক করে দেব তো আমরা?

শাসকরা প্রতি পদে প্রমাণ করে যাচ্ছে, তাদের দাদাগিরি ক্ষমার অযোগ্য। নৈরাজ্য দেখাতে তৎপর বিরোধীরাও করে চলেছে একই কাজ।

আসল কথা হল একটাই। তুমি আমার পক্ষে থাকলে তোমার শিরদাঁড়া আছে। আমার দিকে না থাকলে তোমার শিরদাঁড়া নেই। আমি বলব, তোমার শিরদাঁড়া নেই। সঙ্গে বলব, আমি রাজনীতির মধ্যে নেই। পুরোপুরি অরাজনৈতিক।

শিরদাঁড়া জিন্দাবাদ। রাজনীতি জিতে রহো ভাই।

হাতি-স্নানের সাক্ষী হবেন পর্যটকরা

জলপাইগুড়ি, ৫ সেপ্টেম্বর : জঙ্গলপ্রিয় পর্যটকদের জন্য খুশির খবর নিয়ে এসেছে গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগ। দুর্গাপুজোর অনেক আগেই অর্থাৎ আগামী ১৬ সেপ্টেম্বর থেকে ফের পর্যটকদের জন্য চালু হচ্ছে হাতি-স্নান। এই দৃশ্য প্রাণভরে উপভোগের পাশাপাশি তাঁদের জীবনে হয়ে থাকবে এক অনন্য অভিজ্ঞতা। অবশ্য এজন্য তাঁদের কাছ থেকে ফিও আদায় করা হবে।

গরুমারার ধূপঝোরা এলিফ্যান্ট ক্যাম্পে দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে বন্ধ ছিল এই স্নান। ফের এমন পরিষেবা চালুর খবরে শুধু পর্যটকই নয়, খুবই খুশি পর্যটন ব্যবসায়ীরাও। উত্তরের পর্যটনে বন্যপ্রাণের গুরুত্ব ও ধূপঝোরার অবদান অনস্বীকার্য। হাতি-স্নান পর্যটক মহলে যথেষ্ট জনপ্রিয়। পর্যটকদের দাবি মেনেই এলিফ্যান্ট বাথিং বা হাতি-স্নানের মতো রোমাঞ্চকর মুহূর্তের দরজা এবার ফের তাঁদের জন্য খুলে দেওয়া হচ্ছে বলে গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগের ডিএফও দ্বিজপ্রতিম সেন জানান। ২০১৯-এ করোনা শুরুর আগেই ধূপঝোরা এলিফ্যান্ট ক্যাম্পে এই পরিষেবা বন্ধ হয়ে যায়। অতীতে যেসব পর্যটক গাছবাড়িতে রাত্রিবাস করতেন না তাঁরাও মূর্তি নদীতে মাহুতের উপস্থিতিতে কুনকি হাতিদের স্নান করাতে পারতেন। কিন্তু বন সংরক্ষণের নিয়মের গেরোয় পর্যটকদের হাতি-স্নান বন্ধ করে দেয় বন দপ্তর।

লাটাগুড়ির রিসর্ট ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক দিব্যেন্দু দেব জানান, সব পর্যটক জঙ্গল সাফারিতে হাতির পিঠে সওয়ারি হতে পারেন না বা জঙ্গল সাফারিতে বহু সময় হাতির দেখা মেলে না। এক্ষেত্রে ধূপঝোরায় হাতি-স্নান ছিল দুধের স্বাদ ঘোলে মেটার মতো। এবার পুজো আগেই একটু অন্যভাবে ফের পর্যটকদের জন্য সেই পরিষেবা চালু হচ্ছে। ফলে, ডুয়ার্সে পর্যটকের ঢল নামবে বলে মনে করা হচ্ছে।

শিক্ষক দিবসে আমন্ত্রিত অঙ্কিতা

মেখলিগঞ্জ, ৫ সেপ্টেম্বর : এসএসসির চাকরি দুর্নীতি মামলায় হাইকোর্টের রায়ে চাকরি খুইয়েছেন মেখলিগঞ্জের বিধায়ক পরেশ অধিকারীর কন্যা অঙ্কিতা অধিকারী। তাঁর চাকরি দুর্নীতি নিয়ে হইচই হয়েছে রাজ্যে। তাঁর বাবার মন্ত্রিত্বও চলে গিয়েছে। তেমনি প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ও জেলে রয়েছেন। অঙ্কিতাকে নিয়ে ঘরে-বাইরে সর্বত্র ক্ষোভ রয়েছে। সেই বরখাস্ত হওয়া শিক্ষিকাই মেখলিগঞ্জ কলেজের শিক্ষক দিবসের প্রধান অতিথি ছিলেন।

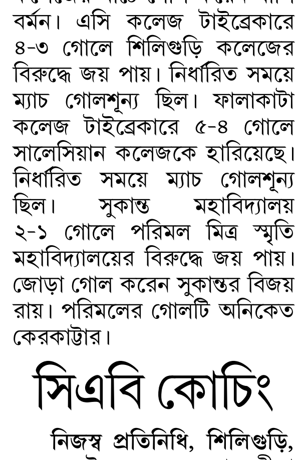

অনুষ্ঠানে প্রদীপ প্রজ্বলন থেকে শুরু করে কলেজের অধ্যক্ষের সঙ্গে কেক কাটা, সেই কেক খাওয়ানো সবই দেখা গিয়েছে এদিন। শিক্ষক দিবসের অনুষ্ঠানে অঙ্কিতার উপস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে শিক্ষা মহলে। কলেজের অধ্যক্ষ মিঠু দেব পুরোপুরি দায় ঝেরে ফেলেছেন। তাঁর বক্তব্য, 'আমরা তো শিক্ষক দিবসের অনুষ্ঠানের আয়োজন করিনি। এটা করেছে ছাত্ররা।' অঙ্কিতার উপস্থিতি নিয়ে তিনি বলেন, 'কলেজে যে কেউ শিক্ষক দিবসের দিন এসে শিক্ষকদের সম্মান জানাতেই পারেন। সেই সম্মান নিতে অসুবিধা কোথায়? অনেকেই এসেছেন, অনেক প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী এসেছে। আমরা তো কাউকে বারণ করতে পারি না।'

যদিও এ নিয়ে অঙ্কিতা অধিকারীর দাবি, তাঁকে অতিথি হিসেবে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

খেলায় আজ

১৮৮০ : দ্য ওভালে টেস্টে ক্রিকেটে অভিষেক হল ইংল্যান্ডের কিংবদন্তি ক্রিকেটার ডব্লিউজি গ্রেসের। প্রথম ইনিংসেই তিনি করলেন ১৫২ রান।

সেরা অফবিট খবর

পর্দাতেও মাহি-ম্যানিয়া

তামিল ছবিতে স্পেশাল অ্যাপিয়ারেন্স। মাত্র কয়েক সেকেন্ডের উপস্থিতি মহেন্দ্র সিং ধোনির। আর তা নিয়েই ভক্তদের মধ্যে রীতিমতো তোলপাড়। বৃহস্পতিবার মুক্তিপ্রাপ্ত তামিল ছবির মহাতারকা বিজয় থলাপথির 'গোট' মুভিতে কয়েক সেকেন্ডের জন্য দেখা গিয়েছে চেন্নাই সুপার কিংসের প্রিয় 'থালা'-কে। তবে সরাসরি নয়। আইপিএলে চেন্নাইয়ের হয়ে হলুদ জার্সিতে 'ক্যাপ্টেন কুলের' ব্যাট করতে নামার দৃশ্য ব্যবহার করা হয়েছে 'গোট'-এ। মাহি-আবেগ উসকে দিতে সেটাই যথেষ্ট।

ভাইরাল

ভাইয়ের শতরানে দাদার উচ্ছ্বাস

দলীপ ট্রফির প্রথম দিন ইন্ডিয়া 'এ'-র বিরুদ্ধে ৯৪ রানে ৭ উইকেট পড়ে গিয়েছিল ইন্ডিয়া 'বি'-র। সেখান থেকেই টেল এন্ডার নভদীপ সাইনিকে নিয়ে শতরান করেন মুশির খান। ম্যাচে সরফরাজ খান রান না পেলেও কঠিন পরিস্থিতিতে ভাইয়ের শতরানে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে আলোচনায় এসেছেন।

উত্তরের মুখ

শিলিগুড়ি মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের আন্তঃ কোচিং ক্যাম্প অনূর্ধ্ব-১৬ ফুটবলে অভিজিৎ রায় (মাঝে) জোড়া গোল করে ম্যাচের সেরা হয়েছে। ম্যাচে তার দল দেশবন্ধু স্পোর্টিং ইউনিয়ন ৫-০ গোলে চূর্ণ করে আঠারোখাই সরোজিনী সংঘকে।

সংখ্যায় চমক

১০

টি২০ বিশ্বকাপের এশিয়ান কোয়ালিফায়ারে সিঙ্গাপুরের বিরুদ্ধে মঙ্গোলিয়া ১০ রানে অল আউট হয়। যা পুরুষদের আন্তর্জাতিক টি২০ ক্রিকেটে যুগ্মভাবে সর্বনিম্ন রান। জবাবে সিঙ্গাপুর মাত্র ৫ বলে ১ উইকেট হারিয়ে জয়ের রান তুলে নেয়।

সেরা উক্তি

মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের উচিত অবিলম্বে আনোয়ারের বিকল্প ডিফেন্ডার সই করানো। না হলে ডিফেন্স নিয়ে চিন্তা থেকে যাবে।

- হোসে রামিরেজ ব্যারেটো,
(মোহনবাগান ডিফেন্সের দুর্বলতা প্রসঙ্গে)

স্পোর্টস কুইজ

১. বলুন তো ইনি কে?

২. টেস্ট ক্রিকেটে ভারতের হয়ে প্রথম কে ইনিংসে পাঁচ উইকেট নিয়েছেন?

■ উত্তর পাঠান এই হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে ৯৩৩৯৬৮৬৭৫৯। আজ বিকাল ৫টার মধ্যে। ফোন করার প্রয়োজন নেই। সঠিক উত্তরদাতার নাম ছাপা হবে উত্তরবঙ্গ সংবাদে।

সঠিক উত্তর

১. রিকি পন্টিং, ২. জিকসন সিং।

সঠিক উত্তরদাতারা

পার্থ শ্রেয়াংশ সিনহা, প্রবীর সাহা, পিয়ালি দেবনাথ, শ্রীতমা কুণ্ডু, সমীর বাগচী, সবুজ উপাধ্যায়, শাশ্বত গোপ, তোতন ঋষি কেয়া, ভাস্কর বসাক, মিঠু সিনহা, ডিআরবি বসাক, নীলরতন হালদার, অসীম হালদার, নিবেদিতা হালদার, নীলেশ হালদার, নির্মল সরকার, অমৃত হালদার, সমরেশ বিশ্বাস, বীথিকা দাস, বিক্রম বসাক, অরুণ বিশ্বাস, পৌলোমী সাহা, অভিদীপ্ত বসু, চিত্রা বসাক, কৌশোভ দে, বিস্ময়কুমার সাহা।

হতাশা নিয়ে কোর্ট ছাড়ছেন ইগা সোয়াতেক।

বিদায় পয়লা নম্বর সোয়াতেকের

নিউ ইয়র্ক, ৫ সেপ্টেম্বর : প্রতিটি গ্র্যান্ড স্ল্যামে এক-দুইটি ম্যাচ থাকে যা নিয়ে প্রবল উৎসাহ তৈরি হয় টেনিস বিশ্বে। চলতি ইউএস ওপেনে সেই 'দ্য ম্যাচ' ছিল কোয়ার্টার ফাইনালে। কারণ ২৪টি গ্র্যান্ড স্ল্যামের মালিক নোভাক জকোভিচ, বর্তমান টেনিসের পোস্টারবয় স্পেনের কার্লোস আলকারাজ গার্ফিয়া আগেই প্রতিযোগিতা থেকে ছিটকে গিয়েছেন। কোয়ার্টার ফাইনালে বিশ্বের পয়লা নম্বর ইতালির জানিক সিনার ও আলকারাজদের ভিড়ে গত দেড় বছরে একটু আড়ালে চলে যাওয়া রাশিয়ার ড্যানিল মেদভেদেভের দ্বৈরথ যে জিতবে সে পুরুষদের সিঙ্গলসে চ্যাম্পিয়ন হবে- এমনটাই অনুমান বিশেষজ্ঞদের। টেনিসবোদ্ধাদের ভবিষ্যদ্বাণী মিলবে কি না, উত্তর সময়ই দেবে। কিন্তু বৃহস্পতিবার মেদভেদেভকে চার সেটের লড়াইয়ে হারিয়ে প্রথমবার ইউএস ওপেনের সেমিফাইনালে উঠলেন সিনার। ২ ঘণ্টা ৩৯ মিনিটের লড়াই শেষে সিনারের পক্ষে স্কোরলাইন ৬-২, ১-৬, ৬-১, ৬-৪।

চলতি বছর গ্র্যান্ড স্ল্যামে মেদভেদেভ-সিনারের মুখোমুখি সাক্ষাৎকারের স্কোরলাইন ১-১। অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের ফাইনালে মেদভেদেভকে হারিয়েছিলেন সিনার। উইম্বলডনের প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে যার বদলা নিয়েছিলেন ড্যানিল। ফলে দ্বৈরথে কে এগিয়ে যান, সেদিকে নজর ছিল। আদতে টেনিস কোর্টে দাবা খেললেন সিনার! ড্রপশটগুলি খুব বুদ্ধি করে ব্যবহার করলেন। যার প্রমাণ ৩৩-এর মধ্যে ২৮টি নেট পয়েন্ট অর্জন সিনারের। ইতালিয়ান তারকার এই চালেই মাত হয়ে গেলেন মেদভেদেভ। সঙ্গে মেদভেদেভের ৫৭টি আনফোর্সড এরর সিনারের কাজ অনেকটাই সহজ করে দেয়। সার্কিটের চতুর্থ সক্রিয় খেলোয়াড় হিসেবে চারটি গ্র্যান্ড স্ল্যামেরই সেমিফাইনালে জায়গা পেলেন সিনার। শুধু তাই, সিনার তৃতীয় ইতালিয়ান যিনি ইউএস ওপেনের শেষ চারের টিকিট অর্জন করলেন।

সিনারের মতোই প্রথমবার টুর্নামেন্টের সেমিফাইনালে পৌঁছালেন গ্রেট ব্রিটেনের জ্যাক ড্র্যাপার। চলতি মরশুমে যে ফর্মে সিনার রয়েছেন তাতে তাঁর ফাইনালে উঠতে খুব একটা অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। ফলে বৃহস্পতিবারের পর

সেমিফাইনালে কেউ ফেভারিট নয় : সিনার

টেনিসমহল ধরেই নিয়েছে, কেরিয়ারের দ্বিতীয় গ্র্যান্ড স্ল্যাম জেতা সিনারের জন্য এখন সময়ের অপেক্ষা।

এখানেই আপত্তি ২৩ বছরের সিনারের। খেতাবের দাবিদার তো নয়ই, সেমিফাইনালেও নিজেকে এগিয়ে রাখছেন না তিনি। সিনারের কথায়, 'গ্র্যান্ড স্ল্যামের প্রি-কোয়ার্টার ফাইনাল, কোয়ার্টার ফাইনালে যারা ওঠে, প্রত্যেকেই খেতাবের দাবিদার। তাই সেমিফাইনালে কেউ ফেভারিট নয়। কোনও জয়ের পরই নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না। প্রত্যেক প্রতিপক্ষকে সামলানোর আলাদা রাস্তা খুঁজতে হয়। সেমিফাইনালে আমাকেও সেটাই করতে হবে।'

গত মাসে মন্ট্রিল ওপেনে ড্র্যাপারের সঙ্গে ডাবলস খেলেছিলেন সিনার। এবার সেমিফাইনালের প্রতিপক্ষ সম্পর্কে সিনার বলেছেন, 'ড্র্যাপারের সার্ভিস, ফোরহ্যান্ড ভালো। ব্যাকহ্যান্ড বেশ সলিড। সার্ভ অ্যান্ড ভলিতে পয়েন্ট নেওয়ার চেষ্টা করে। ড্রপশটে বৈচিত্র্য দেখায়। সবমিলিয়ে কমপ্লিট প্যাকেজ। দুইজনের জন্যই কঠিন ম্যাচ হবে। প্রথম, দ্বিতীয় রাউন্ডের চেয়ে সেমিফাইনাল আলাদা। মানসিক শক্তির পরীক্ষা হবে এই ম্যাচে।'

অ্যান্ডি মারের পর দ্বিতীয় ব্রিটিশ হিসেবে ইউএস ওপেনের সেমিফাইনালে উঠলেন ২২ বছরের ড্র্যাপার। আর্থার অ্যাশ স্টেডিয়ামে ২ ঘণ্টা ৭ মিনিটের লড়াইয়ে স্ট্রেট সেটে হারালেন অস্ট্রেলিয়ার অ্যালেক্স ডি মিনাউরকে। ড্র্যাপারের পক্ষে স্কোরলাইন ৬-৩, ৭-৫, ৬-২। মিনাউরের বিরুদ্ধে প্রথম জয় ও প্রথমবার গ্র্যান্ড স্ল্যামের সেমিফাইনালে পৌঁছানোর পর ঘোরের মধ্যে রয়েছেন ড্র্যাপার। বলেছেন, 'অবিশ্বাস্য অনুভূতি। বিশ্বের সেরা টেনিস কোর্টে প্রথমবার খেললাম। প্রথমবার গ্র্যান্ড স্ল্যামে শেষ চারের টিকিট পেলাম। স্বপ্নের মতো লাগছে। আজ শারীরিকভাবে দুর্দান্ত অবস্থায় ছিলাম। অতীতে মিনাউর এই জায়গায় আমাকে টেক্কা দিয়েছে।'

মহিলাদের সিঙ্গলসে অবশ্য এক বনাম দুইয়ের ফাইনাল হচ্ছে না। কারণ বিশ্বের পয়লা নম্বর ইগা সোয়াতেককে ৬-২, ৬-৪ গেমে হারিয়ে প্রথমবার গ্র্যান্ড স্ল্যামের সেমিফাইনালে উঠেছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জেসিকা পেগুলা। শেষ চারে তাঁর প্রতিপক্ষ ক্যারোলিনা মুচোভা।

নতুন লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছেন জানিক সিনার।

কর প্রদানে ধোনিকে টেক্কা কোহলির

নয়াদিল্লি, ৫ সেপ্টেম্বর : কর প্রদানে মহেন্দ্র সিং ধোনি, শচীন তেন্ডুলকারকে অনেকটাই পিছনে ফেলে দিলেন বিরাট কোহলি। ২০২৩-'২৪ অর্থবর্ষে মাহি ৩৮ কোটি টাকা কর দিয়েছেন। শচীনের প্রদেয় করের পরিমাণ ২৮ কোটি। তবে ভারতীয় ক্রিকেটারদের মধ্যে সর্বাধিক ৬৬ কোটি টাকা কর দিয়েছেন বিরাটই। যা ধোনি-শচীনের প্রদেয় করের সমান।

জাতীয় দলের পাশাপাশি আইপিএল থেকে বড় অঙ্কের আয় করে থাকেন ভারতীয় খেলোয়াড়রা। রয়েছে একঝাঁক বিজ্ঞাপন চুক্তিও। আকাশচুম্বী আয়ের প্রতিফলন কর প্রদানের তালিকায়। 'ফরচুন ইন্ডিয়া'-র রিপোর্ট অনুযায়ী ভারতীয় ক্রীড়াবিদদের মধ্যে ক্রিকেটারদের উপস্থিতি বেশি কর প্রদানের শীর্ষতালিকায়। একনম্বরে বিরাট।

শচীনের থেকে খুব বেশি পিছিয়ে নেই সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। প্রাক্তন অধিনায়ক তথা বোর্ড সভাপতি সৌরভের করের অঙ্ক ২৩ কোটি। ২০২৩-'২৪ অর্থবর্ষে হার্দিক পান্ডিয়া ও ঋষভ পন্থ যথাক্রমে ১২ ও ১০ কোটি টাকা কর দিয়েছেন।

ক্রিকেটারদের করের (২০২৩-'২৪) তালিকা

বিরাট কোহলি	৬৬ কোটি
মহেন্দ্র সিং ধোনি	৩৮ কোটি
শচীন তেন্ডুলকার	২৮ কোটি
সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়	২৩ কোটি
হার্দিক পান্ডিয়া	১২ কোটি
ঋষভ পন্থ	১০ কোটি

ক্রিকেট থেকে দূরে থেকেও আলোচনায় বিরাট কোহলি।

তিন ফরম্যাটে বিরাটই পছন্দ গিলক্রিস্টের

নয়াদিল্লি, ৫ সেপ্টেম্বর : কয়েকদিন আগে বিরাট কোহলি, জো রুটের টেস্ট পরিসংখ্যান পোস্ট করে বিতর্ক উসকে দিয়েছিলেন মাইকেল ভন। লাল বলের ফরম্যাটে বিরাটের থেকে রুটের দাপটের দাবি করে বিরাগভাজন হয়েছিলেন কোহলি-ভক্তদের কাছে। এদিন বিরাট না রুট, কে কোন ফর্ম্যাটে এগিয়ে, তা নিয়ে অ্যাডাম গিলক্রিস্টের সঙ্গে তর্কযুদ্ধে জড়ান ভন।

'ক্লাব প্রাইরি ফায়ার' পডকাস্টে বিরাট-রুটকে নিয়ে দুই প্রাক্তনের রীতিমতো তর্কযুদ্ধ। যেখানে গিলক্রিস্টের ভোট প্রাক্তন ভারত অধিনায়কের দিকে। স্বদেশীয়কে সমর্থন

টেস্টে রুটকে সেরা বলছেন ভন

ভনের। শেষপর্যন্ত দুইজন একমত হন, সাদা বলের জোড়া ফরম্যাটে বিরাট অনেকটাই এগিয়ে। তবে টেস্টে ভনের বাজি রুট, গিলির বিরাটই।

কিছুদিন আগে ওডিআই সেঞ্চুরিতে শচীন তেন্ডুলকারকে পিছনে ফেলেছিলেন বিরাট। রুটের সামনে হাতছানি মাস্টার ব্লাস্টারের সর্বাধিক টেস্ট রানের নজির। বর্তমান প্রজন্মের দুই সেরাকে নিয়ে আলোচনায় নিজেদের মতামত ভাগ করতে গিয়ে বিপরীত মেরুতে গিলক্রিস্ট, ভন।

টি২০ ফরম্যাটে কে সেরা? প্রশ্নের জবাবে মাইকেল ভন স্বীকার করেন, বিরাটের শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে প্রশ্ন নেই। রুটের অনেকটাই আগে রাখলেন বিরাটকে। গিলক্রিস্ট অপরদিকে বলেছেন, 'সংক্ষিপ্ততম ফরম্যাটে দুইজনের মধ্যে নিশ্চিতভাবে এগিয়ে বিরাট। ওকেই বেছে নেব। আর পঞ্চাশ ওভারের ক্রিকেটেও বিরাটের পক্ষে যাব।' অস্ট্রেলীয় কিংবদন্তি উইকেটকিপার-ব্যাটারের যে দাবি অস্বীকার করতে পারেননি ভনও।

টেস্টে 'ফ্যাব ফোর'-এর দুই তারকার মধ্যে সেরা বাছতে বসে রীতিমতো বাগযুদ্ধ। ভনের যুক্তি, 'টেস্ট ক্রিকেটে রুট নিশ্চিতভাবেই এগিয়ে।' জবাবে গিলি বলেছেন, 'সাম্প্রতিক ফর্ম ধরলে অবশ্য রুট। নিঃসন্দেহে ইংল্যান্ডের সর্বকালের সেরা ব্যাটার। তবে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে বিরাটের সাফল্য অস্বীকার করা মুশকিল।'

পারথে বিরাটের সেঞ্চুরি ইনিংসের কথাও তুলে ধরেন গিলক্রিস্ট। দাবি, ওয়াকাতে খেলা বিরাটের যে ইনিংসটা অন্য জগতের ছিল। তাঁর দেখা অন্যতম সেরা টেস্ট ইনিংস। তাই তাঁর ভোট বিরাটের দিকেই থাকবে। এরপর ভনের দিকে পালটা প্রশ্ন ছুড়ে দেন গিলি। মনে করিয়ে দেন, স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশে রুটের কোনও সেঞ্চুরি নেই।

নাছোড় ভন অবশ্য টেস্টের মুকুট বিরাটকে দিতে নারাজ। পালটা দাবি, অস্ট্রেলিয়ায় বিরাটের সেঞ্চুরি আছে, রুটের নেই, সব ঠিক আছে। কিন্তু টেস্টে তাঁর সেরা রুটই। ভারতের মাটিতে জো রুটের রেকর্ড সেটাই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়।

নতুন ইনিংস শুরুর আগে স্ত্রী রিভাভার সঙ্গে পুরোনো ছবি পোস্ট করলেন রবীন্দ্র জাদেজা।

বিজেপিতে যোগ দিলেন জাদেজা

রাজকোট, ৫ সেপ্টেম্বর : দলীপ ট্রফি থেকে আচমকা সরে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের তরফে বলা হয়েছিল, একান্ত ব্যক্তিগত কারণে দলীপে খেলছেন না রবীন্দ্র জাদেজা। আর সেই সময় থেকেই টিম ইন্ডিয়ার অলরাউন্ডারকে নিয়ে শুরু হয়েছিল জল্পনা। আজ যার অবসান হল। জাড্ডুর স্ত্রী তথা জামনগরের বিধায়ক রিভাভা জাদেজা আজ সন্ধ্যার দিকে ঘোষণা করেছেন, তাঁর স্বামী রবীন্দ্র বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন। আপাতত দলের প্রাথমিক স্তরের সদস্য হয়েছেন ভারতীয় অলরাউন্ডার। স্যর জাদেজার আচমকা বিজেপিতে যোগদান নিশ্চিতভাবেই তাৎপর্যপূর্ণ। সূত্রের খবর, জাদেজাকে নিয়ে বৃহত্তর ভাবনা ও পরিকল্পনা রয়েছে নরেন্দ্র মোদি, অমিত শা-দের।

বার্বাডোজে বিশ্বজয়ের রাতেই প্রথমে বিরাট কোহলি, কিছু সময় পর অধিনায়ক রোহিত শর্মা ও পরদিন জাদেজা কুড়ির ক্রিকেট থেকে অবসর নেন। রোহিত-বিরাটদের মতোই জাদেজাও একদিনের ক্রিকেট ও টেস্ট চালিয়ে যাবেন। ১৯ সেপ্টেম্বর থেকে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ রয়েছে টিম ইন্ডিয়ার। তার আগে জাড্ডুর বিজেপিতে যোগদানের সিদ্ধান্ত চমকপ্রদ। তাঁর স্ত্রী রিভাভা বিজেপিতে যোগদানের খবর জানিয়ে আজ বলেছেন, 'জামনগর বিধানসভা এলাকায় সদস্য সংগ্রহের নয়া কর্মসূচি গ্রহণ করেছি আমরা। আমার বাড়ি থেকেই সেই যাত্রা শুরু হল। রবীন্দ্র আজ বিজেপিতে যোগ দিয়েছে।' উল্লেখ্য, জাড্ডুর স্ত্রী রিভাভা ২০১৯ সালে বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন। ২০২২ সালে জামনগর বিধানসভা থেকে ভোটে জিতে বিধায়ক হন তিনি।

ইংল্যান্ড অধিনায়ক সল্ট

লন্ডন, ৫ সেপ্টেম্বর : পায়ের পেশিতে চোট রয়েছে। এই চোটের কারণেই ঘরের মাঠে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে আসন্ন সিরিজে ইংল্যান্ড দলকে নেতৃত্ব দিতে পারছেন না জস বাটলার। তাঁর পরিবর্ত হিসেবে ইসিবি-র তরফে আজ ইংল্যান্ড দলের কার্যনির্বাহী অধিনায়ক হিসেবে উইকেটকিপার-ব্যাটার ফিল সল্টের নাম ঘোষণা করা হয়েছে। দলকে নেতৃত্ব দেওয়ার বিশাল অভিজ্ঞতা না থাকলেও সম্প্রতি বিলেতের ঘরোয়া ক্রিকেটে অধিনায়কত্ব করেছেন সল্ট। সঙ্গে উইকেটকিপিংয়ের দায়িত্বও সামলেছিলেন। সেকথা মাথায় রেখেই আজ ইসিবির তরফে অজিদের বিরুদ্ধে আসন্ন টি২০ সিরিজে সল্টকে নেতৃত্বের দায়িত্ব দেওয়া হল। নয়া দায়িত্ব পাওয়ার পর কলকাতা নাইট রাইডার্সের ওপেনিং ব্যাটার বলেছেন, 'জাতীয় দলকে নেতৃত্ব দেওয়ার সুযোগ বিরাট গর্বের বিষয়। নতুন চ্যালেঞ্জের জন্য আমি তৈরি।'

আশা দেখাচ্ছেন আকাশ-অভিষেক

দলীপে মুশিরের শতরান

বেঙ্গালুরু ও অনন্তপুর, ৫ সেপ্টেম্বর : ভারতীয় ক্রিকেটের নতুন তারকা বলা হচ্ছে।

চলতি বছরে তাঁর দুরন্ত ফর্ম, পরিণত ক্রিকেট বারবার তারিফ কুড়িয়েছে। যুব বিশ্বকাপের পর মুম্বইয়ের হয়ে ঘরোয়া ক্রিকেটে রানের বন্যা। দলীপ ট্রফির অভিষেক ম্যাচেও সেই ধারা অব্যাহত সবে উনিশে পা রাখা মুশির খানের। পেস সহায়ক সবুজ পিচে পেসারদের দাপটে সিনিয়ার সতীর্থদের ঠকঠকানির মাঝে পরিণত ব্যাটিংয়ে আগামীর তারকা হয়ে ওঠার প্রতিশ্রুতি মুশিরের।

বেঙ্গালুরুতে অনুষ্ঠিত ভারতীয় 'এ' বনাম 'বি' দলের ম্যাচের প্রথম দিনে ১০৫ রানে অপরাজিত মুশির। খলিল আহমেদ, আকাশ দীপ, আবেশ খান—ভারতীয় দলে খেলা পেসত্রয়ীর দাপটে ব্যাটিং রীতিমতো কঠিন হয়ে পড়ে। যার ধাক্কায় একসময় ৯৪/৭ অভিমন্যু ঈশ্বরণের নেতৃত্বাধীন 'বি' দল।

যশস্বী জয়সওয়াল ভালো শুরু করেও ৩০-এ আটকে যান। খলিল, আকাশদের পেস-সুইং সামলাতে ব্যর্থ ঈশ্বরণ (১৩), সরফরাজ খান (৯), নীতীশকুমার রেড্ডি (০), ওয়াশিংটন সুন্দররা (০)। বিগড়ে যায় ১ বছর ৯ মাস পর ঋষভ পন্থের (৭) লাল বলের ফর্ম্যাটে প্রত্যাবর্তন। আকাশকে অনসাইডে মারতে গিয়ে বল হাওয়ায় চলে যায়। অনেকটা দৌড়ে ঝাঁপিয়ে ক্যাচ ধরেন শুভমান।

৯৪/৭ থেকে টিনএজার মুশিরের বুক চিতিয়ে লড়াই, পরিণত ক্রিকেট। অস্ট্রেলিয়া সফরের কথা মাথায় রেখে দলীপ ট্রফি বাউন্সি, পেস সহায়ক পিচে করা হচ্ছে। ব্যাটারদের প্রস্তুতির পাশাপাশি পেস বোলারদের পরখ করার প্রয়াস। কঠিন সেই পিচে লাঞ্চের আগে ক্রিজ আঁকড়ে পড়ে থাকলেন সরফরাজ খানের ভাই মুশির। সেট হওয়ার পর মাঝের সেশনে বোঝালেন কেন তাঁকে নিয়ে এত উচ্ছ্বসিত ক্রিকেটমহল। নভদীপ সাইনিকে (অপরাজিত ২৯) সঙ্গী করে অবিচ্ছিন্ন অষ্টম উইকেটে ১০৮ রান যোগ করে কোণঠাসা দলকে ২০২/৭ স্কোরে পৌঁছে দেন। দুটি করে উইকেট নেন আকাশ, খলিল, আবেশ।

অপরদিকে অনন্তপুরে অনুষ্ঠিত 'ডি' বনাম 'সি' দলের ম্যাচে প্রথম দিনটা একান্তভাবেই অক্ষর প্যাটেলের। প্রথমে ব্যাট হাতে দলের ব্যাটিং-বিপর্যয়ের মাঝে ৮৬ রানের ইনিংস খেলেন শ্রেয়স আইয়ারের নেতৃত্বাধীন টিম 'ডি'-র হয়ে। অক্ষরের পাশে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ১৩! নিট ফল, অক্ষরের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও মাত্র ১৬৪ রানে গুটিয়ে যায় শ্রেয়সের 'ডি' দল।

বাংলাদেশ সিরিজের আগে প্রস্তুতির সুযোগ এদিন হাতছাড়া করেন শ্রেয়স (৯)। দেবদূত পাড়িক্কাল রানের খাতা খুলতে ব্যর্থ। শ্রীকর ভরত, সারাংশ জৈনরা আনলাকি থার্টিনে আটকে যান। প্রতিপক্ষকে ১৬৪-তে অলআউট করেও স্বস্তিতে নেই রুতুরাজ গায়কোয়াড়ের 'সি' দল। দিনের শেষে তাঁদের স্কোর ৯১/৪। নতুন বলে রুতুরাজ গায়কোয়াড় (৫) ও সাই সুদর্শনকে (৭) ফেরান কেকেআরের পেসার হর্ষিত রানা।

জোড়া উইকেট অক্ষরের ঝোলাতেও। টি২০ বিশ্বকাপ থেকে টিম ইন্ডিয়ার জার্সিতে অক্ষরের পারফরমেন্স গ্রাফ ঊর্ধ্বমুখী। ব্যাটে-বলে দাপট দেখাচ্ছেন। দলীপ ট্রফিতেও এদিন যার ব্যতিক্রম হল না। রবীন্দ্র জাদেজার 'বিকল্প' হয়ে ওঠার প্রয়াসে ভরসা জোগালেন ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টকে। ৪৩/৪ থেকে অন্তিম সেশনে ভারতীয় 'সি' দলের হয়ে প্রতিরোধ বলতে বাংলার অভিষেক পোড়েল (অপরাজিত ৩২) ও বাবা ইন্দ্রজিতের (অপরাজিত ১৫)।

দিনের শেষে অপরাজিত থেকে ফিরছেন মুশির।

বাংলাদেশকে হালকাভাবে নিতে নারাজ ঋষভ

বেঙ্গালুরু, ৫ সেপ্টেম্বর : লাল বলে শেষবার খেলেন ২০২২ সালের ডিসেম্বরে।

মিরপুরে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যে টেস্টের প্রথম ইনিংসে ৯৩ রান করেছিলেন। মাঝের সময় মারাত্মক সড়ক দুর্ঘটনার আতঙ্ক কাটিয়ে মাঠে ফেরার লড়াই। সাদা বলের ফর্ম্যাটে গত আইপিএলেই প্রত্যাবর্তন ঘটেছে। ছিলেন ভারতের টি২০ বিশ্বকাপ জয়ী দলেও।

আজ দলীপ ট্রফির সৌজন্যে প্রত্যাবর্তন লাল বলের ক্রিকেটেও। প্রথম সুযোগে মাত্র ৭ রান করলেও দীর্ঘদিন পর দীর্ঘমেয়াদি ক্রিকেটে ফিরতে পেরে খুশি ঋষভ। চলতি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে দুই টেস্টের সিরিজ শুরু হচ্ছে। তার প্রাক্কালে দলীপে নেমে পড়া উপভোগ করার সঙ্গে সঙ্গে টেস্ট-টক্করের প্রস্তুতি সেরে নিতে চান।

ঋষভ আরও জানিয়ে দিচ্ছেন, বাংলাদেশ সিরিজে আত্মতুষ্টির কোনও জায়গা নেই। সাফল্যের জন্য নিজেদের সেরা দিতে হবে। দলীপ ট্রফির অভিযান শুরুর প্রাক্কালে ঋষভ পন্থ বলেছেন, 'আন্তর্জাতিক ক্রিকেট মানেই চাপ। কোনও সিরিজকে হালকাভাবে নেওয়া যায় না। উনিশ-বিশে হারজিতের ফারাক হয়ে যায়। দলগুলির মধ্যে ব্যবধানও এখন কমে আসছে। আর পাকিস্তান, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কার মতো দলগুলি উপমহাদেশীয় পিচে বেশ শক্তিশালী। তবে নিজেদের মান অনুযায়ী পারফর্ম করাই আমাদের লক্ষ্য। প্রতিপক্ষ যেই হোক, নিজেদের একশোভাগ দেওয়ার তাগিদ নিয়েই নামব।'

দলীপ ট্রফির সুবাদে প্রয়োজনীয় ম্যাচ প্র্যাকটিসের সুবিধার কথাও শোনালেন। টিম ইন্ডিয়ার পয়লা নম্বর উইকেটকিপার-ব্যাটারের যুক্তি, প্রতিটি খেলোয়াড়ের জন্য ঘরোয়া ক্রিকেট গুরুত্বপূর্ণ। ম্যাচ প্র্যাকটিস যেমন মেলে, তেমনই উঠতি খেলোয়াড়রাও সিনিয়ার, আন্তর্জাতিক ক্রিকেটারদের সঙ্গে খেলার সুবাদে শেখার সুযোগও পায়। ঋষভের মতে, এর ফলে ভারতীয় ক্রিকেটকে কিছু ফিরিয়ে দেওয়ার সুযোগও পাচ্ছেন তাঁরা।

ডিসেম্বর, ২০২২ সালের পর লাল বলের প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটে ফেরার খুশি আপাতত তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করছেন। ঋষভ বলেছেন, 'দারুণ অনুভূতি। বিশেষত, ২ বছর আগের দুর্ঘটনার পর। আবার কবে জাতীয় দলের হয়ে খেলব, এই ভাবনাগুলি তখন মাথায় ঘুরপাক খেত। গত মাস ছয়েকে আইপিএল খেলেছি। বিশ্বকাপও জিতেছি আমরা, যে স্বপ্নটা ছোট থেকে দেখেছি।'

২৯ সেপ্টেম্বর বোর্ডের এজিএম

নভেম্বরের শেষে হবে এসজিএম

নয়াদিল্লি, ৫ সেপ্টেম্বর : দিন ঘোষণা হয়ে গেল। কিন্তু জট কাটল না! জয় শা ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সচিব পদ ছেড়ে ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা আইসিসির শীর্ষ পদে বসতে চলেছেন। আগামী ১ ডিসেম্বর জয় তাঁর নতুন দায়িত্বভার গ্রহণ করবেন। এসবই পুরোনো তথ্য, সবারই জানা। প্রশ্ন ও জল্পনা একটাই, জয়ের ফেলে যাওয়া সচিব পদে আগামীদিনে কাকে দেখা যাবে?

আপাতত সেই প্রশ্ন ও জল্পনার অবসান হচ্ছে না। বিসিসিআইয়ের তরফে আজ ঘোষণা করে দেওয়া হয়েছে যে, আগামী ২৯ সেপ্টেম্বর বেঙ্গালুরুতে হবে বার্ষিক সাধারণ সভা। এজিএমের এজেন্ডাও সামনে এসেছে। চমকপ্রদভাবে সেই অ্যাজেন্ডার মধ্যে নতুন সচিব নির্বাচন নিয়ে কিছু বলা হয়নি। যার মানে হল, ২৯ সেপ্টেম্বরের পরও বিসিসিআই সচিব হিসেবে কাজ চালিয়ে যাবেন জয়, অন্তত নভেম্বর পর্যন্ত সচিব পদে থাকবেন তিনি। বোর্ডের অন্দরের খবর, নভেম্বরের শেষে নতুন সচিব নির্বাচনের জন্য বিশেষ সাধারণ সভা ডাকবে বিসিসিআই। সেখানেই জয় তাঁর সচিব পদ থেকে সরবেন। অরুণ সিং ধুমল হয়তো হবেন আগামীর সচিব। যদিও অরুণ ছাড়া আরও কিছু নামও শোনা যাচ্ছে ভারতীয় ক্রিকেটের অন্দরমহল থেকে।

জল্পনার শেষ এখানেই নয়। বরং আরও রয়েছে। জয় আইসিসির চেয়ারম্যান হয়ে যাওয়ার পর ২৯ সেপ্টেম্বরের এজিএমে বিসিসিআইকে আইসিসিতে ভারতীয় বোর্ডের নয়া প্রতিনিধিও খুঁজতে হবে। কে হতে পারেন সেই প্রতিনিধি, স্পষ্ট হয়নি এখনও। যদিও বিসিসিআইয়ের অন্দরের খবর, বর্তমান সভাপতি তথা প্রাক্তন ক্রিকেটার রজার বিনিকেই বিসিসিআই প্রতিনিধি হিসেবে আগামীদিনে আইসিসি-তে দেখা যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। বিসিসিআইয়ের একটি সূত্রের দাবি, আইসিসি প্রতিনিধিত্ব নিয়ে কিছুই চূড়ান্ত হয়নি বলে জয় এখনই সচিব পদ ছাড়ছেন না। তিনিই সব চূড়ান্ত করে ১ ডিসেম্বর থেকে আইসিসির শীর্ষ পদের দায়িত্ব নেবেন।

২৯ সেপ্টেম্বরের এজিএমের অ্যাজেন্ডা মোট দুই পাতার। যার মধ্যে রয়েছে মোট ১৮টি বিষয়। যার অন্যতম হল, বেঙ্গালুরুতে প্রায় তৈরি হয়ে যাওয়া নতুন জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমির উদ্বোধনও। পাশাপাশি আর্থিক নানা বিষয়ও রয়েছে বোর্ডের এজিএমের অ্যাজেন্ডায়। নতুন ক্রিকেট পরামর্শদাতা কমিটির পাশে আম্পায়ারদের কমিটিও গঠন হবে ২৯ সেপ্টেম্বরের বার্ষিক সাধারণ সভায়। সবমিলিয়ে দলীপ ট্রফির মাধ্যমে দেশের ঘরোয়া ক্রিকেট শুরুর মরশুম শুরুর দিনই বোর্ডের প্রশাসনিক স্তরেও আগামীর তৎপরতা শুরু হয়ে গেল। যার রেশ সুদূরপ্রসারী হতে চলেছে বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

চোটের জন্য খেলতে না পারলেও দলীপ ট্রফি দেখতে হাজির সূর্যকুমার যাদব।

অসাধ্য সাধন করে দর্শকদের মাঝে পুরুষদের ক্লাব থ্রোয়ে সোনাজয়ী ধরমবীর।

অসাড় কোমর নিয়ে বাজিগর ধরমবীর

প্যারিস, ৫ সেপ্টেম্বর : অলিম্পিকে হ্যামার থ্রো ইভেন্ট যেমন হয়, প্যারালিম্পিকে সেটাই ক্লাব থ্রো। স্বাভাবিকভাবেই ভারতীয়দের কাছে এই ক্লাব থ্রো ইভেন্ট খুব একটা জনপ্রিয় নয়। কিন্তু এই অপরিচিত ইভেন্ট থেকেই বুধবার রাতে জোড়া পদক এসেছিল। বৃহস্পতিবার প্যারালিম্পিকে জুডো থেকে দেশকে প্রথমবার ব্রোঞ্জ এনে দিলেন কপিল পারমার। যার ফলে চলতি প্যারিস প্যারালিম্পিকে ভারতের ২৫ পদক হয়ে গেল। প্যারিস রওনা হওয়ার আগে যা লক্ষ্য ছিল দেশের প্যারা অ্যাথলিটদের।

বুধবার প্যারালিম্পিকের ইতিহাসে দেশের সর্বাধিক পদক (২১টি) পদক হয়ে গিয়েছিল। পরে তাতে সোনালি মাত্রা যোগ করেন তিরন্দাজ হরবিন্দার সিং। কিন্তু গভীর রাতে ক্লাব থ্রো-র মতো আনকোরা ইভেন্ট থেকে যে জোড়া পদক আসতে পারে, সেটা আসমুদ্র হিমাচলের প্রত্যাশার কিছুটা বাইরে ছিল। কিন্তু সেটাই বাস্তবে করে দেখালেন হরিয়ানার ধরমবীর। পুরুষদের ক্লাব থ্রো ইভেন্টের এফ-৫১ ক্যাটিগোরিতে সোনা জিতে দেশবাসীকে খুশির মুহূর্ত উপহার দিলেন। শুধু তাই নয়, এই ইভেন্ট থেকে ব্রোঞ্জ পেলেন আরেক ভারতীয় প্রণব সুরমা।

২০১৪ সালে এক ভয়াবহ গাড়ি দুর্ঘটনার কবলে পড়েছিলেন ধরমবীর। যার জেরে কোমরের নীচের অংশ অসাড় হয়ে যায় তাঁর। কিন্তু সতীর্থ প্যারা অ্যাথলিট অমিতকুমার সারোহার পরামর্শ ৩৫ বছরের ধরমবীরের জীবন পালটে দেয়। অমিতের কথায় প্যারা স্পোর্টসে যোগ দেন ধরমবীর। এরপর আর তাঁকে পিছনে তাকাতে হয়নি।

প্যারালিম্পিকে ২৫ পদক ভারতের

> শারীরিক অক্ষমতার জন্য আমরা থ্রোয়ের সময় অনেকক্ষেত্রে ক্লাব ঠিকমতো ধরতেও পারি না। হাতে আঠাজাতীয় বস্তু লাগাতে হয়। যার ফলে থ্রো অনেক সময়ই নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। এদিন প্রথম চারটি থ্রো আমার ভালো হয়নি। কিন্তু পঞ্চম থ্রোয়ের পর মনে হয়েছিল পদক আসতে পারে।
>
> **ধরমবীর**

দুই বছরের মধ্যে ২০১৬ সালের রিও প্যারালিম্পিকের যোগ্যতা অর্জন করেন ধরমবীর। ২০২২ সালের এশিয়ান প্যারা গেমসেও রুপো জিতেছিলেন তিনি। কিন্তু ২০২১ সালে টোকিও প্যারালিম্পিকে অষ্টম স্থানে থামতে হয় ধরমবীরকে। সেই হতাশা কাটিয়ে প্যারিসে স্বর্ণপ্রাপ্তি ধরমবীরের। মজার বিষয় হল, ফাইনালে ধরমবীরের ছয়টির মধ্যে পাঁচটি থ্রো বাতিল হয়। কিন্তু পঞ্চম থ্রোয়ে ৩৪.৯২ মিটার ছুড়ে বাজিমাত করেন ধরমবীর। সোনা জয়ের পর জাতীয় পতাকা কাঁধে নিয়ে ধরমবীর বলেছেন, 'শারীরিক অক্ষমতার জন্য আমরা থ্রোয়ের সময় অনেকক্ষেত্রে ক্লাব ঠিকমতো ধরতেও পারি না। হাতে আঠাজাতীয় বস্তু লাগাতে হয়। যার ফলে থ্রো অনেক সময়ই নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। এদিন প্রথম চারটি থ্রো আমার ভালো হয়নি। কিন্তু পঞ্চম থ্রোয়ের পর মনে হয়েছিল পদক আসতে পারে। কিন্তু পদকের রং নিয়ে নিশ্চিত ছিলাম না। পরে দেখলাম আমার ৩৪.৯২ মিটার থ্রো সবার সেরা হয়েছে। প্যারিসে আসার আগে আমাদের লক্ষ্য ছিল ২৫ পদক। তাতে আমি ও প্রণবও অবদান রাখতে পারলাম।'

২৫-এর ম্যাজিক ফিগার ভারত স্পর্শ করল জুডোকা কপিলের হাত ধরে। পুরুষদের ৬০ কেজি বিভাগে জে-১ ক্যাটিগোরিতে তিনি ব্রোঞ্জ জয়ের ম্যাচে মাত্র ৩৩ সেকেন্ডে ১০-০ পয়েন্টে ব্রাজিলের এলিটন অলিভিয়েরাকে হারিয়েছেন। এর আগে কপিল সেমিফাইনালে ০-১০ পয়েন্টে ইরানের সৈয়দ আবাদির বিরুদ্ধে হারেন।

নেশনস লিগে ক্রোয়েশিয়ার বিরুদ্ধে নামার আগে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো।

ব্যালনের দৌড়ে নেই মেসি, রোনাল্ডো

প্যারিস, ৫ সেপ্টেম্বর : ২০২৩-'২৪ মরশুমের ব্যালন ডি'অর পুরস্কারের জন্য চূড়ান্ত তিরিশজন ফুটবলারের নাম ঘোষণা করা হল বুধবার। ২০০৩ সালের পর প্রথমবার তালিকায় স্থান হল না ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো কিংবা লিওনেল মেসির। প্রত্যাশামতো তালিকায় রয়েছেন রিয়াল মাদ্রিদের ভিনিসিয়াস জুনিয়ার, জুডে বেলিংহাম ও কিলিয়ান এমবাপে, ম্যাঞ্চেস্টার সিটির রড্রি ও আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ড এবং বায়ার্ন মিউনিখের হ্যারি কেন।

গতবারের বিজয়ী মেসি মোট আটবার ব্যালন ডি'অর জিতেছেন। তাঁর চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী রোনাল্ডো জিতেছেন পাঁচবার। কিন্তু এই মরশুমে তাঁদের পারফরমেন্স উল্লেখযোগ্য নয়। ভিনিসিয়াস, বেলিংহাম রিয়ালকে লা লিগা এবং ১৬তম চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জিতিয়েছেন। অন্যদিকে, ম্যাঞ্চেস্টার সিটির টানা চারবার প্রিমিয়ার লিগ জয়ের পিছনে অন্যতম ভূমিকা ছিল রড্রি ও হাল্যান্ডের। ইংল্যান্ড অধিনায়ক বায়ার্নের হয়ে প্রথম মরশুমে কোনও ট্রফি না পেলেও তিনি রেকর্ড ৪৬টি গোল করেছিলেন।

সোনাজয়ী পোল ভল্টার জিতলেন ১০০ মিটারে

জুরিখ, ৫ সেপ্টেম্বর : আর্মান্ড মনডো ডুপ্লান্টিস কি পারেন না? বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স সার্কিটে শুরু হয়েছে নতুন চর্চা। সেই চর্চার কেন্দ্রে রয়েছেন সুইডেনের অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন পোল ভল্টার ডুপ্লান্টিস। তিনি বুধবার ১০০ মিটার প্রদর্শনী রেসে হারিয়েছেন নরওয়ের হার্ডলার কার্স্টেন ওয়ারহোমকে। এই ওয়ারহোমের আবার বিশ্বরেকর্ড রয়েছে ৪০০ মিটার হার্ডলে। গত প্যারিস অলিম্পিকে তিনি রুপোও জিতেছেন।

ডুপ্লান্টিস জুরিখ ডায়মন্ড লিগের ট্র্যাকে ১০.৩৭ সময় নেন ১০০ মিটার স্প্রিন্ট শেষ করতে। বন্ধু ওয়ারহোমকে হারিয়ে রসিকতার সুরে ডুপ্লান্টিসের মন্তব্য, 'উত্তেজিত লাগছে। আর যেভাবে রেস জিতলাম উত্তেজিত হওয়ারই কথা। এরপর আমার সঙ্গে আর খেলতে এসো না কেউ!'

ডুপ্লান্টিস নিজের অ্যাথলেটিক্স কেরিয়ারে মোট ১০ বার বিশ্বরেকর্ড ভেঙেছেন। গত প্যারিসেও তিনি ৬.১০ মিটার পার করে অলিম্পিকের রেকর্ড ভাঙেন এবং সোনা নিশ্চিত করেন। তারপরের চেষ্টার নিজেরই বিশ্বরেকর্ড ভেঙে পার করেন ৬.২৫ মিটার। অলিম্পিকের পরও জারি থাকে ডুপ্লান্টিসের রেকর্ড ভাঙার খেলা। দশদিন আগেই সিলেসিয়ান ডায়মন্ড লিগে তিনি পার করেন ৬.২৬ মিটার উচ্চতা। যা তাঁর কেরিয়ারের দশ নম্বর বিশ্বরেকর্ড।

টোকিও অলিম্পিকে সোনা জয়ী ওয়ারহোম হারের পর বলেছেন, 'আসাধারণ একটি রেস হল। ডুপ্লান্টিস যোগ্য হিসেবেই জিতেছে। ও আজ অসম্ভব দ্রুত ছিল। একই রকম ক্ষিপ্র।'

৪০০ মিটার হার্ডলের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন কার্স্টেন ওয়ারহোমকে (ডানে) ১০০ মিটার দৌড়ে হারিয়ে নিজের জার্সি তুলে দিলেন আর্মান্ড মনডো ডুপ্লান্টিস।

আনোয়ারের বিকল্প দরকার : ব্যারেটো

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ সেপ্টেম্বর : নতুন মরশুমে ভারতীয় ফুটবলের সবচেয়ে আলোচিত নাম আনোয়ার আলি। সেই আনোয়ার বিতর্ক এখনও মেটেনি। তবে একদা মোহনবাগান প্রাণভোমরা হোসে রামিরেজ ব্যারেটো মনে করেন, দ্রুত আনোয়ারের বিকল্প ফুটবলার দরকার মোহনবাগানে। বৃহস্পতিবার কলকাতায় এক অনুষ্ঠানে তিনি বলেছেন, 'মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের উচিত অবিলম্বে আনোয়ারের বিকল্প ডিফেন্ডার সই করানো। না হলে ডিফেন্স নিয়ে চিন্তা থেকে যাবে।' সেইসঙ্গে ডুরান্ড কাপে প্রিয় দলের হার মানতে পারছেন না সবুজ তোতা। তাঁর মতে, মোহনবাগানের ফাইনালটা জেতা উচিত ছিল। চলতি মরশুমে অবশ্য কলকাতা থেকে তিনটি দল খেলছে। সেই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, 'এবার কলকাতা থেকে তিনটি দল খেলছে। এটা খুব ভালো খবর। গত কয়েকবছরে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব ভালো উন্নতি করেছে। তবে আমার মতে, এবার আইএসএল জয়ের অন্যতম দাবিদার মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল ও মুম্বই সিটি এফসি।'

ফের একমঞ্চে ডগলাস ও ব্যারেটো।

তবে বাগান রক্ষণ নিয়ে যখন ব্যারেটো চিন্তিত তখন অন্য সুর শোনা গেল আরেক ব্রাজিলিয়ান ডগলাসের গলায়। তিনি বলেছেন, 'মোহনবাগান দেরিতে প্রি সিজন শুরু করেছে। দলটা সেট হতে সময় লাগবে। তবে ওদের তিনজন বিশ্বকাপার রয়েছে এটা বড় অ্যাডভান্টেজ।' পাশাপাশি ইস্টবেঙ্গল নিয়ে তিনি বলেছেন, 'আমি এই মরশুমে লাল-হলুদকে নিয়ে আশাবাদী। এবছর কলকাতা থেকে তিনটি দল খেলছে। এ' এদিন কলকাতার সেন্ট থমাস স্কুলে একটি স্পোর্টস অ্যাকাডেমির উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন এই দুই ব্রাজিলিয়ান।

অনুশীলনে যোগ দিলেন ম্যাকলারেন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ সেপ্টেম্বর : অনুশীলনের পর গান গাইতে গাইতে বেরোলেন অজি তারকা জেসন কামিংস। দিমিত্রিস পেত্রাতোসকে দেখে বেশ কয়েকবার স্লোগান দিলেন সমর্থকরা। হাসিমুখে দিমিও হাত নাড়লেন তাদের উদ্দেশে। ডুরান্ড কাপে হারের ধাক্কা কাটিয়ে বাগান ফুটবলাররা রয়েছে বেশ ফুরফুরে মেজাজে।

বৃহস্পতিবার মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের অনুশীলনে যোগ দিয়েছেন অজি বিশ্বকাপার জেমি ম্যাকলারেন। তবে তিনি মূল দলের সঙ্গে অনুশীলন করেননি। সাইডলাইনে সারাক্ষণ রিহ্যাব করে গেলেন। তাঁর সঙ্গে রিহ্যাবে ব্যস্ত ছিলেন আরেক বিদেশি আলবার্তো রডরিগেজ। বাকি ফুটবলারদের নিয়ে অনুশীলন সারেন কোচ হোসে মোলিনা। এদিন মূলত ফিজিক্যাল ট্রেনিংয়ের দিকে গুরুত্ব দেন এই স্প্যানিশ কোচ। অনুশীলনের পর একটি মোহনবাগান ফ্যানস ক্লাবের পক্ষ থেকে কোচ মোলিনা সহ সকল কোচিং স্টাফদের সংবর্ধনা দেওয়া হল। সেইসময় কোচ মোলিনা অবশ্য সহকারী বাস্তব রায়কে 'দ্য লেজেন্ড' নামে ডেকে হালকা মজাও করলেন। আসলে পুরো মোহনবাগানকে একটা সূত্রে বাঁধতে চাইছেন স্প্যানিশ কোচ।

আইএসএলের প্রস্তুতিতে কামিংস।

চোট পেলেন কাদিরি

এদিকে, বাগানে যখন ফিলগুড পরিবেশ তখন আইএসএল অভিষেকের আগে বড় ধাক্কা মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব শিবিরে। অনুশীলনে পায়ে চোট পেয়েছেন বিদেশি ফুটবলার মহম্মদ কাদিরি। একপ্রকার খোঁড়াতে খোঁড়াতে মাঠ ছাড়েন তিনি। শুক্রবার পরীক্ষার পর জানা যাবে তাঁর চোট কতটা গুরুতর। তবে কাদিরির চোটে চাপে পড়ে গিয়েছে মহমেডান। এদিন বিকাশ সিং, আঙ্গুসানাও চোট পেয়েছেন। তবে তেমন গুরুতর নয়। এদিন অবশ্য মহমেডান কোচ আন্দ্রেই চেরনিশভ ফিজিক্যাল ট্রেনিং ও পাসিং ফুটবলের দিকেই গুরুত্ব দেন। তবে কাদিরির চোট কিন্তু তাঁকে বেশ চিন্তায় রেখেছে।

সাইডব্যাক নিয়ে চিন্তিত নন কোচ কোয়াদ্রাত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ সেপ্টেম্বর : ইস্টবেঙ্গলের সাইডব্যাক পজিশনই কি একমাত্র সমস্যা? সমর্থকদের এমনই মত। যদিও সেই কথা শুনে মুচকি হাসি কোচ কার্লোস কোয়াদ্রাতের মুখে। তিনি বরং বলছেন, এইটুকু সমস্যা থাকলে তো অনেক ঝামেলাই মিটে যেত।

প্রভাত লাকড়া ও নীশু কুমারের চোট এখনও ভোগাচ্ছে। এই দুজনকেই আইএসএলের শুরুতে পাওয়া যাবে না। প্রথম ম্যাচ বেঙ্গালুরু এফসি-র বিরুদ্ধে তাদের মাঠে। স্বাভাবিকভাবেই কঠিন ম্যাচ। আর এই ম্যাচে দুই সাইডব্যাককেই পাওয়া যাবে না বলে সম্ভবত তিন ব্যাকে খেলাবেন কোয়াদ্রাত। লালচুংনুঙ্গার সঙ্গে দুই বিদেশি হেক্টর ইউস্তে ও হিজাজি মাহেরকে খেলানোর পরিকল্পনা রয়েছে বলে অনুশীলন দেখে মনে হচ্ছে। তবে তিনি কেন আনোয়ার আলিকে না খেলিয়ে ফর্মে না থাকা নুঙ্গাকে ডুরান্ড কাপে খেলালেন, তা পরিষ্কার নয়। তিন ব্যাকেও আনোয়ার ফিরে এলে খেলানো হবে কিনা তা সময়ই বলবে।

এই মরশুমে দলগঠন ভালো হলেও অনেকেই মনে করছেন, এবারও গতবারের মতো সাইডব্যাক পজিশন নিয়ে ভুগতে হতে পারে। তাঁর সমস্যা কি শুধুই এই পজিশন, এই প্রশ্ন করা হলে কোয়াদ্রাত হেসে বলেছেন, 'শুধুমাত্র সাইডব্যাক পজিশন, দুর্বল হলে তো অনেক সমস্যাই মিটে যায়। সব জায়গাতেই উন্নতি দরকার। শুধুমাত্র সাইডব্যাকে না।' কিন্তু তাঁর দল কেন শেষদিকে ভালো কোনও ফুটবলার নিতে পারেনি, সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে লাল-হলুদ কোচের ব্যাখ্যা, 'আমাদের দলে গভীরতা আছে। যথেষ্ট ভালো হয়েছে দলটা। এখন জয়ের সূত্র খুঁজে প্রতিযোগিতার জন্য তৈরি করতে হবে।'

আইএসএলের নতুন হোম জার্সি গায়ে ইস্টবেঙ্গলের নন্দকুমার শেখর।

মাদিহ তালাল, সাউল ক্রেসপো বা দিমিত্রিয়স দিয়ামান্তাকোসরা নিজেদের খানিকটা গুটিয়েই রেখেছেন। এঁরা কেন শুধু স্প্রিন্ট টানছেন, সবার সঙ্গে অনুশীলনে তাঁদের সবসময় দেখা যাচ্ছে না, তা নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে। এই তিন বিদেশি পুরোপুরি ফিট নন বলে অনেকেই মনে করছেন। যদিও সেটা দলের তরফ থেকে স্বীকার করা হচ্ছে না। বরং বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে শুরু থেকেই তিন বিদেশিকে মাঠে দেখা যাবে বলে দাবি টিম ম্যানেজমেন্টের। কোয়াদ্রাত বলেছেন, 'আমরা ভালো অবস্থায় আছি যা ক্লাবের জন্যও ভালো। দেখুন না গত পাঁচ বছর এই প্রথমবার ক্লাবে কোচ বদল হল না। তার মানে স্থিরতা আছে ক্লাবের মধ্যে। গত মরশুমের অনেক ফুটবলারকেও ধরে রাখা গেছে। যেমন ধরুন হিজাজি, সাউল, ক্লেইটন সিলভা, সৌভিক চক্রবর্তীরা ছাড়াও কয়েকজন জাতীয় শিবিরে আছে।'

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন মুর্শিদাবাদ-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, মুর্শিদাবাদ - এর একজন বাসিন্দা সঞ্জয় কুমার সাহা - কে 03.07.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 49H 85640 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই, এই রকম একটি চমৎকার স্কিম প্রদান করার জন্য। এটি আমার আর্থিক অবস্থার উন্নতিতে সাহায্য করবে। এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার জেতার পর আমি নিজেকে আরও স্বাধীন অনুভব করছিলাম। আমি সকলকে ডিয়ার লটারি কেনার পরামর্শ দেবো।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

কালীঘাটের কাছে হার মোহনবাগানের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ সেপ্টেম্বর : কলকাতা লিগে সুপার সিক্সের লড়াই থেকে আগেই ছিটকে গিয়েছিল মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। এদিন কালীঘাট স্পোর্টস লাভার্সের কাছে ২-১ গোলে হেরে গেলেন ডেগি কার্ডোজার ছেলেরা। ম্যাচের ৩৬ মিনিটে খাংগাম হোরামের গোলে এগিয়ে যায় কালীঘাট। ৫২ মিনিটে আদিল আমলের গোলে সমতা ফেরায় মোহনবাগান। ৭১ মিনিটে কালীঘাটের হয়ে জয়সূচক গোলটি করেন সৈকত সরকার। এই মুহূর্তে ১১ ম্যাচে ১৬ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপে সপ্তম স্থানে রয়েছে মোহনবাগান।

আজ নামছে ইস্টবেঙ্গল

এদিকে, শুক্রবার গ্রুপের শেষ ম্যাচে কলকাতা পুলিশের বিরুদ্ধে খেলতে নামছে ইস্টবেঙ্গল। এই ম্যাচ জিতলে শীর্ষে থেকে গ্রুপ পর্ব শেষ করবে তারা। ম্যাচের আগে কোচ বিনো জর্জ বলেছেন, 'আমি প্রতিটা ম্যাচ জিততে চাই। যদিও সব ম্যাচ জেতা সম্ভব নয়। কলকাতা পুলিশের বিরুদ্ধে জয়ের ধারা বজায় রাখার চেষ্টা করব।' এদিন সকালে প্রায় ঘণ্টা দেড়েক অনুশীলন করিয়েছেন তিনি। অনুশীলনে অবশ্য পিভি বিষ্ণু, সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায় অনুপস্থিত ছিলেন। এদিকে প্রায় সুস্থ হয়ে উঠছেন চোট পাওয়া নসিব-উর-রহমান। তবে তিনি খেলবেন কি না তা জানা যায়নি। আপাতত ১১ ম্যাচে ৩১ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপের দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে লাল-হলুদ ব্রিগেড।

সাঙ্গা নাইটদের মেন্টরের দৌড়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ সেপ্টেম্বর : কলকাতা নাইট রাইডার্স শিবিরে নাকি যোগ দিতে চলেছেন কুমার সাঙ্গাকারা। সূত্রের খবর, গৌতম গম্ভীরের শূন্যস্থানে নাইটদের মেন্টর হওয়ার দৌড়ে রয়েছেন শ্রীলঙ্কান কিংবদন্তি। রাজস্থান রয়্যালস ইতিমধ্যেই হেডকোচ হিসেবে রাহুল দ্রাবিড়কে নিয়োগ করেছে। সেক্ষেত্রে বিদেশি লিগে খেলা রয়্যালস ফ্র্যাঞ্চাইজির অপর দলগুলির দায়িত্ব সামলানোর কথা সাঙ্গাকারার। এর মধ্যেই খবর, সাঙ্গার পরবর্তী গন্তব্য হতে পারে 'সিটি অফ জয়' কলকাতা। ২০২১ থেকে রাজস্থান রয়্যালসের ডিরেক্টর অফ ক্রিকেটের ভার সামলানো শ্রীলঙ্কান কিংবদন্তি নিয়ে আগ্রহী শাহরুখ খান শিবিরও। সবকিছু ঠিকঠাক চললে গম্ভীরে পরিবর্ত হিসেবে নাইটদের মেন্টর হিসেবে চন্দ্রকান্ত পণ্ডিত, ভরত অরুণদের সঙ্গে কাজ করতে দেখা যাবে সাঙ্গাকারাকে।